বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৩ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। সোমবার ১৮ মে ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৮৯ সংখ্যা।। ১৪ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

আজই শুভেন্দুর মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় বৈঠক

নজরে সরকারি কর্মীদের ডিএ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ নবগঠিত রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে আজ ফের বৈঠকে বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দ্বিতীয় দফার এই বৈঠকে সরকারি কর্মীদের মহার্ঘভাতা (ডিএ) ইস্যু অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হতে চলেছে।কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে এমনটাই। পাশাপাশি সপ্তম পে কমিশন সংক্রান্ত বিষয়ও আলোচনার তালিকায় রয়েছে।প্রথম বৈঠকের পরই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, পরবর্তী বৈঠকে একাধিক প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয় পর্যালোচনা করা হবে। সেই অনুযায়ী সোমবারের বৈঠককে ঘিরে সরকারি কর্মীদের মধ্যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে;ডিএ বৃদ্ধির বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় কি না, সে দিকেই নজর রয়েছে সকলের।সরকারি কর্মী সংগঠনগুলির দাবি, বর্তমানে রাজ্য সরকারি কর্মীরা প্রায় ১৮ শতাংশ হারে ডিএ পান। তাদের মতে, কেন্দ্রীয় হারের সঙ্গে তুলনায় এখনও বড় ব্যবধান রয়েছে। সম্প্রতি একটি শিক্ষক ও কর্মচারী সংগঠন মুখ্যমন্ত্রীকে ইমেল করে অন্তত আরও ১২ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে, যাতে মোট হার ৩০ শতাংশে পৌঁছায়।অন্যদিকে, বকেয়া ডিএ নিয়েও দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক ও আইনি জটিলতা চলছে। বিভিন্ন কর্মী সংগঠন দাবি করছে, পূর্ববর্তী সময়ের বকেয়া ডিএ নিয়ে একাধিক আদালতের নির্দেশ থাকলেও তা পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায় এবং আদালত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সংক্রান্ত পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিল বলে দাবি করা হচ্ছে।সূত্রের খবর, এর আগে সুপ্রিম কোর্ট ২০০৯,২০১৯ সময়কালের বকেয়া ডিএ সংক্রান্ত মামলায় নির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল এবং একটি নির্ধারিত সময়সূচির মধ্যে আংশিক পরিশোধ ও রোডম্যাপ জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তবে বাস্তবায়ন ও সময়সীমা নিয়ে পরে নতুন করে জটিলতা তৈরি হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।এরই মধ্যে পূর্ববর্তী সরকারের সময় একটি ঘোষণায় জানানো হয়েছিল, ২০২৬ সালের মার্চ থেকে বকেয়া ডিএ পরিশোধ শুরু হতে পারে। তবে সেই ঘোষণা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে অর্থ না মেলায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন সরকারি কর্মীদের একাংশ।এই পরিস্থিতিতে ক্ষমতার পালাবদলের পর নতুন সরকারের প্রথম কয়েকটি মন্ত্রিসভা বৈঠকের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন রাজ্যের সরকারি কর্মীরা। আজকের বৈঠকে ডিএ সংক্রান্ত কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বা ঘোষণা আসে কি না, এখন সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে সরকারি মহলে।

চন্দ্রনাথের বাড়িতে শুভেন্দু

নয়া জামানা ঃ ভোটের ফল প্রকাশের দু'দিন পর আততায়ীদের গুলিতে খুন হন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-র ঘনিষ্ঠ সহকারী চন্দ্রনাথ রথ। রবিবার তাঁর চণ্ডীপুরের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নিহতের ছবিতে মাল্যদান করে দীর্ঘক্ষণ পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। ইতিমধ্যেই এই খুনের তদন্তভার নিয়েছে সিবিআই।ঘটনায় উত্তরপ্রদেশ ও বক্সার থেকে তিন শার্প শুটার গ্রেপ্তার হয়েছে।

বিস্ফোরক বৈশাখী

নয়া জামানা ঃ তৃণমূলে ফিরে এসেও কেন দূরে ছিলেন শোভন-বৈশাখী ?অবশেষে বিস্ফোরক দাবি করলেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়।তাঁর অভিযোগ, মেয়েকে খুন ও তাঁর উপর অ্যাসিড হামলার সুপারি দেওয়া হয়েছিল।এমনকি শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ভুয়ো ধর্ষণ মামলার পরিকল্পনাও ছিল বলে দাবি করেন তিনি। এক সাক্ষাৎকারে ফিরহাদ হাকিমের নাম করে হুমকির অভিযোগও তোলেন বৈশাখী। পালাবদলের পর তৃণমূলের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি।

শুরু জনগণনা

নয়া জামানা ঃ ভোট পর্ব মিটতেই দেশের একাধিক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শুরু হল জনগণনার কাজ।রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, মেঘালয় ও দিল্লির পুর এলাকায় কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন।পাশাপাশি চালু হয়েছে বিশেষ মোবাইল অ্যাপ। গুজরাট, জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ ও পুদুচেরির বাসিন্দারা ৩১ মে পর্যন্ত অনলাইনে নিজেদের তথ্য আপলোড করতে পারবেন। কেন্দ্রের দাবি,ইতিমধ্যেই প্রায় দেড় কোটি মানুষ অ্যাপ ব্যবহার করেছেন।এতে তথ্য গোপনীয়তা বজায় থাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্কোচও কমছে।

মস্কোয় ড্রোন হামলা

নয়া জামানা ঃ যুদ্ধবিরতি নিয়ে জল্পনার মাঝেই ভয়ংকর ড্রোন হামলায় কেঁপে উঠল রাশিয়ার রাজধানী মস্কো। ইউক্রেনের শতাধিক ড্রোনে আকাশ ঢেকে যায় বলে দাবি।হামলায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৪ জনের, নিহতদের মধ্যে রয়েছেন এক ভারতীয় নাগরিকও। রাশিয়ার দাবি, ২৪ ঘণ্টায় ১০০০-এর বেশি ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে বাড়ছে বিচারপতির সংখ্যা, অনুমোদন রাষ্ট্রপতির

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত অনুমোদন দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রবিবার জারি হওয়া অধ্যাদেশে জানানো হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট-এ বিচারপতির সংখ্যা ৩৩ থেকে বাড়িয়ে ৩৭ করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকও অতিরিক্ত চার বিচারপতি নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।এর আগে গত ৫ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রায় ছ'বছর পর এই বিষয়ে নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। যদিও বিষয়টি সংসদের অধিবেশনে তোলার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু বর্তমানে সংসদের অধিবেশন না থাকায় দ্রুত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেই কারণেই সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে অধ্যাদেশ জারি করেন রাষ্ট্রপতি।সরকারি সূত্রে মনে করা হচ্ছে, আগামী সংসদ অধিবেশনেই এই অধ্যাদেশ বিল আকারে পেশ করে আইনে পরিণত করা হতে পারে।সংবিধানের ১২৪(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্ট একজন প্রধান বিচারপতি এবং সংসদ নির্ধারিত সংখ্যক বিচারপতি নিয়ে গঠিত। সময়ের সঙ্গে মামলার চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় একাধিকবার বিচারপতির সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। ১৯৫৬ সালে বিচারপতির সংখ্যা ছিল ১০। পরে ১৯৬০ সালে তা বেড়ে হয় ১৩, ১৯৭৭ সালে ১৭, ১৯৮৬ সালে ২৫ এবং ২০০৮ সালে ৩০। ২০১৯ সালে তা বাড়িয়ে ৩৩ করা হয়েছিল। এবার আরও চারজন বিচারপতি যুক্ত হওয়ায় সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৩৭-এ।বর্তমানে প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন সূর্য কান্ত। সরকারের দাবি, বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মামলার জট কমানো এবং দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে সুবিধা হবে।

কালীঘাটে 'হাইভোল্টেজ' বৈঠক, দলের ভাঙন ঠেকাতে মাঠে মমতা

চিন্ময় চক্রবর্তী,নয়া জামানা ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবার সংগঠনের ভিত মজবুত করতে সরাসরি মাঠে নামলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংসদ ও পরাজিত প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকের পর এবার জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সহ-সভাধিপতি এবং কর্মাধ্যক্ষদের জরুরি বৈঠকে তলব করা হল কালীঘাটে। রবিবার বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে শুরু হয় এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তৃণমূলের বহু জেলা পরিষদ সদস্যের একাংশের মধ্যে অস্বস্তি বাড়ছে।গোপনে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অভিযোগও উঠতে শুরু করেছে। যদিও বিজেপি-র রাজ্য নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়েছে, তৃণমূলের কোনও নেতাকে দলে নেওয়ার বিষয়ে আপাতত তাদের কোনও পরিকল্পনা নেই।তবে বাস্তব পরিস্থিতি যে নেতৃত্বকে ভাবাচ্ছে, তার ইঙ্গিত মিলেছে সাম্প্রতিক পর্যালোচনা

বৈঠকগুলোতেই। একাধিক জেলায় জেলা পরিষদ সদস্যদের অনুপস্থিতি নিয়ে দলীয় অন্দরে তৈরি হয়েছে চাপা ক্ষোভ। বিশেষ করে পুরুলিয়ায় ৪২ জন সদস্যের মধ্যে ২৪ জনের বৈঠকে অনুপস্থিত থাকা রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। শুধু সদস্য নন কয়েকজন কর্মাধ্যক্ষের গরহাজিরাও উদ্বেগ বাড়িয়েছে শাসকদলের।এদিকে নির্বাচনী প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন, বিজেপি সরকার গঠিত হলে ছ'মাসের মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন করানো হবে।সেই আবহে জেলা পরিষদগুলিতে প্রশাসক বসানোর জল্পনাও তীব্র হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে কালীঘাটের বৈঠককে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে।দলীয় ভাঙন, অসন্তোষ এবং ভবিষ্যৎ সংগঠন রক্ষার রূপরেখা নিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তার দিকে এখন তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

জুন থেকেই ১২৫ দিনের কাজ শুরুর ঘোষণা মন্ত্রী দিলীপের

কুশল রায় ,নয়া জামানা ঃ আগামী ১ জুন থেকেই ভিবি-জিরামজি প্রকল্পের আওতায় ১২৫ দিনের কাজ শুরু হবে।খড়্গপুর শহরে জয়ের পর ধন্যবাদ যাত্রা থেকে একাধিক সরকারি প্রকল্প চালুর ঘোষণা করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী তথা নবনির্বাচিত বিধায়ক দিলীপ ঘোষ। পাশাপাশি অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পে তিন হাজার

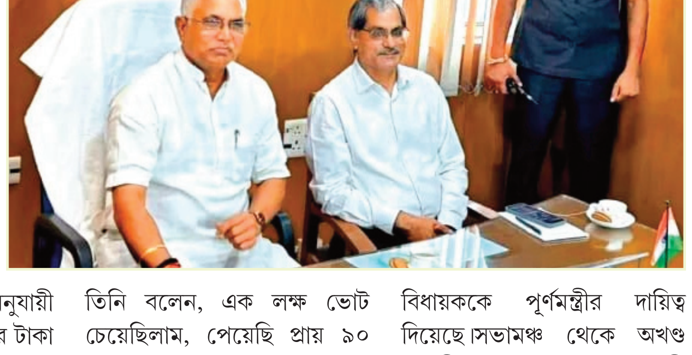

টাকা এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যুবকদের জন্যও তিন হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।এদিন ডিভিসি রথতলা থেকে তালবাগিচা বাজার পর্যন্ত বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। হাজার হাজার কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে হুডখোলা গাড়িতে চড়ে শহরবাসীর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করেন দিলীপ ঘোষ। জয়ের জন্য খড়্গপুরবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, এক লক্ষ ভোট চেয়েছিলাম, পেয়েছি প্রায় ৯০ হাজার ভোট। ৪০-৫০ হাজার ব্যবধানে জয়ের আশা ছিল, মানুষ ৩০ হাজার ভোটে জিতিয়েছেন।ভোটার তালিকা সংশোধন প্রসঙ্গে তিনি দাবি করেন, এসআইআরে বহু মানুষের নাম বাদ পড়েছিল। তা না হলে ব্যবধান আরও বাড়ত। একইসঙ্গে তিনি বলেন, মানুষের সেবার সুযোগ করে দিতেই সরকার খড়্গপুরের বিধায়ককে পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছে।সভামঞ্চ থেকে অখণ্ড মেদিনীপুরের ভূমিপুত্র তথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-রও প্রশংসা করেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, মেদিনীপুর ও জঙ্গলমহলের মানুষের উন্নয়নের কথা মাথায় রেখেই রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রথম সারির দায়িত্ব এই অঞ্চলের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠিত হবে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।

বাংলায় শিল্প ও কর্মসংস্থানের জোয়ার বইবে ঃ শমীক

স্নেহা চক্রবর্তী, নয়া জামানা ঃ রবিবার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পণ্ডার সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সভামঞ্চ থেকে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে একাধিক ইস্যুতে তীব্র আক্রমণ শানান তিনি। পাশাপাশি শিল্প, কর্মসংস্থান ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের প্রতিশ্রুতিও দেন বিজেপি নেতা।সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শমীক ভট্টাচার্য ভোট পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, ৪ তারিখে তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তরসূরি বলেছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে হালকা করে ডিজে বাজবে। এখন ডিজে নেই, পুলিশও নেই, আর সর্বত্র বলা হচ্ছে ভোট পরবর্তী হিংসায় আমরা আক্রান্ত হয়েছি। তাঁর এই মন্তব্যে সভামঞ্চে উপস্থিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়।

ফলতা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পণ্ডা-কে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে শমীক বলেন, দেবাংশু পণ্ডাকে এক লক্ষেরও বেশি ভোটে জেতান। ফলতা থেকে পরিবর্তনের বার্তা গোটা বাংলায় পৌঁছে যাক।দক্ষিণ ২৪ পরগনাকে পরিযায়ী শ্রমিকের জেলা হিসেবে পরিচিত হওয়ার প্রসঙ্গ তুলে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দাবি করেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানো হবে। শিল্প প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলায় ফের শিল্পের পরিবেশ তৈরি করা হবে এবং ফলতায় বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানাগুলি পুনরায় চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে। তাঁর দাবি, এর ফলে এলাকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।দুর্নীতির ইস্যুতেও তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করেন শমীক ভট্টাচার্য। তিনি অভিযোগ করেন, পঞ্চায়েত স্তর থেকে শীর্ষ নেতৃত্ব পর্যন্ত দুর্নীতি ছড়িয়ে রয়েছে এবং দুর্নীতিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, তালিকা এত বড় যে দু'টো জেলাকে জেল হিসেবেই ঘোষণা করে দিতে হবে।

নিহত পিএ চন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে শুভেন্দু

পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের ফলপ্রকাশের মাত্র দু'দিনের মাথায় নিজের দীর্ঘদিনের আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে হারানোর ঘটনায় শোকাহত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গত ৬ মে উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামে দুষ্কৃতীদের হামলায় নিহত হন তিনি। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।রবিবার বিকেলে পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরে নিহত চন্দ্রনাথ রথের পৈতৃক বাড়িতে যান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ওইদিন ছিল তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। সেখানে পৌঁছে প্রয়াত সহকর্মীর ছবিতে মাল্যদান করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর তিনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন এবং শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানান।পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চন্দ্রনাথ রথের পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে নেবেন এবং ভবিষ্যতেও তাঁদের পাশে থাকবেন।প্রসঙ্গত, ভোটের ফলপ্রকাশের পরপরই ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। অভিযোগ, ৬ মে সন্ধ্যায় মধ্যমগ্রামে দুষ্কৃতীরা চন্দ্রনাথ রথকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। একই ঘটনায় তাঁর গাড়িচালকও আহত হন।ঘটনার তদন্তে রাজ্য পুলিশের তরফে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়। তদন্তে প্রযুক্তিগত সূত্র ধরে ভিনরাজ্যে অভিযান চালিয়ে একাধিক সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানা যায়।

পরে মামলার গুরুত্ব বিবেচনায় তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়।তদন্তকারীরা খুনের পেছনে কারা জড়িত এবং কী উদ্দেশ্যে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন।

ডিজের হুঁশিয়ারি থেকে হারমোনিয়ামের সুর ! ফলতায় অভিষেককে কটাক্ষ শমীকের

মানস দাস ● নয়া জামানা

২১ মে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ পৌঁছেছে চরমে। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কড়া বার্তার পর রবিবার ফলতার মঞ্চে আরও আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দেখা গেল বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে। তাঁর বক্তব্যে ছিল আত্মবিশ্বাস, ব্যঙ্গ এবং বিরোধীদের উদ্দেশে একের পর এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ।রাজ্যে বিজেপির বিপুল জয়ের প্রসঙ্গ তুলে শমীক বলেন,মানুষ তৃণমূলকে কার্যত নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন বাংলার মানুষ নতুন করে মুক্ত হাওয়ায় শ্বাস নিতে চাইছে।২৯৩টি আসনের মধ্যে ২০৭টি আসনে গেরুয়া শিবিরের জয়কে সামনে রেখে তিনি দাবি করেন,ফলতাতেও বিজেপির জয় শুধুই সময়ের অপেক্ষা।এদিনের সভায় সবচেয়ে বেশি চর্চায় উঠে আসে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য। নাম না করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে শমীক বলেন,যিনি বলেছিলেন ৪ তারিখ রাতের পর ডিজে বাজবে এখন তাঁর এলাকাতেই হারমোনিয়াম বাজছে। মানুষ সব জবাব দিয়ে দিয়েছে।ডায়মন্ড হারবারে বিজেপি কর্মীদের লড়াইয়ের প্রসঙ্গ তুলে তিনি অভিযোগ করেন, আগের সরকারের আমলে প্রশাসন ও শাসকদল একসঙ্গে কাজ করেছে।তবুও সাধারণ মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছেন বলেই দাবি বিজেপি সভাপতির। তাঁর কথায়, চাপ, ভয়, হুমকি-সব কিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষ এবার ভোট দিয়েছে। তিনি বলেন, এবার আর ভয় নয়, সন্ত্রাস নয়। বাংলার মানুষ উন্নয়ন আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চায়। বিরোধীদের উদ্দেশে কটাক্ষ করে তিনি বলেন,যাঁরা এতদিন নিজেদের অজেয় ভাবতেন, এখন তাঁরাই জনরোষের মুখে পড়ে লুকোনোর জায়গা খুঁজছেন।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 18-05-2026 05:30 Page 2

সম্পাদকীয়
নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

আরাবল্লি বাঁচুক

ভারতের প্রাচীনতম পর্বতমালাগুলির মধ্যে অন্যতম আরাবল্লি।শুধু পাহাড় নয় উত্তর-পশ্চিম ভারতের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এই পর্বতমালার ভূমিকা অপরিসীম। সেই আরাবল্লিকেই বাঁচাতে এবার কঠোর অবস্থান নিল সুপ্রিম কোর্ট। নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত আরাবল্লিতে সমস্ত ধরনের খ ননকার্য বন্ধ রাখার নির্দেশ নিঃসন্দেহে পরিবেশ রক্ষার লড়াইয়ে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, বিশেষজ্ঞ কমিটি নতুন করে আরাবল্লির বৈজ্ঞানিক ও পরিবেশগত সংজ্ঞা নির্ধারণ না করা পর্যন্ত এক ইঞ্চিও খননের অনুমতি দেওয়া হবে না। আদালতের এই পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ দীর্ঘদিন ধরেই আরাবল্লিকে ঘিরে চলেছে অবাধ খনন, বনভূমি ধ্বংস এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের অভিযোগ।বাস্তবে আরাবল্লি কেবল একটি পাহাড়ি অঞ্চল নয়। এটি মরুভূমির বিস্তার রোধ করে, ভূগর্ভস্থ জলস্তর ধরে রাখে এবং বহু প্রজাতির প্রাণ ও উদ্ভিদের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান ও গুজরাটের পরিবেশগত নিরাপত্তার সঙ্গে এই পর্বতমালার অস্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অথচ বছরের পর বছর ধরে প্রভাবশালী খনি ব্যবসায়ী ও জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে এই পাহাড় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে সেই বাস্তবতাই উঠে এসেছে। প্রধান বিচারপতির মন্তব্য,প্রভাবশালী খনি ব্যবসায়ীদের কারণেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আসলে দেশের পরিবেশ ধ্বংসের এক নির্মম ছবিকেই সামনে আনে। অর্থনৈতিক লাভের জন্য প্রকৃতিকে নির্বিচারে ধ্বংস করার প্রবণতা আজ ভয়ঙ্কর মাত্রা নিয়েছে।উন্নয়নের নামে পাহাড় কেটে ফেলা, বনভূমি ধ্বংস করা কিংবা নদী দখল যেন এখন স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে।গত বছর কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক আরাবল্লির একটি নতুন সংজ্ঞা দেয়,যেখানে আশপাশের এলাকা থেকে ১০০ মিটারের বেশি উচ্চতার ভূভাগকে আরাবল্লির অংশ হিসেবে চিহ্নিত করার কথা বলা হয়। কিন্তু সেই সংজ্ঞা নিয়ে প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়। পরিবেশবিদদের একাংশের মতে এই সীমারেখা প্রকৃত আরাবল্লির বিস্তৃত অংশকে সুরক্ষার বাইরে রেখে দিতে পারে। সেই আপত্তির জেরেই আদালত আগের অবস্থান পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত নেয়।এই মুহূর্তে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে প্রশাসনিক ব্যর্থতা বা রাজনৈতিক আপসের বাইরে দাঁড়িয়ে আদালতই শেষ আশ্রয় হয়ে উঠছে।আরাবল্লিকে ঘিরে এই মামলাও তার ব্যতিক্রম নয়।তবে শুধু আদালতের নির্দেশে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, কঠোর প্রশাসনিক নজরদারি এবং সর্বোপরি জনসচেতনতা। কারণ প্রকৃতি ধ্বংস হলে তার মূল্য শেষ পর্যন্ত মানুষকেই দিতে হয়।আরাবল্লি রক্ষা মানে কেবল একটি পাহাড়কে বাঁচানো নয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পরিবেশ ও জীবনের নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত রাখা।সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ তাই নিছক আইনি সিদ্ধান্ত নয় এটি প্রকৃতি রক্ষার পক্ষে এক শক্তিশালী বার্তা।

জীবনী

হরদানাহাল্লি দোদ্দেগৌড়া দেবে গৌড়া

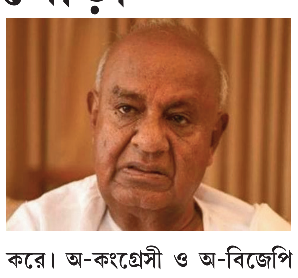

ভারতের একাদশতম প্রধানমন্ত্রী এবং প্রবীণ রাজনীতিবিদ হরদানাহাল্লি দোদ্দেগৌড়া দেবে গৌড়া যিনি রাজনীতিতে 'এইচ. ডি. দেবে গৌড়া' নামেই সমধিক পরিচিত। ১৯৩৩ সালের ১৮ মে মহীশূর রাজ্যের (বর্তমান কর্ণাটক) হাসান জেলার হরদানাহাল্লি গ্রামে এক সাধারণ কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। মা-বাবার যৌথ কৃষি সংস্কৃতির আবহে বেড়ে ওঠার কারণে মাটির কাছাকাছি থাকা সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টকে তিনি খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করেছিলেন। শিক্ষাজীবনে তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন। তবে প্রকৌশল পেশায় থিতু না হয়ে তরুন বয়সেই তিনি মনস্থির করেন জনসেবা ও রাজনীতির কণ্টকাকীর্ণ পথ বেছে নেওয়ার। ১৯৫৩ সালে তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়ে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন তবে ১৯৬২ সালে নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে কর্ণাটক বিধানসভায় জয়ী হয়ে মূল ধারার রাজনীতিতে নিজের অবস্থান শক্ত করেন।

দেবে গৌড়ার রাজনৈতিক উত্থান ছিল ধাপে ধাপে এবং তৃণমূল স্তর থেকে। কর্ণাটক বিধানসভায় তিনি দীর্ঘ সময় বিরোধী দলীয় নেতার ভূমিকা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন যেখানে তাঁর তীক্ষ্ণ যুক্তি ও বাগ্মিতা সবার নজর কাড়ে।১৯৭৫ সালে ভারতে জরুরি অবস্থা জারির সময়ে তিনি তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলেন এবং অন্য অনেক বিরোধী নেতার মতো তাঁকেও কারাবরণ করতে হয়েছিল। কারামুক্তির পর তিনি জনতা পার্টির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং কৃষক সমাজের প্রতি গভীর দরদ তাঁকে কর্ণাটকের রাজ্য রাজনীতিতে এক অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত করে। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৯৪ সালে তিনি কর্ণাটকের চতুর্দশ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিশেষ করে সেচ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে যুগান্তকারী কিছু পদক্ষেপ নেন।

১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচন ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।কোনো একক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় কেন্দ্রে জোট সরকার গঠনের হাওয়া বইতে শুরু করে। অ-কংগ্রেসী ও অ-বিজেপি আঞ্চলিক দলগুলো মিলে গঠন করে 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট' বা সংযুক্ত মোর্চা। এই মোর্চাকে বাইরে থেকে সমর্থন দেয় কংগ্রেস।এমন এক জটিল সন্ধিক্ষণে সর্বসম্মতিক্রমে জোটের নেতা হিসেবে নির্বাচিত হন কর্ণাটকের মাটির মানুষ দেবে গৌড়া। ১৯৯৬ সালের ১ জুন তিনি ভারতের একাদশতম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। অত্যন্ত স্বল্প মেয়াদের জন্য (মাত্র ১০ মাসের কিছু বেশি সময়) তিনি দিল্লির মসনদে ছিলেন কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত সময়েই তিনি তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার ছাপ রেখে যান। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়েই উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর দীর্ঘদিনের অসন্তোষ দূর করতে তিনি বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেন এবং কাশ্মীরে দীর্ঘ বছর পর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিধানসভা নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন করান। ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে শক্তিশালী করতে আঞ্চলিক দলগুলোর গুরুত্ব তিনি জাতীয় স্তরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসে রাজনৈতিক সমীকরণের আকস্মিক পরিবর্তনে কংগ্রেস সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে তাঁর সরকারের পতন ঘটে। প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ালেও তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে গুটিয়ে যাননি। ১৯৯৯ সালে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ জনতা দল (জেডি-এস) গঠন করেন এবং দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে নিজেদের একক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখেন।জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও তিনি দেশের সংসদীয় রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছেন এবং প্রবীণতম রাজনীতিবিদ হিসেবে ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একজন অভিভাবকের মর্যাদা পাচ্ছেন।একজন সাধারণ কৃষকের ঘর থেকে উঠে এসে কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার জোরে দেশের সর্বোচ্চ পদে আসীন হওয়ার এই জীবনকাহিনি ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক।

শূন্য বেঞ্চ, ভাঙা আস্থা ও নতুন প্রত্যাশা

পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলি কি মুখরিত হবে শিক্ষার্থীর জ্ঞানপিপাসায় ?

সঞ্জয়কুমার দাস

একসময় উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর পশ্চিমবঙ্গের কলেজ চত্বরে শুরু হত উৎসবের আবহ। ভোর থেকে লম্বা লাইন, হাতে ফর্ম, চোখে স্বপ্ন। কে কোন কলেজে ভর্তি হবে, কোন বিষয়ে অনার্স পাবে, তা নিয়ে পরিবারে উত্তেজনা থাকত। এখন সেই দৃশ্য অনেকটাই বদলে গেছে। রাজ্যের বহু সরকারি ও সরকার-পোষিত কলেজে স্নাতক স্তরের অসংখ্য আসন ফাঁকা থেকে যাচ্ছে। কোথাও অনার্স বিভাগে ছাত্র নেই, কোথাও আবার পুরো বিভাগই বন্ধ হওয়ার মুখে। প্রশ্ন উঠছে, কেন এই অনীহা? শুধু কি চাকরিতে নিয়োগ দুর্নীতি? নাকি এর পেছনে রয়েছে আরও গভীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত সংকট?

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সামনে সবচেয়ে বড় যে সংকটটি দৃশ্যমান হয়েছে, তা হল ছাত্রসংখ্যার ক্রমহ্রাস। রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া একাধিক দফা চললেও বহু আসন পূরণ হয়নি। বিশেষত বাংলা, ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা বিজ্ঞান বিভাগের বহু আসন দীর্ঘদিন ফাঁকা থেকেছে। গ্রামীণ ও মফস্ সল এলাকার কলেজগুলিতে পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক। কিছু কলেজে অনার্স বিভাগে হাতে গোনা কয়েকজন ছাত্র নিয়ে ক্লাস চালাতে হয়েছে।

এই সংকটের অন্যতম কারণ অবশ্যই সরকারি চাকরিতে নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ। গত কয়েক বছরে শিক্ষক নিয়োগ, প্রাথমিক শিক্ষা, স্কুল সার্ভিস কমিশন, গ্রুপ-ডি কিংবা অন্যান্য সরকারি চাকরি নিয়ে যে বিতর্ক ও আদালত-নির্ভর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা তরুণ সমাজের মনে গভীর হতাশা তৈরি করেছে। বহু পরীক্ষার্থী মনে করছেন, শুধু মেধা বা ডিগ্রি থাকলেই চাকরি মিলবে না। ফলে উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমছে। সাধারণ পরিবারের বহু ছাত্র-ছাত্রী ভাবছে, তিন বা পাঁচ বছর কলেজে পড়ে শেষ পর্যন্ত যদি কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা না থাকে, তাহলে সেই শিক্ষার বাস্তব মূল্য কোথায়?

কিন্তু সমস্যার শিকড় শুধু দুর্নীতিতে সীমাবদ্ধ নয়। উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে সমাজের ধারণাই বদলেছে। একসময় সাধারণ স্নাতক ডিগ্রি সামাজিক মর্যাদা ও কর্মসংস্থানের একটি বড় মাধ্যম ছিল। এখন চাকরির বাজার অনেক বেশি দক্ষতানির্ভর। তথ্যপ্রযুক্তি, ডিজিটাল মার্কেটিং, গ্রাফিক ডিজাইন, অ্যানিমেশন, স্বাস্থ্যপরিষেবা, প্যারামেডিক্যাল, হসপিটালিটি বা স্বল্পমেয়াদি টেকনিক্যাল কোর্সের দিকে ঝুঁকছে নতুন প্রজন্ম। কলেজের ঐতিহ্যগত পাঠক্রম অনেক ক্ষেত্রেই চাকরির বাজারের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না।

জাতীয় স্তরের পরিসংখ্যানও এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। All India Survey on Higher Education-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে উচ্চশিক্ষায় নাম নথিভুক্তির হার বা গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের বিষয় নির্বাচন ও পেশাভিত্তিক শিক্ষার প্রবণতায় বড় পরিবর্তন এসেছে। সাধারণ আর্টস বা পাস কোর্সে আগ্রহ কমছে, বাড়ছে পেশামুখী ও প্রযুক্তিনির্ভর কোর্সের চাহিদা। পশ্চিমবঙ্গের বহু কলেজ এখনও সেই পরিবর্তনের সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে উঠতে পারেনি।

আরও একটি বড় কারণ জনসংখ্যাগত পরিবর্তন। অনেক গ্রামীণ পরিবারেই এখন সন্তান সংখ্যা কম। গ্রাম থেকে শহরে বা ভিনরাজ্যে শ্রমমুখী অভিবাসনও বেড়েছে। উচ্চমাধ্যমিকের পর বহু তরুণ সরাসরি কর্মক্ষেত্রে ঢুকে পড়ছে। কেউ অনলাইন ডেলিভারি পরিষেবায়, কেউ বেসরকারি সংস্থায়, কেউ আবার দক্ষিণ ভারত বা বিদেশে কাজের খোঁজে চলে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক চাপও এখানে বড় বাস্তবতা। নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদি উচ্চশিক্ষার ব্যয় বহন করা কঠিন হয়ে উঠছে। করোনা অতিমারিও শিক্ষাব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলেছে। অনলাইন শিক্ষার সময়ে বহু ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনার মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অনেকেই আর কলেজে ফেরেনি। বিশেষ করে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই ঝরে পড়ার হার বেশি। ডিজিটাল বিভাজনও শিক্ষাক্ষেত্রে অসমতা বাড়িয়েছে। শহরের তুলনায় গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর পাশাপাশি রয়েছে শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন। বহু কলেজে দীর্ঘদিন শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। অতিথি শিক্ষকদের উপর নির্ভর করে বিভাগ চলছে। গবেষণা, গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরি, ছাত্রাবাস বা ক্যাম্পাস সংস্কৃতির উন্নয়নও অনেক জায়গায় থমকে আছে। ফলে ছাত্রদের কাছে কলেজ কেবল পরীক্ষাকেন্দ্র হয়ে উঠছে, জ্ঞানচর্চার প্রাণবন্ত পরিসর নয়।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এই সরকার কি শিক্ষাক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারবে? কলেজগুলিতে কি আবার ভর্তির ভিড় দেখা যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। তবে কিছু বিষয় স্পষ্ট। প্রথমত, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে না পারলে শিক্ষার প্রতি আস্থা ফেরানো সম্ভব নয়। একজন ছাত্র যখন দেখবে মেধা ও পরিশ্রমের মূল্য রয়েছে, তখনই সে উচ্চশিক্ষার দিকে নতুন করে আগ্রহী হবে। শিক্ষক নিয়োগ, প্রশাসনিক নিয়োগ বা অন্যান্য সরকারি চাকরিতে দ্রুত ও স্বচ্ছ ব্যবস্থা তৈরি করা নতুন সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

কলেজ শিক্ষাকে সময়োপযোগী করতে হবে। শুধুমাত্র ঐতিহ্যগত পাঠক্রমে আটকে থাকলে চলবে না। শিল্প, প্রযুক্তি ও কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত নতুন কোর্স চালু করতে হবে। স্থানীয় অর্থনীতি ও দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করার ভাবনাও জরুরি। যেমন উত্তরবঙ্গে চা-শিল্প, পর্যটন, পরিবেশবিদ্যা বা সীমান্ত-বাণিজ্য সম্পর্কিত কোর্সের সম্ভাবনা রয়েছে। জঙ্গলমহলে বনজ সম্পদ ও লোকসংস্কৃতি নিয়ে গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা গড়ে উঠতে পারে। গ্রামীণ কলেজগুলিকে নতুনভাবে ভাবতে হবে। শুধু ডিগ্রি দেওয়া নয়, কলেজকে স্থানীয় সমাজের সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। গ্রন্থাগার, নাটক, সাহিত্যচর্চা, বিজ্ঞানমেলা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, স্টার্ট-আপ সহায়তা;এসবের মাধ্যমে কলেজকে সমাজের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে ছাত্রদের আগ্রহ বাড়তে পারে।

তবে বাস্তবতা এটাও যে সমাজ দ্রুত বদলাচ্ছে। আজকের প্রজন্ম কর্মমুখী, দ্রুত ফল চায়। তারা দীর্ঘ প্রতীক্ষা বা অনিশ্চয়তায় বিশ্বাস হারাচ্ছে। ফলে শুধু সরকার বদলালেই পরিস্থিতি রাতারাতি বদলে যাবে, এমন ভাবার কারণ নেই। শিক্ষা এখন আর কেবল আদর্শ বা জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র নয়; তা অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও বিশ্ববাজারের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার সামনে তাই এখন এক সন্ধিক্ষণ। একদিকে রয়েছে অতীতের গৌরব, অন্যদিকে বর্তমানের কঠিন বাস্তবতা। কলেজগুলির ফাঁকা বেঞ্চ যেন শুধু ছাত্রসংখ্যার সংকট নয়, সমাজের আস্থাহীনতারও প্রতীক। নতুন সরকার যদি স্বচ্ছ নিয়োগ, আধুনিক পাঠক্রম, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং শিক্ষাকে কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত করার বাস্তব পদক্ষেপ নিতে পারে, তাহলে পরিস্থিতির বদল সম্ভব। হয়তো আবার কলেজ চত্বরে ভিড় বাড়বে, নবীনবরণে শোনা যাবে নতুন প্রজন্মের স্বপ্ন। কিন্তু যদি পুরোনো সমস্যাগুলিই থেকে যায়, তবে পরিবর্তমান বাস্তবতার স্রোত শিক্ষার তরণীকে আরও দূরে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তখন কলেজ থাকবে, ভবন থাকবে, শিক্ষকও হয়তো থাকবেন, কিন্তু থাকবে না সেই প্রাণচাঞ্চল্য, যা একসময় বাংলার উচ্চশিক্ষাকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছিল। শূন্য বেঞ্চ তখন শুধু শিক্ষার সংকট নয়, এক সমাজের ভবিষ্যৎ-সংশয়ের নীরব সাক্ষ্য বহন করবে।

হনুমান খাদ্য সংকটের সম্মুখীন

পরিবেশ বিপর্যয়ের এক উদ্বেগজনক প্রতিচ্ছবি

বিশ্বজিৎ বৈদ্য
গবেষক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান পৃথিবীতে পরিবেশগত সংকট দিন দিন আরও গভীর ও জটিল হয়ে উঠছে। জলবায়ু পরিবর্তন, বনভূমি ধ্বংস, নগরায়নের বিস্তার, শিল্পায়নের চাপ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অযৌক্তিক ব্যবহার শুধু মানুষের জীবনযাত্রাকেই বিপর্যস্ত করছে না, একইসঙ্গে বন্যপ্রাণীদের অস্তিত্বকেও হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এই সংকটের অন্যতম স্পষ্ট উদাহরণ হল হনুমানদের খাদ্য সংকট। বহু অঞ্চলে এখন দেখা যাচ্ছে, হনুমানরা খাদ্যের সন্ধানে গ্রাম, শহর, বাজার, মন্দির এমনকি মানুষের বাড়িঘরে ঢুকে পড়ছে। কখনও তারা ফলমূল নিয়ে যাচ্ছে, কখনও রান্নাঘরে হানা দিচ্ছে, আবার কখনও মানুষের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে। এই দৃশ্যগুলো কেবল একটি প্রাণীর বেঁচে থাকার সংগ্রামের চিত্র নয়; এগুলো আমাদের পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার এক গভীর সংকেত।

হনুমান প্রকৃতিগতভাবে বননির্ভর প্রাণী। তাদের প্রধান খাদ্য হলো বিভিন্ন ফল, পাতা, ফুল, কচি ডাল এবং বীজ। প্রাচীনকাল থেকে বনভূমিই তাদের নিরাপদ আশ্রয় ও খাদ্যের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু বিগত কয়েক দশকে মানবসভ্যতার দ্রুত বিস্তারের কারণে বনভূমির পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। রাস্তা নির্মাণ, আবাসন প্রকল্প, শিল্প কারখানা, কৃষিজমির সম্প্রসারণ এবং অবৈধ বৃক্ষনিধনের ফলে বহু বনাঞ্চল ধ্বংস হয়েছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে হনুমানদের খাদ্য ও আবাসস্থলের ওপর।বন ধ্বংসের ফলে শুধু গাছ কমে যায়নি, কমে গেছে প্রাকৃতিক খাদ্যের বৈচিত্র্যও। আগে যেখানে একটি বনাঞ্চলে নানা ধরনের ফলজ ও ঔষধি গাছ ছিল, সেখানে এখন অনেক জায়গায় কেবল অনুৎপাদনশীল গাছ বা মানুষের তৈরি কাঠামো দেখা যায়। ফলে হনুমানদের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। খাদ্যের অভাবে তারা বাধ্য হয়ে বন ছেড়ে মানুষের বসতিতে চলে আসছে।

জলবায়ু পরিবর্তন এই সংকটকে আরও জটিল করে তুলেছে। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, দীর্ঘস্থায়ী খরা, অতিরিক্ত তাপপ্রবাহ এবং ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ গাছের ফলন কমিয়ে দিচ্ছে। অনেক সময় ফুল ও ফল মৌসুমের আগেই ঝরে পড়ছে বা পর্যাপ্তভাবে উৎপন্ন হচ্ছে না। ফলে যেসব গাছের ওপর হনুমানরা খাদ্যের জন্য নির্ভর করত, সেগুলিও আর আগের মতো সহায়ক নয়। খাদ্যের এই ঘাটতি তাদের আচরণে পরিবর্তন আনছে এবং মানুষের কাছাকাছি আসতে বাধ্য করছে।অন্যদিকে, ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে বহু মানুষ হনুমানদের খাদ্য দিয়ে থাকে। বিশেষ করে মন্দির বা ধর্মীয় স্থানে কলা, রুটি, বিস্কুট, মিষ্টি ইত্যাদি দেওয়া সাধারণ ঘটনা। অনেকেই এটিকে পুণ্যের কাজ বলে মনে করেন। কিন্তু এই অভ্যাস ধীরে ধীরে হনুমানদের স্বাভাবিক খাদ্যসংগ্রহের প্রবণতা কমিয়ে দিয়েছে। তারা মানুষের দেওয়া সহজলভ্য খাবারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এর ফলে যখন সেই খাদ্য সরবরাহ কমে যায়, তখন তারা আরও আক্রমণাত্মক হয়ে মানুষের বাড়িঘরে ঢুকে পড়ে।মানুষ ও হনুমানের এই ঘনিষ্ঠতা এখন অনেক সময় সংঘাতে রূপ নিচ্ছে। খাদ্যের সন্ধানে হনুমানরা দোকান, বাজার বা বাড়িতে ঢুকে পড়লে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের তাড়াতে গিয়ে আঘাত করা হয়, আবার কখনও হনুমানের আক্রমণে মানুষ আহত হয়। এই দ্বন্দ্বের ফলে উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, এটি মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত সংঘাত নয়; বরং এটি পরিবেশ ধ্বংসের একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।

এই সমস্যার সমাধানে প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো বন সংরক্ষণ। শুধু নতুন গাছ লাগালেই হবে না; এমন গাছ লাগাতে হবে যা হনুমানদের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতে পারে। প্রদানকারী, ছায়াদানকারী এবং স্থানীয় প্রজাতির গাছ লাগানো জরুরি। বনভূমি রক্ষা, অবৈধ বৃক্ষনিধন বন্ধ এবং প্রাকৃতিক বাসস্থান পুনরুদ্ধারে সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে।দ্বিতীয়ত, মানুষকে সচেতন করতে হবে যে বন্যপ্রাণীদের অপ্রাকৃতিক খাবার দেওয়া দীর্ঘমেয়াদে তাদের জন্য ক্ষতিকর। বিস্কুট, চিপস বা মিষ্টির মতো খাবার তাদের স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো নয়। বরং তাদের স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখতে সাহায্য করা উচিত।

তৃতীয়ত, যেখানে মানুষ ও হনুমানের সংঘাত বেশি হচ্ছে, সেখানে বনদপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসনের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া দরকার। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে হনুমানদের নিরাপদ বনাঞ্চলে স্থানান্তর করা যেতে পারে। একই সঙ্গে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের আচরণ ও খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করা দরকার, যাতে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে। নতুন প্রজন্ম যদি প্রকৃতির গুরুত্ব বোঝে, তবে ভবিষ্যতে এমন সংকট অনেকটাই এড়ানো সম্ভব হবে।হনুমান খাদ্য সংকট আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা। এটি দেখিয়ে দেয় যে মানুষ যখন প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে, তখন তার প্রভাব শুধু বন বা প্রাণীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; তা শেষ পর্যন্ত মানবসমাজের জীবনযাত্রাকেও প্রভাবিত করে। তাই উন্নয়নের নামে প্রকৃতিকে ধ্বংস না করে, সুস্থায়ী উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়াই এখন সময়ের দাবি।মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সহাবস্থান নিশ্চিত করা শুধু পরিবেশ রক্ষার জন্য নয়, মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্যও অত্যন্ত জরুরি। হনুমানদের খাদ্য সংকটের এই ঘটনা আমাদের সেই দায়িত্বের কথাই নতুন করে মনে করিয়ে দেয়। এখনই যদি আমরা সচেতন হই এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করি, তবে হয়তো ভবিষ্যতের পৃথিবী আরও বাসযোগ্য ও ভারসাম্যপূর্ণ হবে।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 18-05-2026 05:30 Page 3

কানের লাল গালিচায় এবার খাঁটি বাঙালিয়ানা!

আন্তর্জাতিক মঞ্চে ধুতি-পাঞ্জাবিতে নজর কাড়লেন ‘লাফটারসেন’ নিরঞ্জন

টিনা প্রামাণিক ।। নয়া জামানা ।। কলকাতা

আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফের জয়জয়কার বাঙালির। বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবথেকে বড় এবং মর্যাদাপূর্ণ মঞ্চ ‘কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২০২৬’-এর রেড কার্পেটে এবার ইতিহাস তৈরি করলেন বাংলার জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটার নিরঞ্জন মণ্ডল, সোশ্যাল মিডিয়া দুনিয়ায় যিনি ‘লাফটারসেন’ নামেই পরিচিত। প্রথম বাঙালি কনটেন্ট ক্রিয়েটার হিসেবে কানের লাল গালিচায় পা রেখে এক অনন্য নজির গড়লেন তিনি। তবে শুধু উপস্থিতিতেই নয়, কানের মঞ্চে নিরঞ্জন নজর কাড়লেন তাঁর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী এবং খাঁটি অনবদ্য বাঙালি সাজে।ডিজিটাল দুনিয়ায় নিজের তৈরি মজাদার কনটেন্ট এবং অভিনয়ের মাধ্যমে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছেন নিরঞ্জন। ওটিটি প্ল্যাটফর্মে একটি জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজেও ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করে ফেলেছেন তিনি। তবে এবার কানের রেড কার্পেটে তাঁর এই রাজকীয় রূপ দেখে রীতিমতো অবাক এবং উচ্ছ্বসিত বাংলার নেটনাগরিকরা। আন্তর্জাতিক ফ্যাশনের চেনা ছক ভেঙে পোশাক ও চালচলনে পুরোদস্তুর বাঙালিয়ানাকেই তুলে ধরেছেন তিনি। কান-এর মঞ্চে নিরঞ্জনের পরনে ছিল সাদা পাড়ের ও সুতোর কাজ করা ট্র্যাডিশনাল সাদা ধুতি এবং সাদা কুর্তা। তার ওপর তিনি চাপিয়েছিলেন একটি বন্ধ গলা কালো গলাবন্ধ জ্যাকেট। তবে তাঁর এই বনেদি সাজে আসল চমক ছিল একটি সোনালি চেনের ভিন্টেজ

পকেট ওয়াচ, যা এককালে জমিদার বাবুদের আভিজাত্যের প্রতীক ছিল। এখানেই শেষ নয়, বাঙালি মানেই যে মৎস্যপ্রেমী, তা মনে করিয়ে দিতে তাঁর ধুতির পাড়ে সুতোর কাজে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল বিশেষ মাছের নকশা।বিশ্বের তাবড় তারকাদের ভিড়ে কানের লাল গালিচায় হেঁটে কেমন অনুভূতি হল তাঁর? সঞ্চালিকার এই প্রশ্নের উত্তরে ‘লাফটারসেন’ বেশ আবেগপ্রবণ হয়েই জানান, তিনি কিছুটা নার্ভাস, তবে নিজের দেশের ও রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে ভীষণ এক্সাইটেড এবং গর্বিত। নিজের তৈরি বিভিন্ন জনপ্রিয় চরিত্রের মধ্যে অন্যতম সেরা ‘মিতা আন্টি’ চরিত্রটিকেও তিনি রসিকতা করে কানের রেড কার্পেটে সঙ্গে নিয়ে হাঁটার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিরঞ্জনের এই ট্র্যাডিশনাল লুকের ছবি আসতেই তা মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। বাংলার অন্যান্য কনটেন্ট ক্রিয়েটার থেকে শুরু করে সাধারণ অনুরাগী; সকলেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলার নাম উজ্জ্বল করার জন্য তাঁকে শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন।

স্কুলের পুরোনো ভবন ভেঙে জমি গ্রাসের চেষ্টা! গ্রেপ্তার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য প্রশান্ত বাগ

নয়া জামানা, হাওড়া ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরনো ভবন ভেঙে জমি দখল এবং স্কুলের সামগ্রী বিক্রির অভিযোগে জগৎবল্লভপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য প্রশান্ত বাগকে গ্রেপ্তার করল জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। শনিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। রবিবার ধৃতকে হাওড়া আদালতে তোলা হয়। অভিযোগ, জগৎবল্লভপুরের নরেন্দ্রপুর ধর্মতলা প্রাইমারি স্কুলের পুরনো ভবন ভেঙে জমি দখলের চেষ্টা চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে। এই ঘটনায় প্রশান্ত বাগের বিরুদ্ধে মদতের অভিযোগ ওঠে। স্কুল কর্তৃপক্ষ থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ তদন্তে নামে।স্থানীয়দের দাবি, স্কুল ভবনের কিছু সামগ্রীও বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। তদন্তে ধৃতের যোগ সামনে আসার পরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিধাননগর স্টেশনে দুই তরুণীকে হেনস্থা ও হুমকি, শিয়ালদহ জিআরপি-র হাতে গ্রেফতার যুবক

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বিধাননগর স্টেশনে দুই তরুণীকে শ্লীলতাহানি এবং হুমকি দেওয়ার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল শিয়ালদহ জিআরপি। ধৃত যুবক কলকাতার শ্যামপুকুর এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

অভিযোগ, শনিবার রাতে ইছাপুর থেকে ডাউন কল্যাণী সীমান্ত লোকালে করে বিধাননগর স্টেশনে নামেন ২৪ বছর বয়সি এক তরুণী। রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হাঁটার সময় এক যুবক তাঁকে হেনস্থা করেন বলে অভিযোগ। এরপর বাগুইআটির বাসিন্দা আরও এক ২৩ বছর বয়সি তরুণীকেও শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে।প্রতিবাদ করায় দুই তরুণীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয় এবং বিভিন্নভাবে ভয় দেখানো হয় বলেও অভিযোগ। ঘটনার পর শিয়ালদহ জিআরপির কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে তদন্তে নেমে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে।

অগ্নিকাণ্ডের চারদিন পরেও এলাকায় অনুপস্থিত জনপ্রতিনিধিরা, সরব বাসিন্দারা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ তিলজলার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের চারদিন কেটে গেলেও এখনও এলাকায় দেখা মেলেনি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের। আগুন লাগার ঘটনার পর প্রশাসনের তরফে বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কাজ শুরু হতেই আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। বহু পরিবার ঘর ছেড়ে অস্থায়ী আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন বলে অভিযোগ। পোড়া কারখানা ও সংলগ্ন কয়েকটি বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু হলেও পরে কলকাতা হাই কোর্ট সেই প্রক্রিয়ার উপর স্থগিতাদেশ দেয়। তবুও এলাকায় আতঙ্ক কমেনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, বিপদের সময়ে জনপ্রতিনিধিদের পাশে পাওয়া যায়নি।বাসিন্দা মমতাজ বেগম বলেন, ‘সব দায় সাধারণ মানুষের নয়। রাজনৈতিক মদত ছাড়া এত কিছু সম্ভব নয়।’ ঘরছাড়া এক বাসিন্দার কথায়, ‘পরিবার নিয়ে এখন আত্মীয়ের বাড়িতে থাকতে হচ্ছে। আমাদের পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই।’

যদিও কসবার বিধায়ক জাভেদ খানের দাবি, প্রশাসনের তরফে তাঁকে এলাকায় যেতে বারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি ফৈয়াজ আহমেদ খান জানান, বাইরে থেকেই তিনি সাহায্য করার চেষ্টা করছেন। তবে এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন এলাকার বহু মানুষ।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তৎপর স্বাস্থ্যদপ্তর, কলকাতার ৫ মেডিকেল কলেজে ১০টি নতুন অ্যাম্বুলেন্স

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও উন্নত করতে তৎপর হল রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তর।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর শনিবার রাতে কলকাতার পাঁচটি মেডিকেল কলেজের হাতে তুলে দেওয়া হল মোট ১০টি নতুন অ্যাম্বুলেন্স। স্বাস্থ্যদপ্তরের এই উদ্যোগে স্বস্তি পেয়েছেন রোগী ও তাঁদের পরিজনেরা। স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা মেডিকেল কলেজ, এসএসকেএম হাসপাতাল, এনআরএস মেডিকেল কলেজ, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এবং আরজি কর হাসপাতালে দু’টি করে অ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হয়েছে। জরুরি রোগী পরিবহণে যাতে কোনও

সমস্যা না হয়, সেই লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে। এদিন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম-সহ শীর্ষ স্বাস্থ্যকর্তারা শহরের একাধিক মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করেন। ইমার্জেন্সি বিভাগ ও বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখার পাশাপাশি রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেন তাঁরা। স্বাস্থ্যদপ্তরের দাবি, সরকারি হাসপাতালগুলিতে পরিষেবা আরও দ্রুত ও কার্যকর করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

যাত্রী দুর্ভোগ কমাতে তৎপর রেল, গুঁড়িয়ে দেওয়া হল ৩০টিরও বেশি বেআইনি স্টল

নয়া জামানা, হাওড়া ঃ হাওড়া স্টেশন চত্বরে শনিবার রাতে বড় উচ্ছেদ অভিযান চালাল রেল কর্তৃপক্ষ। স্টেশনের সামনের অংশে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা অস্থায়ী হকার স্টল ও অবৈধ দখল সরাতে যৌথভাবে অভিযান চালায় রেল ও পুলিশ প্রশাসন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। অভিযানে ব্যবহার করা হয় বুলডোজারও। রেল সূত্রে খবর, স্টেশন চত্বরে বেআইনিভাবে তৈরি হওয়া দোকান ও স্টলের কারণে প্রতিদিন যাত্রীদের যাতায়াতে সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। পাশাপাশি বাড়ছিল যানজটও। সেই

কারণেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।অভিযান চলাকালীন ৩০টিরও বেশি অস্থায়ী স্টল ও দোকান ভেঙে ফেলা হয়। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে গোটা এলাকা ঘিরে কড়া নজরদারি চালায় পুলিশ। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হাওড়া স্টেশন চত্বরকে আরও পরিষ্কার, নিরাপদ ও যাত্রীবান্ধব করে তুলতেই এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বিদেশি পড়ুয়াদের জন্য শুরু হল ভর্তি প্রক্রিয়া

মুসাম্মাদ আমরিন সুলতানা, নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বিদেশি মেধাকে স্বাগত জানাতে এবার এক বড় পদক্ষেপ নিল আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্পূর্ণ অনলাইনের মাধ্যমে এই আবেদন প্রক্রিয়া চলবে। আগামী ১৫ জুন পর্যন্ত বিদেশি পড়ুয়ারা আবেদন করতে পারবেন। কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, বিদেশি পড়ুয়াদের জন্য আলাদা কোনও প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে না।

পূর্ববর্তী শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতেই ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। তবে কিছু বিশেষ কোর্স ছাড়া অধিকাংশ বিভাগেই আবেদনের সুযোগ থাকছে। বিশ্ববিদ্যালয় আরও

জানিয়েছে, নতুন শিক্ষানীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে পড়াশোনার পরিবেশ গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের আবেদন প্রক্রিয়ার সময়সীমাও বাড়ানো হয়েছে, যাতে আরও বেশি পড়ুয়া আবেদন করার সুযোগ পান।আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশা, আগামী দিনে বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ আরও বাড়বে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক যোগাযোগও শক্তিশালী হবে।

পাড়ার মহিলার ওপর আক্রোশ, মুখ্যমন্ত্রীকে ভুয়ো হুমকি মেল পাঠিয়ে শ্রীঘরে যুবক

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরে পাড়ার এক মহিলাকে ফাঁসাতে গিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে খুনের হুমকি দিয়ে বসলেন এক যুবক।

শেষ রক্ষা অবশ্য হলো না। লালবাজারের গোয়েন্দা জালে ধরা পড়ল অভিযুক্ত। শনিবার গার্ডেনরিচ থানা এলাকা থেকে হাসনিম ইকবাল (২৭) নামের ওই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশ।

ধৃত যুবকের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি আইন এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি রাজ্যের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দপ্তরে একটি হুমকি মেল পৌঁছয়। নিজেকে ‘আল-কায়েদা জঙ্গি’ পরিচয় দিয়ে পাঠানো ওই মেলে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও নির্বাচন কমিশন এবং একাধিক প্রভাবশালী রাজনীতিককে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, মেলটি গার্ডেনরিচের এক মহিলার নামে খোলা একটি নতুন ভুয়ো আইডি থেকে পাঠানো হয়েছে। ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ নিশ্চিত হয় যে,

ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই।এরই মধ্যে গত ১৪ মে ভবানীপুর থানায় মেল মারফত আরও একটি অভিযোগ জমা পড়ে, যেখানে খোদ হাসনিম দাবি করে যে সে ওই মহিলাকে চেনে এবং ওই মহিলা আল-কায়েদা জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। এই অতিরিক্ত তৎপরতাই কাল হয় হাসনিমের। লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ ও কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স যৌথভাবে তদন্তে নেমে প্রযুক্তির সাহায্যে জানতে পারে, আসল অপরাধী হাসনিম নিজেই।জিজ্ঞাসাবাদে হাসনিম স্বীকার করে, ওই মহিলার প্রতি তার পুরনো আক্রোশ ছিল। তাঁকে চরম বিপাকে ফেলতেই তাঁর নাম ব্যবহার করে এই ভুয়ো মেল আইডি খোলে সে। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার বিদিতরাজ ভুন্দেশ স্পষ্ট জানিয়েছেন,

এই ধরনের ভুয়ো হুমকি মেল পাঠিয়ে আতঙ্ক ছড়ালে কাউকেই রেয়াত করা হবে না, নেওয়া হবে কঠোর আইনি পদক্ষেপ।

ভোট-পরবর্তী হিংসার আগুন গড়িয়ায়, কাটারির কোপে আহত বিজেপি কর্মী, গ্রেপ্তার ১

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোট-পরবর্তী রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে ফের রক্তাক্ত গড়িয়া। প্রকাশ্য রাস্তায় এক বিজেপি কর্মীর উপর ধারালো কাটারি নিয়ে হামলার অভিযোগ উঠল স্থানীয় এক তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন অনির্বাণ মুখোপাধ্যায় নামে এক যুবক। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার দুপুরে গড়িয়ার মহুয়া সিনেমা হলের

উল্টোদিকের গলি দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় তাঁর উপর হামলা চালানো হয়। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ডান হাতের একটি আঙুল গুরুতর জখম হয়। স্থানীয়দের সহায়তায় আহতকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত সুদীপ দাস ওরফে বুড়োকে গ্রেপ্তার করেছে পাটুলি থানার পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার মামলা রুজু হয়েছে।

ডিজিটাল দুনিয়ায় সব খবর সবার আগে

দৈনিক নয়া জামানা

কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৯০০২৯৮৯১৩২

খড়বোঝাই চাইনা ভ্যানে আগুন, চাঞ্চল্য মতিপুরে

রূম্পা দাস, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ সিউড়ি-কাটোয়া রাজ্য সড়কের উপর কীর্ণাহারের মতিপুর সংলগ্ন এলাকায় রবিবার দুপুরে খড়বোঝাই একটি চাইনা ভ্যানে আচমকাই আগুন লেগে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জ্বলতে থাকে আগুন। পরে কীর্ণাহার থানার পুলিশ ও দমকলের তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, লাভপুর থেকে খড় বোঝাই করে একটি চাইনা ভ্যান নদিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। রবিবার দুপুর প্রায় তিনটে নাগাদ কীর্ণাহারের মতিপুর এলাকায় পৌঁছতেই গাড়িটির পিছনের দিক থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। বিষয়টি টের পেয়ে চালক গাড়ি থামিয়ে নামতেই মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা ভ্যানে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে খড়বোঝাই গাড়িটি।ঘটনা দেখে আশপাশের মানুষজন ছুটে এসে জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আগুনের তীব্রতা বাড়তে থাকায় খবর দেওয়া হয় কীর্ণাহার থানায়। পরে পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।তবে কী কারণে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার পর থেকেই ভ্যানচালককে খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে জানা গিয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভাগীরথী নদীতে অজ্ঞাত মহিলার ঝাঁপ, দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠালো পুলিশ

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ রবিবার দুপুরে নদীয়ার নবদ্বীপের ভাগীরথী নদী থেকে উদ্ধার হলো বছর ৪৫ এর এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যায় নবদ্বীপ বড়াল ঘাট ফেরিঘাট থেকে নৌকায় মায়াপুর যাওয়ার পথে ঘাটের কাছে ভাগীরথী নদীতে ঝাঁপ দেয় এক অজ্ঞাত মহিলা।পরে ঘটনার বিষয়

স্থানীয় পুলিশকে সবিস্তারে জানায় ফেরিঘাট কর্তৃপক্ষ। খবর পেয়ে ওই মহিলার খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করে পুলিশ। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন ওই রাতেই নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতু সংলগ্ন ভাগীরথী নদীর পূর্বপাড় থেকে অজ্ঞাত পরিচয় ওই মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ।সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা করে মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এখনো পর্যন্ত মৃত মহিলার নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।পুলিশ সূত্রে বিভিন্ন থানার মাধ্যমে তার পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। রবিবার দুপুরেই মৃতদেহ পাঠানো হয় ময়নাতদন্তে।

মনিপুর থেকে আসত মাদক তৈরির কাঁচামাল, পুলিশের জালে ২ পাচারকারী

নয়া জমানা, নদীয়া ঃ রাজ্যে পালাবদল হওয়ার পরেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নেতৃত্বে জারি হয়েছে একাধিক কড়া নির্দেশিকা। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোন আপস নয়- এই আদর্শকে সামনে রেখেই এগিয়ে চলেছে শাসক দল। যে কোন রকম উত্তপ্ত পরিস্থিতি ও দুর্ঘটনা এড়াতে ভোট শেষেও অনেক জায়গায় চলছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল। সঙ্গে জারি আছে পুলিশের রুটমার্চ। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই নিরাপত্তার জেরে সমস্যায় পড়েছে অনেক অবৈধ কারবারি ও ব্যবসায়ীরা।পলাশিপাড়ার বেশকিছু গ্রামেও মাদক কারবারিদের বেহাল দশা। তবুও কারবারে গতি আনতে মনিপুর থেকে চলছিল হেরোইন তৈরির উপকরণ আনার কাজ।এবার পুলিশের হাতে পাকড়াও হলো দুজন। একজন মনিপুরের থৈবাল মিনাবাজারের হাফিজ আব্দুল হামিদ, অন্যজন পলাশিপাড়ার বাউড়ের ইয়ারুল শেখ। দুজনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে, সোমবার তাদের আদালতে পাঠাবে পলাশিপাড়া থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ১ কেজির বেশি পরিমাণ হেরোইন তৈরির প্রধান উপকরণ 'ক্রুড' বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এই উপকরণের বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা। প্রসঙ্গত, পলাশিপাড়ার এক একটি গ্রাম হেরোইনের ব্যবসায়

মাতোয়ারা। সেই হেরোইন তৈরির মূল উপাদান ক্রুড, পোস্তের আঠা আমদানি করে বাড়িতেই চলে হেরোইন প্রস্তুত। এরপর পাচার করা হয়। যুবক থেকে বয়স্ক, বেশিরভাগই এই ব্যবসার সাথে জড়িত বলে জানা যায়। যার কারণে বারবার শিরোনামে এসেছে পলাশিপাড়া থানা এলাকার বড় নলদহ , ছোট নলদহ গ্রামের নাম। কার্যত এই হেরোইন তরুন যুবক প্রজন্মকে এতটাই আকৃষ্ট করছে যে টাকার লোভে বেআইনি ব্যবসা করতে প্রশাসনের ভয়কে তারা তোয়াক্কা করছে না।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হেরোইন তৈরির উপকরণের মধ্যে 'ক্রুড' আসত মনিপুর কিংবা নাগাল্যান্ড থেকে। সেই মনিপুরের এক যুবকের সঙ্গে যোগাযোগ করে পলাশিপাড়ার কোন এক মাদক কারবারি। সেই মতো এই মনিপুর থেকে ক্রুড নিয়ে এই রাজ্যে আসে হাফিজ আব্দুল হামিদ। জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে তাকে আনতেই বাইকে করে মুর্শিদাবাদ গিয়েছিল ইয়ারুল। এই খবর পুলিশের কাছে পৌঁছতেই পলাশিপাড়া থানার পুলিশ আধিকারিক পরিকল্পনা নেন। রবিবার দুপুরে মুর্শিদাবাদ পেরিয়ে পলাশিপাড়া ঢুকতেই ঝুলতলা বটতলা এলাকায় আটক করা হয় বাইকে থাকা দুজনকেই। ব্যাগ থেকে পাওয়া যায় হেরোইন তৈরির উপকরণ। দুজনকে গ্রেফতারের পাশাপাশি বাইক ও উপকরণ বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।এইসব উপকরণ কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কারা বরাত দিয়েছিল, কে কে এর পিছনে আছে সব কিছুর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন।

জোর করে 'তোলা' আদায়ের অভিযোগ, গ্রেপ্তার পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার করা হল তৃণমূল পরিচালিত কৃষ্ণনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সরজিৎ বিশ্বাসকে। শনিবার গভীর রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে কোতয়ালী থানার পুলিশ। অভিযুক্তের বাড়ি কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত দিগনগর পঞ্চায়েতের উত্তর হাতিশালা এলাকায়। রবিবার ধৃতকে কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে তোলা হয়েছে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিগনগর এলাকায় থাকা একাধিক দেশি মদ তৈরির কারখানায় শ্রমিক সরবরাহের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সরজিৎ বিশ্বাস। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই কারখানাগুলিতে কর্মরত শ্রমিকদের কাছ থেকে

নিয়মিতভাবে জোর করে টাকা আদায় করতেন তিনি। শ্রমিকদের একাংশের দাবি, কাজ বজায় রাখতে এবং কোনও সমস্যায় না পড়তে বাধ্য হয়েই টাকা দিতে হত।এই অভিযোগ ঘিরে সম্প্রতি কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্তের ভিত্তিতে শনিবার রাতে সরজিৎ বিশ্বাসকে আটক করা হয় এবং পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার আবেদন জানানো হবে আদালতে। তদন্তকারীদের অনুমান, এই তোলাবাজির ঘটনার সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত থাকতে পারে। কতদিন ধরে এই চক্র চলছিল, কারা এর সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং এর পিছনে কোনও বড় প্রভাবশালী গোষ্ঠী রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।উল্লেখ্য, সরজিৎ বিশ্বাস দিগনগর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান ছিলেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনাতেও তাঁর নাম উঠে এসেছিল বলে রাজনৈতিক মহলে দাবি। ফলে তাঁর গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নদীয়ার রাজনৈতিক মহলে।

নতুন নির্দেশিকার জেরে শূন্যপ্রায় জেলার একাধিক গরুর হাট

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ একটা সময় শনিবারের ভোর হতেই জমে উঠত ইলামবাজার-সুখবাজারের শতাধিক প্রাচীন গরুর হাঁট। দূর দুরান্ত থেকে ট্রাকে, ভ্যানে কিংবা পায়ে হেঁটে আসতেন গরু নিয়ে ব্যবসায়ীরা। হাড় চত্বরে সারি সারি গরুর ডাক, দরদামের কোলাহল আর ক্রেতা বিক্রেতাদের ভিড় যেন ছিল এলাকার সাপ্তাহিক উৎসবের ছবি। কিন্তু এখন সেই চেনার দৃশ্য অতীত। রাজ্যে পালাবদলের পর সরকারের নিষেধাজ্ঞায় ইলামবাজারে গরু হাটে মিলছে না শত শত গরুর সারি। কার্যত ফাঁকা সুখবাজারের গরু হাট। তবে নির্দেশের পর জেলার গরুহাটগুলিকে নিয়ে কড়া নজরদারি রেখেছে জেলা প্রশাসন। জেলার পুলিশ সুপার সূর্য প্রতাপ যাদব জানান, সরকারি নির্দেশিকা মেনে যাদের বৈধ কাগজপত্র আছে তারা ব্যবসা করতে পারবেন। বাকিদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না। সরকারের নির্দেশিকা মেনেই সমস্ত নজরদারি দেখে হাটগুলি পরিচালনা হবে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে গরু হাট গুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, পশু পরিবহন, তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংক্রান্ত কড়াকড়ি নির্দেশের পরেই আপাতত ব্যবসায়ীরা হাটে আসা বন্ধ করেছেন। কার্যত খাঁ খাঁ করছে হাট। গরু ব্যবসায়ীদের দাবি, সদ্য মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশিকা জারি করেছেন অবৈধ গোরুর হাট বন্ধ করতে হবে ও পশুবলির ক্ষেত্রে আইনি ছাড়পত্র নিতে হবে। তারপরেই ইলামবাজার পশুর হাটে কোপ পড়েছে।প্রসঙ্গত, এই হাট থেকে মুর্শিদাবাদ হয়ে বাংলাদেশে গোরু পাচারের অভিযোগে তদন্তে নেমেছিল সিবিআই ও ইডি। গ্রেপ্তার হয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। এবার শতাব্দি প্রাচীন সেই হাট এবার সম্পূর্ণ বন্ধ। সামনেই মুসলমান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব কুরবানী বা ঈদুল আজহা। এই উৎসবে গোরুর মাংসের চাহিদা থাকে তুঙ্গে। চড়া দামে গোরু কেনাবাচা হয়। কিন্তু, দক্ষিণবঙ্গের সব থেকে বড় ইলামবাজারের সুখ বাজার পশুহাট সম্পূর্ণ বন্ধ। ব্যবসায়ীদের দাবি, কোন রকম অশান্তি এড়াতে আপাতত অলিখিত ভাবে শনিবারের এই হাট বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। যদিও, প্রাচীন এই পশুহাট অবৈধ নয়, বলছেন ব্যবসায়ী ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। পশুহাট ব্যবসায়ী শেখ মতিউর রহমান, শেখ হাসমত আলি, আব্দুল করিম বলেন, সামনে কুরবানী, এই সময় হাট বন্ধে খুব ক্ষতি সামনে পড়তে হলো। এই হাট ১০০ বছরের পুরনো।

শতাধিক ভোটার কার্ড উদ্ধার ঘিরে বিএলওর সাফাই, কীর্ণাহারে উত্তেজনা

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ভোট পর্ব মিটতেই বীরভূমের নানুর বিধানসভার কীর্ণাহার থানার পশ্চিমপাড়ার একটি মাঠ থেকে উদ্ধার হল শতাধিক ভোটার পরিচয়পত্র। ঘটনাকে ঘিরে রবিবার সকাল থেকেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। উদ্ধার হওয়া ভোটার কার্ডগুলি পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম বিধানসভার চিনিসপুর মল্লিকপাড়ার ৩৩ নম্বর পার্টের ভোটারদের বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এত সংখ্যক ভোটার কার্ড কীভাবে কীর্ণাহারের মাঠে এসে পড়ল, তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠছে।

কেউ কেউ বাংলাদেশি যোগ বা অন্য কোনও চক্রান্তের আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন। যদিও সেই দাবির কোনও সরকারি প্রমাণ এখনও সামনে আসেনি।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ভোরে মাঠে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অবস্থায় কার্ডগুলি দেখতে পান বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় কীর্ণাহার থানায়। ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী হিরণ্যপ্রভা মেটে মাঝি সামনে এসে দাবি করেন, উদ্ধার হওয়া কার্ডগুলি তাঁর কাছেই ছিল। তিনি জানান, একসময় তিনি ৩৩ নম্বর পার্টের বিএলও হিসেবে কাজ করতেন। ভোটার কার্ডগুলির সংশোধনের কাজের জন্য সেগুলি তাঁর কাছে রাখা ছিল। বাড়ির বারান্দায় রাখা অবস্থায় কুকুর মুখে করে কার্ডগুলি মাঠে টেনে নিয়ে যায় বলেও দাবি করেন তিনি।তবে তাঁর এই দাবিকে ঘিরেও নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, নিয়ম অনুযায়ী কোনও বিএলও-র কাছে এত সংখ্যক ভোটার কার্ড ব্যক্তিগতভাবে রাখার কথা নয়। সংশোধনের কাজ শেষ হলে সেগুলি বিডিও অফিসে জমা দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। তাহলে কীভাবে ওই কার্ডগুলি দীর্ঘদিন তাঁর কাছে ছিল, তা খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

বিজেপি কর্মীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে, গ্রেপ্তার ১

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ সরকার গঠনের কয়েকদিনের মধ্যেই নদীয়ায় আক্রান্ত এক বিজেপি কর্মী। তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই এক জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে খবর, আহত বিজেপি কর্মীর নাম হারাধন ঘোষ।

তিনি পেশায় দুধ ব্যবসায়ী। তাঁর বাড়ি কৃষ্ণনগর ২ নম্বর ব্লকের ধুবুলিয়া থানার তেতিয়া গ্রামে। রবিবার ঝিটকিপোতা গ্রামে দুধ দোয়ানোর কাজে গিয়েছিল তিনি। সেই সময়ে তাঁর উপর চড়াও হন বেশ কয়েক জন দুষ্কৃতী। অভিযোগ, ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে এলোপাথাড়ি কোপানো হয়।এরপর আশঙ্কাজনক অবস্থায় শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় হারাধনকে।হাসপাতাল সূত্রে খবর, শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হতে পারে।ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে যান বিজেপি বিধায়ক সাধন ঘোষ। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধেই হামলার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এক জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে বাকি অভিযুক্তেরা এখনও পলাতক বলেই খবর পুলিশ সূত্রে। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে যুবকের প্রাণহানি, শান্তিনিকেতনে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ রবিবার সকালে বোলপুর শান্তিনিকেতন স্টেশনে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম সুমন দাস (৪৩)। তাঁর বাড়ি বোলপুর শহরের কাছারি পট্টি এলাকায় বলে জানা গিয়েছে।রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধমান থেকে ছেড়ে আসা আপ বর্ধমান-সাহেবগঞ্জ লোকাল সকাল প্রায় ৭টা ১৫ মিনিট নাগাদ বোলপুর- শান্তিনিকেতন স্টেশনের

এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছয়। ট্রেনটি স্টেশন ছাড়ার সময় দৌড়ে উঠে পড়ার চেষ্টা করেন সুমন দাস। সেই সময়ই পা পিছলে ট্রেনের নিচে কাটা পড়েন তিনি। এদিন ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, যাত্রীরা চিৎকার করে সতর্ক করার চেষ্টা করলেও ততক্ষণে দুর্ঘটনা ঘটে যায়। ঘটনার পরেই স্টেশনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

রামপুরহাটে বিজেপির অভিনন্দন যাত্রায় মহিলাদের নজরকাড়া অংশগ্রহণ

সায়ন ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের রামপুরহাট শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো অভিনন্দন যাত্রা। রবিবার দীনবন্ধু ক্লাব সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু হওয়া এই মিছিল শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় এবং রামপুরহাট বিধানসভার বিজেপি মনোনীত বিধায়ক ধ্রুব সাহার বিপুল ভোটে জয়লাভকে সামনে রেখেই এই অভিনন্দন যাত্রার আয়োজন করা হয়।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির একাধিক নেতা-কর্মী ও সমর্থক। ছোট থেকে বড়, বিভিন্ন বয়সের মহিলাদের উপস্থিতি মিছিলে আলাদা মাত্রা

যোগ করে।অঙ্গভিনন্দন যাত্রাকে ঘিরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।

১৬ বার অস্ত্রোপচারের ! বাম হাতে লিখে উচ্চ মাধ্যমিকে বাজিমাত, নদীয়ার শুভজিৎ ভবিষ্যতে হতে চায় রাজনীতিবিদ

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, একের পর এক কঠিন অস্ত্রোপচার, আর্থিক সংকট; এত প্রতিকূলতার মাঝেও শিক্ষার প্রতি অদম্য জেদে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সফল হল হরিপুর হাই স্কুলের ছাত্র শুভজিৎ বিশ্বাস।উচ্চমাধ্যমিকে তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ২৬২।শুভজিতের এই সাফল্য এখন এলাকাজুড়ে অনুপ্রেরণার উদাহরণ হয়ে উঠেছে।ছোটবেলা থেকেই কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বড় হতে হয়েছে শুভজিৎকে। তার ডান হাতে ধরা পড়ে বোন ক্যান্সার। গত দশ বছরে ইতিমধ্যেই ১৬ বার অস্ত্রোপচার হয়েছে তার। কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরু; একাধিক জায়গায় চিকিৎসা করানো হলেও বর্তমানে কৃষ্ণনগরেই তার চিকিৎসা চলছে। ডান হাতের অস্ত্রোপচারের সময় কোমর থেকে হাড় কেটে হাতে বসানো হয়েছিল। ফলে বর্তমানে হাতের পাশাপাশি কোমরেও সমস্যায় ভুগছে সে। তার ৭০ শতাংশ প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেটও রয়েছে। দু'বছর আগে ডান হাত কার্যত অচল হয়ে যাওয়ার পর

অধিকাংশই হয়তো পড়াশোনা ছেড়ে দিত। কিন্তু শুভজিৎ হার মানেনি। রাইটার না নিয়ে বাম হাতেই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে সে। গত দু'বছর ধরে নিয়মিত বাম হাতে লেখার অভ্যাস করেছে। সেই কঠোর পরিশ্রমের ফল মিলেছে পরীক্ষার ফলাফলে। শুভজিতের পারিবারিক অবস্থাও অত্যন্ত দুর্বল। শুভজিৎ এর চিকিৎসা করতে গিয়ে জর্জরিত হয়ে চলে যেতে হয় রাজ্যের বাইরে বাইরে । বাবা মায়ের সাথে দেখা বলতে বছরে একবার পুজোর সময় । শুভজিৎ থাকে মাসির বাড়িতে। শুভজিতের বাবা সেন্টারিংয়ের কাজ করেন এবং মা পরিচারিকার কাজ করেন অন্যের বাড়িতে। দুই দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে মাসির বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে শুভজিৎ। চিকিৎসার জন্য ইতিমধ্যেই প্রায় ১৭ থেকে ১৯ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে বলে জানিয়েছে পরিবার। ফলে আর্থিক চাপে বাবা-মা আর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চাইছিলেন না। তবে শুভজিতের মাসি ও মেসো তার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তারাই বর্তমানে পড়াশোনা ও অন্যান্য খরচ বহন করছেন।রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে ভবিষ্যতে পড়াশোনা করতে চায় শুভজিৎ। রাজনীতির প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। চোখে মুখে রয়েছে বর্তমান রাজ্যের ক্ষমতা বদলের পর নিকট আত্মীয়দের দূরে থাকার বেদনা ভুলে কাছে পাওয়ার স্বপ্ন। তবে খরচের দিক থেকে আর পেরে উঠছেন না পরিযায়ী মা-বাবা, মাসির আত্মবিশ্বাস শুভজিৎ কে পড়াশোনা করাতে পারলে নিশ্চয়ই কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা করতে পারবে সে নিজেই। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিশেষ করে প্রধান শিক্ষকও তাকে সবসময় সাহায্য করেছেন। জীবনের প্রতিটি বাধাকে জয় করে শুভজিৎ আজ প্রমাণ করে দিয়েছে, ইচ্ছাশক্তি থাকলে অসম্ভবও সম্ভব।

দৈনিক নয়া জামানা পত্রিকা নিয়মিত পড়ুন ও পড়ান

নদিয়া ও বীরভূম জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

চাকুলিয়ায় যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

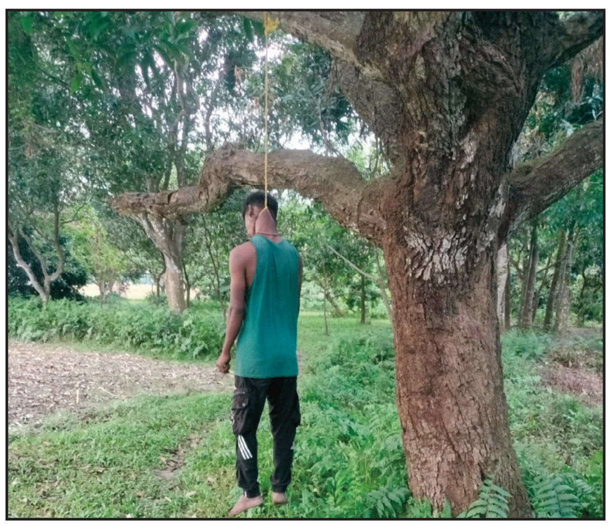

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া থানার কালিয়ারা নীলকুঠী এলাকায় এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত যুবকের নাম রিপন হালদার বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, শনিবার রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান রিপন। এরপর থেকে আর তিনি বাড়ি ফেরেননি। রবিবার সকালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা।

সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় চাকুলিয়া থানার পুলিশকে।খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে এবং প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। পরে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরিবারের সদস্যদের দাবি,

ঠিক কী কারণে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল তা তাঁদের বোধগম্য নয়। ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশপুলিশ সূত্রে খবর, একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

হিলি থানার নির্দেশে বন্ধ হলো আন্তর্জাতিক বহি-বাণিজ্যের লরি থেকে অবৈধ চাঁদা ও তোলাবাজি

রবিন মুরমু, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ রাজ্য রাজনীতিতে পালা বদলের পর বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসতেই হিলিতে অবৈধ চান্দার জুলুম বাজি এবং তোলা আদায় বন্ধ করলো হিলি থানার পুলিশ। প্রশাসনের এমন ভূমিকায় খুশি লরির চালক এবং মালিকেরা। জানা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বহি বাণিজ্যে সীমান্তের পথের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলির আন্তর্জাতিক বহি বাণিজ্য সীমান্ত পথ দিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পন্য সামগ্রী নিয়ে হিলির সীমান্ত পথ দিয়ে বাংলাদেশে এক্সপোর্ট হত। এই এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা লরির চালকের কাছ থেকে বেআইনিভাবে জোরপূর্বক চাঁদার জুলুম বাজি চলত বলে অভিযোগ লড়ির মালিক এবং চালকদের। হিলি থানার পুলিশের নির্দেশ মতো হিলি থেকে সকল ক্লাব বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে বেআইনিভাবে চাঁদা তোলা হতো। সেই বেআইনি চাঁদা হিলি থানার পুলিশের নির্দেশ মতো বন্ধ করে দেওয়া হলো। বিভিন্ন ক্লাব এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এমন বাড়বাড়ন্তে কোপ এসে পড়ল হিলি এক্সপোর্টার এন্ড কাস্টম ক্লিয়ারিং এজেন্ট এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষের ঘাড়েও। পুলিশ প্রশাসনের নির্দেশমতো হিলি থানা এক্সপোর্টার এন্ড ইমপোর্টার কাস্টম ক্লিয়ারিং এজেন্ট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রীতিমতো মিটিং ডেকে বন্ধ করে দেওয়া হলো অর্থ আদায়। যদিও এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে হিলি এক্সপোর্টার এন্ড ইমপোর্টার্স কাস্টম ক্লিয়ারিং এজেন্ট সম্পাদক আলাউদ্দিন মন্ডল বলেন, পুলিশ প্রশাসনের নির্দেশ মতো এক্সপোর্ট অফিসে মিটিং ডেকে এক্সপোর্ট এসোসিয়েশনের অফিসের সামনে যে বিভিন্ন সমাজ সেবা মূলক কাজে অর্থ আদায় করা হতো, তা বন্ধ করে দেওয়া হলো। তিনি বলেন যে হিলি এক্সপোর্টার এন্ড ইমপোর্টার কাস্টম ক্লিয়ারিং এজেন্ট এসোসিয়েশনের অফিসের সামনে ২২০ টাকা করে যে অর্থ আদায় করা হতো তা বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজেই ব্যবহার করা হতো। এক্ষেত্রে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, শীতকালে শীত বস্ত্র প্রদান, অসহায় মানুষদের বিবাহ অনুষ্ঠানে সাহায্য প্রদান; এমনকি দুঃস্থ মানুষের সহায়তার জন্য এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে যে অ্যাম্বুলেন্সটি চলে তার সমস্ত খরচ এবং এসোসিয়েশনের কর্মচারীদের বেতন এই ২২০ টাকা অর্থ আদায়ের জমাকৃত টাকা থেকে প্রদান করা হতো। প্রশাসনের নির্দেশে অফিসের সামনে যে টাকাটি তোলা হত তা বন্ধ করে দেওয়া হলো বলে আলাউদ্দিন বাবু জানিয়েছেন। জানা গেছে যে হিলির বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু করে চেকপোস্ট পর্যন্ত অকারণে বিভিন্ন অজুহাতে প্রতিটি এক্সপোর্ট গাড়ি থেকে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা বেআইনিভাবে জোরপূর্বক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অজুহাতে আদায় করা হত। পুলিশের নির্দেশ মতো সমস্ত তোলাবাজি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এই তোলা আদায়ের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের নির্দেশিকাও আছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

বিডিও অফিস ছাড়া যেসব এলাকায় বেআইনিভাবে চাঁদা তোলা হয় তা সম্পূর্ণভাবে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হলো। এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানার জন্য হিলি থানার আইসি তমাল দাসের সাথে কথা বলা হলে তিনি বলেন যে রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশ মতো হিলিতে উন্নয়নের নামে যেসব এলাকায় তোলাবাজি এবং জোরপূর্বক চাঁদার জুলুম চলত, তা হিলি থানার পুলিশের নির্দেশে বন্ধ করে দেওয়া হলো। তিনি আরও বলেন যে এই নির্দেশের পরেও কোন ক্লাব বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বেআইনি এবং অন্যায় ভাবে লরির মালিকের এবং চালকের কাছ থেকে তোলা আদায় করলে সেই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গেরুয়া আবিরে উত্তাল কুশমন্ডি, উন্নয়নের ‘বুলডোজার’ নিয়ে বিজয়োল্লাস

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকে বিজেপির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল জাঁকজমকপূর্ণ বিজয় মিছিল। রবিবার কুশমন্ডি শহর জুড়ে গেরুয়া আবির, ঢাক-ঢোল ও উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। বিজেপির নির্বাচনী কার্যালয় থেকে শুরু হওয়া এই মিছিল শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে। মিছিলে বুলডোজার নিয়ে অংশগ্রহণ বিশেষভাবে নজর কেড়েছে সাধারণ মানুষের।এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কুশমন্ডি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায়।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির মন্ডল সভাপতি রাজেশ সরকার, অজিত সরকার, আনন্দ সরকার, অলোক চৌহান, শান্ত সাহা সহ বিজেপির একাধিক নেতৃত্ব ও কার্যকর্তা।বিজয় মিছিল ঘিরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়। গেরুয়া আবিরে রঙিন হয়ে ওঠে কুশমন্ডির রাজপথ। কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।এদিন বিজেপি বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায় বলেন, কুশমন্ডির উন্নয়নের বুলডোজার এবার চলতে শুরু করেছে। এলাকার উন্নয়ন, সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষা ও নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিজেপি নিরলসভাবে কাজ করবে।রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বিজয় মিছিল আগামী দিনে কুশমন্ডির রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন বার্তা বহন করল।

হামিদুলগড়ে গেরুয়া ঝড়, শক্তি প্রদর্শনে মাতল বিজেপি

সুবল গোপ, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানের শক্ত ঘাঁটিতে বিজেপির সুবিশাল বিজয় মিছিল। রবিবার বিজেপির চোপড়া তিন নম্বর মন্ডল কমিটির উদ্যোগে চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিগঞ্জ বাজারে বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়।এদিন মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি অসীম বর্মন, বিজেপি প্রার্থী শংকর অধিকারী, বিধানসভা কনভেনার মিহির দাস, তিন নম্বর মন্ডল সভাপতি প্রদীপ রায় সহ অসংখ্য কর্মী সমর্থকরা। এদিন পুরো কালিগঞ্জ বাজার এলাকা পরিক্রমা করে কালিগঞ্জ হাইস্কুল মাঠে গিয়ে শেষ হয় মিছিলটি। মিছিলে মহিলাদের যোগদান ছিল উল্লেখযোগ্য।এছাড়াও মিছিলে যোগদান করে এলাকার লোকশিল্পীরা।মিছিল শেষে সকলের জন্য ঘুগনি মুড়ির আয়োজন করা হয়।অন্যদিকে মাঝিয়ালি অঞ্চলের চন্দনী ডাঙ্গা গ্রামের মহিলারা চালন বাতি সাজিয়ে মন্দিরে মন্দিরে পূজো দিয়ে বেড়ান এবং ঘন্টা-কাসর-উলু ধ্বনি ও ঢাকের তালে মেতে ওঠেন সকলে।

গ্রামের এক মহিলা মুক্তি সিংহ জানান তারা চা বাগানে মজুরি করে খাচ্ছিল। কিন্তু বিজেপি করার দায়ে বাগানের কাজ বন্ধ করে দেন তৃণমূল নেতারা।তাই ভোটের আগে মহিলারা গ্রামের কালী মন্দিরে গিয়ে মানত করেন যাতে স্বৈরাচার সরকারের পতন হয় এবং সুশাসনের বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হয়। তাই রাজ্যে পরিবর্তন আসতেই আজ তারা মহিলাদের আয়োজনে মন্দিরে পুজো দিয়ে গেরুয়া আবিরে মেতে ওঠেন। এ ব্যাপারে তিন নম্বর মন্ডল সভাপতি নিত্য পাল জানান রাজ্যে ডবল ইঞ্জিনের সরকার গঠন হয়েছে। সুশাসনের সরকার পেয়েছে বাংলার মানুষ।

হেমতাবাদে অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের বর্ধিত সভা, সচেতনতা ও সম্প্রীতির বার্তা

রামকৃষ্ণ দাস, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ পঞ্চায়েত সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হল অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের বর্ধিত সভা। সভায় সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন বাল্যবিবাহ রোধ, পণপ্রথা বিরোধী সচেতনতা, সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি এবং সচেতনতা শিবির আয়োজন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন হেমতাবাদের ব্লক আধিকারিক বিশ্বজিৎ দত্ত, অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের উত্তরবঙ্গের কনভেনার ডাঃ মোহাম্মদ বশিরুদ্দিন, জেলা সভাপতি আলহাজ্ব মৌলানা আশিরুদ্দিন, জেলা কমিটির সদস্য মৌলানা তৈমুর রহমান সহ জেলা ও ব্লকের অন্যান্য পদাধিকারীরা। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু ইমাম ও মোয়াজ্জেম উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ব্লক আধিকারিক বিশ্বজিৎ দত্ত আগাম ঈদের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, ঈদ শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বার্তা বহন করে। পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প ও সামাজিক উন্নয়নের বিষয়েও আলোকপাত করেন। উত্তরবঙ্গের কনভেনার ডাঃ মোহাম্মদ বশিরুদ্দিন বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার সামাজিক উন্নয়ন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট তৎপর। তিনি সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা করে ভবিষ্যতেও ইমাম সমাজের পাশে থাকার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। জেলা সভাপতি আলহাজ্ব মৌলানা আশিরুদ্দিন বলেন, সমাজের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে সরকার ঘোষিত বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ মেনে চলতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাশাপাশি ইমাম সমাজের বিভিন্ন দাবি ও প্রয়োজনের বিষয়েও সরকার সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

গবাদি পশু পাচারের ছক ভেস্তে দিল পুলিশ, উদ্ধার ৩টি গরু, ধৃত ২

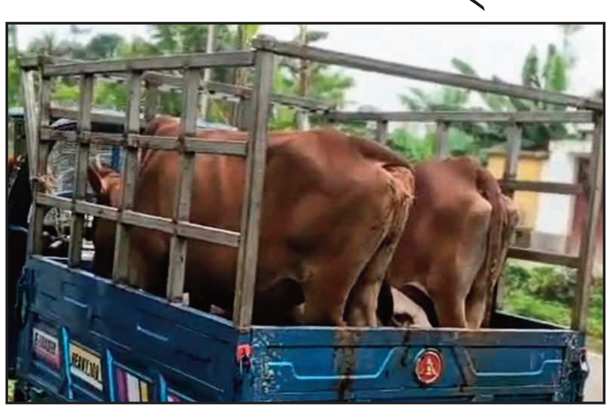

দিলদার আলী, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি থানার পুলিশের তৎপরতায় বড়সড় সাফল্য মিলল। অবৈধভাবে গবাদি পশু পাচারের অভিযোগে অভিযান চালিয়ে ৩টি গরু উদ্ধার করল কুশমন্ডি থানার পুলিশ প্রশাসন।

ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।রবিবার কুশমন্ডি থানার অন্তর্গত দেহাবন্দ এলাকায় নিয়মিত নাকা চেকিং চলাকালীন একটি গরু বহনকারী গাড়িকে আটক করা হয়। পরে গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে বিভিন্ন আকার ও রঙের মোট ৩টি গরু উদ্ধার করে পুলিশ। গবাদি পশুগুলি বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।ঘটনার পর গাড়িতে থাকা দুই ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। পরে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে আইনের যথাযথ ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে কুশমন্ডি থানার পুলিশ প্রশাসন।এই প্রসঙ্গে কুশমন্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা জানান, অবৈধভাবে গবাদি পশু পাচার রুখতে কুশমন্ডি থানার পুলিশ প্রশাসন নিয়মিতভাবে নাকা চেকিং ও বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছে। দেহাবন্দ এলাকায় অভিযান চালিয়ে গরু বোঝাই একটি গাড়িকে আটক করা হয়।

তল্লাশিতে ৩টি গরু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এবং ঘটনায় জড়িত দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।তিনি আরও বলেন, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা ও অবৈধ পাচার রুখতে কুশমন্ডি থানার পুলিশ প্রশাসন ভবিষ্যতেও আরও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও আইন রক্ষার স্বার্থে পুলিশের এই ধরনের অভিযান ধারাবাহিকভাবে চলবে বলেও জানান তিনি।পুলিশের এই সাফল্যে এলাকাজুড়ে প্রশংসার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অবৈধ পাচারের বিরুদ্ধে কুশমন্ডি থানার সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

পঞ্চায়েতের আবর্জনা বহনের গাড়ি চলছে ভাড়ায়! বিতর্ক তুঙ্গে

নয়া জামানা, মালদা ঃ সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের নোংরা আবর্জনা বহনের কাজে ব্যবহৃত গাড়ি এবার দেখা গেল ভাড়ায় খাটতে। আর সেই গাড়িতেই বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিস্কুট ও পানীয় জলের প্যাকেট। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদার চাঁচলে। ইতিমধ্যেই সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। আর এই ঘটনাকে সামনে এনে সরব হয়েছে বিজেপি।ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, গ্রাম পঞ্চায়েতের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে ব্যবহৃত একটি গাড়িতে বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী, বিশেষ করে বিস্কুটের কার্টুন ও পানীয় জলের বোতল বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিজেপির অভিযোগ, সরকারি প্রকল্পের গাড়ি ভাড়ায় খাটছে। প্রশাসন বিষয়টি দেখ ুক। দ্রুত পদক্ষে গ্রহণ করুক। দীর্ঘদিন ধরে এই ঘটনা ঘটে আসছে। যদিও চাঁচল ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের দাবি, সরকারি গাড়ি যদি ভাড়ায় কেউ খাটাই তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

‘ধন্যবাদ জ্ঞাপন’ যাত্রায় রায়গঞ্জ ও হেমতাবাদে বিজেপির শক্তিপ্রদর্শন

রাজ্যে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণের পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ ও হেমতাবাদে অনুষ্ঠিত হলো বিজেপির ধন্যবাদ জ্ঞাপন যাত্রা। রাজ্যজুড়ে প্রতিটি বিধানসভা এলাকাতেই এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় রায়গঞ্জের বিধায়ক কৌশিক চৌধুরী এবং হেমতাবাদের বিধায়ক হরিপদ বর্মন নিজ নিজ এলাকায় এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন। রায়গঞ্জে বিদ্রোহী মোড় থেকে শুরু হওয়া পদযাত্রা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে।

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ রাজ্যে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণের পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ ও হেমতাবাদে অনুষ্ঠিত হলো বিজেপির ধন্যবাদ জ্ঞাপন যাত্রা। রাজ্যজুড়ে প্রতিটি বিধানসভা এলাকাতেই এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় রায়গঞ্জের বিধায়ক কৌশিক চৌধুরী এবং হেমতাবাদের বিধায়ক হরিপদ বর্মন নিজ নিজ এলাকায় এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন। রায়গঞ্জে বিদ্রোহী মোড় থেকে শুরু হওয়া পদযাত্রা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে। অন্যদিকে হেমতাবাদেও ব্যাপক জনসমাগমের মধ্য দিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। দুই জায়গাতেই দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। রায়গঞ্জে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপির সভাপতি নিমাই কবিরাজ-সহ একাধিক জেলা ও স্থানীয় নেতৃত্ব। পদযাত্রাকে ঘিরে উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবেশ তৈরি হয়। কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দুই বিধায়কই উন্নয়ন ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের বার্তা তুলে ধরেন।কৌশিক চৌধুরী বলেন, রায়গঞ্জের সার্বিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসার, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নই এখন প্রধান লক্ষ্য।একইভাবে হরিপদ বর্মন হেমতাবাদের মানুষের প্রত্যাশা পূরণে স্বচ্ছ প্রশাসন ও দ্রুত উন্নয়নমূলক কাজের আশ্বাস দেন। দুই বিধায়কই স্পষ্ট ভাষায় জানান, দুর্নীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। নতুন সরকার মানুষের আস্থা বজায় রেখে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে প্রশাসন পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর বলেও তাঁরা দাবি করেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, রায়গঞ্জ ও হেমতাবাদে এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন যাত্রা শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কর্মসূচি নয়, আগামী দিনের উন্নয়নমূলক রূপরেখা তুলে ধরারও একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করল।

উত্তর দিনাজপুর,দক্ষিণ দিনাজপুর,মালদা জেলার জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

বিজেপির তিরঙ্গা যাত্রায় দেশপ্রেমের বার্তা

আইয়ুব আলী, নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ভরতপুর বিধানসভায় ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে এক বিশাল তিরঙ্গা যাত্রা র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বিজেপি নেত্রী অনামিকা ঘোষ।

দেশের জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে দেশপ্রেম ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দিতে এই র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিটি সালার পেট্রোল পাম্প এলাকা থেকে শুরু হয়ে সালার থানার সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে উপস্থিত হয়ে সালার থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে সম্মানের সহিত ভারতের জাতীয় পতাকা তুলে দেন নেত্রী অনামিকা ঘোষ এবং পুলিশ প্রশাসনের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করেন। এই তিরঙ্গা যাত্রায় ভরতপুর ৬৯ নম্বর বিধানসভার বিভিন্ন মণ্ডল সভাপতিগণ, বিধানসভার অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ এবং বহু বিজেপি কর্মী-সমর্থক অংশগ্রহণ করেন। দেশাত্মবোধক স্লোগান ও জাতীয় পতাকায় মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হওয়া এই মিছিলে সাধারণ মানুষেরও উৎসাহ চোখে পড়ে। বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও ঐক্যের বার্তা মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতেই এই তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে।

মাকেঞ্জিপার্কে অবৈধ কার্যকলাপ রুখতে কড়া বার্তা বিধায়ক চিত্ত মুখার্জির

রাজু শেখ, নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জঙ্গিপুরের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত মাকেঞ্জিপার্ক কে রক্ষা করতে এবার কড়া অবস্থান নিলেন জঙ্গিপুর বিধানসভার বিধায়ক চিত্ত মুখার্জি। একের পর এক সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষের নজর কেড়েছেন তিনি। এবার তাঁর নজরে এসেছে জঙ্গিপুর শহরের একমাত্র বড় খেলা মাঠ মাকেঞ্জিপার্ক ময়দান । দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ উঠছিল, রাতের অন্ধকার নামতেই মাঠ চত্বরে মোটরসাইকেলের দৌরাত্ম্য, মদের আসর, জুয়ার আড্ডা ও বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপ বেড়ে চলেছে। এতে খেলাধুলার পরিবেশ যেমন নষ্ট হচ্ছিল, তেমনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন এলাকার সাধারণ মানুষ ও ক্রীড়াপ্রেমীরা। শনিবার মাঠ পরিদর্শনে এসে বিধায়ক চিত্ত মুখার্জি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, আইন মেনে মাকেঞ্জিপার্ক ময়দানকে শুধুমাত্র খেলাধুলা ও সুস্থ সামাজিক পরিবেশের জন্য ব্যবহার করতে হবে। তিনি বলেন, এই মাঠ জঙ্গিপুরের মানুষের সম্পদ। এখানে কোনভাবেই অবৈধ কাজ চলতে দেওয়া হবে না। রাতের বেলায় গাড়ি বা মোটরসাইকেল নিয়ে মাঠে ঢোকা, মদের আসর কিংবা জুয়ার আসর বন্ধ করতেই হবে। তিনি রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ প্রশাসনকেও নির্দেশ দেন যাতে নিয়মিত মাঠে নজরদারি চালানো হয় এবং কোনো রকম বেআইনি কাজ ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়। শুধু রাতের বিষয়ই নয়, দিনের বেলাতেও মাঠ যাতে সঠিকভাবে ব্যবহার হয় এবং খেলাধুলার পরিবেশ বজায় থাকে, সেই বিষয়েও প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে বলেন তিনি। বিধায়কের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন বাবুয়া রুদ্র 'রাজা মাস্টার এবং ঘনশ্যাম মাস্টার সহ স্থানীয় বাসিন্দারা। বহু ক্রীড়াপ্রেমী মনে করছেন, দীর্ঘদিন পরে মাকেঞ্জিপার্ক ময়দানকে রক্ষা করার জন্য কেউ কার্যকর পদক্ষেপ নিলেন। এলাকার যুব সমাজও আশাবাদী, এবার হয়তো মাঠ আবার আগের মতো খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠবে।

অনলাইন বুকিংয়েও মিলছে না গ্যাস, ডিস্ট্রিবিউটর অফিসে গ্রাহকদের বিক্ষোভ

নয়া জামানা, ফরাক্কাঃ অনলাইনে বুকিং করার পরও সময়মতো রান্নার গ্যাস না পাওয়ার অভিযোগে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রাহকরা। শনিবার সকালে ফরাক্কার এনটিপিসি মোড় সংলগ্ন একটি গ্যাস সরবরাহ অফিসের সামনে দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। গ্যাস বুকিং ও সরবরাহ ঘিরে গ্রাহকদের মধ্যে ব্যাপক হুড়োহুড়ি ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় অফিস কর্মীদের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল থেকেই প্রায় পাঁচশোর বেশি গ্রাহক ওই অফিসের সামনে লাইনে দাঁড়ান। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় আরও বাড়তে থাকে ।

লাইনে আগে দাঁড়ানোকে কেন্দ্র করে প্রথমে বচসা, পরে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। গ্রাহকদের অভিযোগ, অনলাইনে বুকিংয়ের সুবিধা থাকলেও বুকিংয়ের পর দীর্ঘদিন কেটে গেলেও অনেকের বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছাচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়েই সরাসরি ডিস্ট্রিবিউটর অফিসে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে তাঁদের। বেনিয়াগ্রামের বাসিন্দা সরস্বতী হালদার বলেন, ভোর থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর বুকিং করতে পেরেছি। ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কিতে হাতেও চোট লেগেছে। অনলাইনে বুকিং করেও যদি এভাবে লাইনে দাঁড়াতে হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি আরও বাড়ছে। একাংশ গ্রাহক অভিযোগ করেছেন, কিছু অসাধু ডেলিভারি কর্মী অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে নিয়ম বহির্ভূতভাবে অন্যদের গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ করছেন। এর জেরেই এলাকায় কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়েছে বলে তাঁদের দাবি। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে ফরাক্কার বিডিও সুজয় ব্যাপারি জানান, এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের কাছে কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে, অভিযোগ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। ডিস্ট্রিবিউটর কর্তৃপক্ষের নীরবতায় গ্রাহকদের ক্ষোভ আরও বেড়েছে।

বাংলায় একলা চলো নীতিতে কংগ্রেস, বার্তা রাহুলের

মিলন সারোয়ার,নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ দীর্ঘদিনের জোট রাজনীতি থেকে সরে এসে পশ্চিমবঙ্গে একলা চলো নীতিতেই এগোতে চায় কংগ্রেস। দিল্লিতে রাজ্যের নবনির্বাচিত দুই কংগ্রেস বিধায়কের সঙ্গে বৈঠকে এমনই স্পষ্ট বার্তা দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর বক্তব্য, বিজেপির বিকল্প শক্তি হিসেবে বাংলায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সংগঠনকে বুথস্তর পর্যন্ত শক্তিশালী করতেই হবে। সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনে শূন্যতার গেরো কাটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে দুটি আসনে জয় পেয়েছে কংগ্রেস। ফরাক্কা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন মাহাতাব শেখ এবং রানিনগর কেন্দ্রে জিতেছেন জুলফিকার আলি। একুশের নির্বাচনে খাতা খুলতে না পারা দলের কাছে এই সাফল্য নতুন অক্সিজেন জুগিয়েছে বলেই মনে করছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে দুই নবনির্বাচিত বিধায়ককে ডেকে পাঠান রাহুল গান্ধী। বৈঠকে তিনি স্পষ্ট করে জানান, বাংলায় আর কোনও জোটের রাজনীতিতে নির্ভর করা হবে না। বরং নিজেদের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করেই আগামী দিনে লড়াইয়ের ময়দানে নামতে হবে। সূত্রের খবর, বৈঠকে রাহুল বলেন, এই জয় কেবল শুরু। মানুষ বিকল্প খুঁজছে। বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসই একমাত্র ভরসা হতে পারে। সেই কারণেই বুথস্তর পর্যন্ত সংগঠন ঢেলে সাজানোর নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি পুরনো গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ভুলে নতুন প্রজন্মকে সামনে আনার উপরও জোর দেন। বিশেষ করে সংখ্যালঘু, দলিত ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় জনসংযোগ বৃদ্ধির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুই বিধায়ককে বিধানসভায় সরব থাকার পাশাপাশি এলাকায় এলাকায় গিয়ে মানুষের সমস্যা শোনার কথাও বলেন রাহুল গান্ধী। দুর্নীতি, বেকারত্ব, নারী নির্যাতন এবং কেন্দ্র-রাজ্য বঞ্চনার মতো ইস্যুতে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলার বার্তাও দেওয়া হয়েছে। আগামী পঞ্চায়েত ও পুরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন থেকেই সংগঠনকে চাঙ্গা করার রূপরেখা তৈরি করছে কংগ্রেস। দলীয় সূত্রে খবর, জেলা থেকে ব্লকস্তর পর্যন্ত যুব ও ছাত্র সংগঠনকে সক্রিয় করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। এদিন ফরাক্কার বিধায়ক মাহাতাব শেখ বলেন, রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস ধীরে ধীরে দুর্বল হবে। আগামী দিনে বিজেপির প্রকৃত বিকল্প হিসেবে কংগ্রেসই ঘুরে দাঁড়াবে বলে আমরা আশাবাদী।

শান্তিপূর্ণ-সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে কোরবানি ঈদের আগে প্রশাসনিক বৈঠক

নয়া জামানা, ভরতপুর ঃ আগামী কোরবানি ঈদ যেন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ, নিয়মশৃঙ্খল এবং সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়, সেই লক্ষ্যে এক বিশেষ প্রস্তুতি বৈঠকের আয়োজন করল ভরতপুর ব্লক প্রশাসন। রবিবার ভরতপুর-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কমিউনিটি হলে আয়োজিত এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় উপস্থিত ছিলেন এলাকার ইমাম, মসজিদ কমিটির সদস্য এবং ঈদগাহ কমিটির প্রতিনিধিরা।

উৎসবের দিনগুলোতে সরকারি বিধি নিষেধ কঠোরভাবে বজায় রাখার বার্তা দিয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোথাও কোনও রকম উচ্চশব্দের ডিজে বক্স বা সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করা যাবে না এবং মাইক বাজানোর ক্ষেত্রেও শব্দের মাত্রা রাখতে হবে প্রশাসনের বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট ভলিউমের মধ্যে। ব্লকের আইনশৃঙ্খল রক্ষা ও উৎসবের দিনগুলোতে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখার এই জরুরি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভরতপুরের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মাহবুব রহমান, সালার সার্কেল ইন্সপেক্টর সমরেন্দ্র পাল এবং ভরতপুর থানার ওসি বিশ্বজিৎ মন্ডল সহ প্রশাসনের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। সকলের সহযোগিতায় একটি সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশের মধ্য দিয়ে উৎসব সম্পন্ন করাই এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল।

পশুজবাই নির্দেশিকায় বিভ্রান্তি ! মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুকে চিঠি অধীর-র

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে গবাদি পশু জবাই ও মাংস বিক্রি সংক্রান্ত রাজ্য সরকারের নতুন নির্দেশিকাকে ঘিরে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কিছু এলাকায় উদ্বেগ ও বিভ্রান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মুর্শিদাবাদের মানুষের সমস্যার কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-কে চিঠি দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

সম্প্রতি রাজ্য সরকার ১৯৫০ সালের প্রাণিসম্পদ আইন অনুযায়ী গবাদি পশু হত্যা ও মাংস বিক্রিতে একাধিক নিয়ম কার্যকর করেছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া গবাদি পশু জবাই করা যাবে না। ১৪ বছরের কম বয়সি গবাদি পশু হত্যা নিষিদ্ধ। পাশাপাশি মাংস বিক্রি ও কাটার ক্ষেত্রেও স্থানীয় প্রশাসন বা প্রাণিসম্পদ দফতরের লিখিত অনুমতি প্রয়োজন হবে। এই নতুন বিধি কার্যকর হওয়ার পর থেকেই মুর্শিদাবাদ-সহ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বিভিন্ন এলাকায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বলে দাবি করেছেন অধীর।

মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতি ও বহু ধর্মীয় ঐতিহ্যের মিলনভূমি। তাই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় রীতি ও সামাজিক সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিঠিতে অধীরের প্রস্তাব, জেলা প্রশাসন নির্দিষ্ট কিছু জায়গা চিহ্নিত করতে পারে, যেখানে ধর্মীয় ঐতিহ্য ও নিয়ম মেনে কোরবানির আচার সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। তাঁর মতে, এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি হওয়া বিভ্রান্তি ও অস্থিরতা অনেকটাই কমবে। রাজনৈতিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদহ ও মুর্শিদাবাদের কয়েকজন তৃণমূল বিধায়কও বিষয়টি নিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

তবে দ্রুত কোনও সমাধান না মেলায় তাঁদের একাংশ কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন বলে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা তৈরি হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত শাসকদলের তরফে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে কোরবানির ঈদকে ঘিরে নতুন নির্দেশিকা নিয়ে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক স্তরে আলোচনা আরও জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

'সম্মান নেই, আর তৃণমূল দল করব না'- তৃণমূল ছাড়লেন মনিরুল

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা করলেন ফরাক্কার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর পক্ষে আর তৃণমূল কংগ্রেস করা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত খুব শীঘ্রই ঘোষণা করবেন বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ফারাক্কা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন মনিরুল ইসলাম। তবে এবারের নির্বাচনে তাঁকে টিকিট দেয়নি দল। তাঁর পরিবর্তে সামশেরগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক আমিরুল ইসলামকে ফরাক্কার প্রার্থী করা হয়। যদিও নির্বাচনে ওই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস পরাজিত হয় এবং কংগ্রেস প্রার্থী মহাতাব শেখ জয়ী হন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মনিরুল ইসলাম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, দুর্নীতি, কাটমানি ও দাদাগিরির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করেন। তাঁর দাবি, এ ধরনের উদ্যোগ আগে শুরু হলে রাজ্যে আরও স্বচ্ছ প্রশাসনিক পরিবেশ তৈরি হতে পারত। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব তৈরির প্রসঙ্গে মনিরুল বলেন, দলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার সময় তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কেন্দ্রের নেতাকে ফরাক্কায় প্রার্থী করা হয়। এরপর রাজ্য নেতৃত্বের তরফে তাঁর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা হয়নি বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর কথায়, 'আমি দল ছাড়িনি, দলই আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।' প্রসঙ্গত, টিকিট না পাওয়ার পর মনিরুল ইসলামের অবস্থান নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছিল। সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের এক জনসভা থেকে তাঁকে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন বলেও রাজনৈতিক মহলে আলোচনা হয়। পরে তিনি কিছুটা নরম অবস্থান নিলেও এদিন সরাসরি দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। মনিরুলের বক্তব্য, 'যে দলে সম্মান ও মর্যাদা নেই, সেখানে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে থাকা সম্ভব নয়।' তিনি জানান, অনুগামী ও সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পথ নির্ধারণ করবেন। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামো নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন মনিরুল ইসলাম। তাঁর অভিযোগ, দলে একক নেতৃত্বের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। যদিও তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের- প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করেন, একই সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তাঁর পক্ষে রাজনীতি করা সম্ভব নয় বলেও জানান। রাজনৈতিক মহলের মতে, ফরাক্কার প্রাক্তন বিধায়কের এই সিদ্ধান্ত মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

কান্দির জমি কেলেঙ্কারি তদন্তে ইডির নজরে শান্তনু সিনহা বিশ্বাস

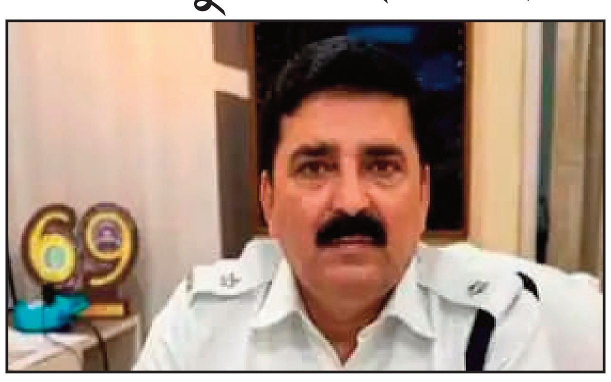

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ জমি কেলেঙ্কারি মামলার তদন্তে নেমে কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডিসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাস-এর বিরুদ্ধে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে পেয়েছে বলে দাবি করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তদন্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর মুর্শিদাবাদের কান্দি শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের জেমো বিশ্বাসপাড়ায় অবস্থিত পৈতৃক বাড়ির সংস্কারের জন্য প্রায় আড়াই কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল বলে ইডির অনুমান। যদিও ওই বাড়িটি প্রায় পনেরো কাঠা জমির উপর নির্মিত। ইডি সূত্রে খবর, এই অর্থ প্রদান করেছিলেন দাউদ শেখ নামে এক ব্যক্তি, যার বাড়ি বড়ঞা থানার কুলি এলাকায়। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হলেও বর্তমানে তিনি অধরা বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, কান্দি পুরসভা ও ব্লক এলাকায় বিভিন্ন ঠিকাদারি কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দাউদ শেখ। এদিকে, তদন্ত ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিজেপি নেত্রী বিনীতা রায় দাবি করেছেন, এই তদন্তে কান্দি এলাকার একাধিক তৃণমূল নেতার নাম উঠে আসতে পারে। ইডি নিরপেক্ষ তদন্ত করলে আরও তথ্য সামনে আসবে। তদন্তকারীদের দাবি, জমি কেলেঙ্কারি মামলায় শান্তনু সিনহা বিশ্বাস ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছে দামী উপহার পাঠানো হত। এর মধ্যে কোটি টাকার বিলাসবহুল হাতঘড়িরও সন্ধান মিলেছে বলে ইডি জানিয়েছে। তদন্তে জয় কামদার নামে এক ব্যক্তির নামও উঠে এসেছে, যিনি নিয়মিত উপহার পাঠাতেন বলে অভিযোগ। ইডির আরও দাবি, বেআইনি জমি দখল ও নির্মাণ সংক্রান্ত চক্র পরিচালনার ক্ষেত্রে একাধিক মোবাইল ফোন ও সিম কার্ড ব্যবহার করা হত। শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েই এই তথ্য ও নথি উদ্ধার হয়েছে বলে তদন্তকারী সংস্থার দাবি। যদিও এই সমস্ত অভিযোগের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত শান্তনু সিনহা বিশ্বাস বা তাঁর পরিবারের তরফে কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তদন্ত চলছে।

ফলন কম, তবু দেশজুড়ে চাহিদা - মুর্শিদাবাদের লিচু পাড়ি দিচ্ছে দিল্লি-মুম্বই

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে লিচুর চাষ হলেও জঙ্গিপুর মহকুমা বরাবরই এই ফলের জন্য বিশেষ পরিচিত। তবে চলতি মরশুমে খামখেয়ালি আবহাওয়ার প্রভাব পড়েছে লিচুচাষে।

ফলন যেমন কমেছে, তেমনই লিচুর আকারও তুলনামূলক ছোট হয়েছে বলে জানাচ্ছেন চাষিরা। ইতিমধ্যেই গাছ থেকে লিচু পাড়ার কাজ শুরু হয়েছে। ডাল-সহ প্যাকিং করে সেই লিচু রওনা দিচ্ছে দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু-সহ দেশের বিভিন্ন বড় শহরে। চাষিদের বক্তব্য, এবছর বাজারে লিচুর জোগান কম থাকায় দামও বেড়েছে। বর্তমানে এক হাজার লিচু প্রায় ২২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জ ও সংলগ্ন এলাকার বাগানগুলিই মূলত রাজ্যের বাজারে লিচুর বড় অংশের জোগান দেয়। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরেই উৎপাদনে ধস নামছে। একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ থেকে যেখানে সাধারণত ৩০০ থেকে ৪০০ কেজি পর্যন্ত লিচু পাওয়ার কথা, সেখানে এখন অনেক ক্ষেত্রেই ফলন নেমে এসেছে প্রায় ১০০ কেজির আশপাশে। ফলনের এই ঘাটতির কারণে একদিকে যেমন বাজারে দাম বাড়ছে, অন্যদিকে তেমনি আগ্রহ হারাচ্ছেন বহু চাষি। তাঁদের দাবি, লিচুচাষ অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ ও ঝুঁকিপূর্ণ।

শ্রম কোডের প্রতিবাদে সিটুর বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ফরাক্কা ঃ নতুন শ্রম আইন বা শ্রম কোডের প্রতিবাদে এদিন সকালে ফরাক্কার আম্বুজা সিমেন্ট কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করল সিটু-সমর্থিত শ্রমিক ইউনিয়ন। সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক অংশ নেন। শ্রমিক সংগঠনের অভিযোগ, নতুন শ্রম কোডের অজুহাতে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও পূর্ববর্তী বিভিন্ন শ্রমিক-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলছে। এরই প্রতিবাদে এদিনের আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সিটু নেতা দিলীপ মিশ্র সহ একাধিক শ্রমিক নেতা। বক্তারা দাবি করেন, কেন্দ্র সরকারের ঘোষিত সম কাজের সম মজুরি নীতি এখনও কার্যকর করা হয়নি। সেই দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের পাশাপাশি শ্রমিকদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখার দাবিতেও সরব হন আন্দোলনকারীরা। শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটা হতে পারে।

> **নতুন শ্রম আইন বা শ্রম কোডের প্রতিবাদে এদিন সকালে ফরাক্কার আম্বুজা সিমেন্ট কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করল সিটু-সমর্থিত শ্রমিক ইউনিয়ন।**

মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

দিনহাটা পুরসভায় বিল্ডিং প্ল্যান দুর্নীতি

গ্রেপ্তার তৃণমূল নেত্রী মৌমিতা

সামির হোসেন ।। নয়া জামানা ।। দিনহাটা

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর দুর্নীতি ও ভোট-পরবর্তী হিংসা সংক্রান্ত একাধিক পুরনো মামলায় সক্রিয় হয়েছে পুলিশ প্রশাসন। সেই আবহেই এবার দিনহাটা পুরসভায় বেআইনিভাবে বিল্ডিং প্ল্যান পাসের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা পুরসভার কর্মী মৌমিতা ভট্টাচার্য। শনিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে দিনহাটা থানা-র পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিনহাটা জুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক চর্চা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই দিনহাটা পুরসভা-য় ভুয়ো ও নিয়মবহির্ভূত বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের অভিযোগ উঠে আসছিল। অভিযোগ অনুযায়ী, বেআইনিভাবে একাধিক নির্মাণের প্ল্যান পাস করিয়ে মোটা অঙ্কের আর্থিক লেনদেন করা হতো। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এই সংক্রান্ত একটি লিখিত অভিযোগ সামনে আসে দিনহাটা পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দার তরফে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তৎকালীন এক্সিকিউটিভ অফিসার অলোক কুমার সেন দিনহাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ এবং সেই সময় পুরসভার একাধিক কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ ও গ্রেপ্তারও করা হয়। ওই ঘটনার জেরে তৎকালীন চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মহেশ্বরী পদচ্যুত হন। তৃণমূল কংগ্রেসের তৎকালীন মন্ত্রী উদয়ন গুহ তাঁকে চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দেন। পরে দায়িত্ব নেন অপর্ণা দে নন্দী। যদিও অভিযোগ, নেতৃত্ব বদল হলেও পুরসভার ভেতরে অনিয়মের ধারা বন্ধ হয়নি। দীর্ঘ সময় চার্জশিট জমা না পড়ায় অভিযুক্তরা তখন ছাড়া পেয়ে যান এবং বিষয়টি কিছুদিনের জন্য স্তিমিত হয়ে আসে। তবে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর ফের নতুন করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। শনিবার পুরসভার অফিস থেকে বেরোনোর সময় মৌমিতা ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই সঙ্গে প্রাক্তন চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মহেশ্বরীকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে দিনহাটা পাঁচমাথা মোড় সংলগ্ন তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। যদিও তার আগেই তিনি গা ঢাকা দেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। গ্রেপ্তারের পর মৌমিতা ভট্টাচার্যকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল-এ নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁকে দিনহাটা আদালত-এ তোলা হলে বিচারক তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। আদালত চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মৌমিতা বলেন, যা বলার আদালতেই বলব। কেন আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেটাও আমি জানি না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধীদের দাবি, দিনহাটা পুরসভায় দীর্ঘদিন ধরেই দুর্নীতির রমরমা চলছিল। যদিও এখনও পর্যন্ত তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তদন্ত এগোলে আরও একাধিক প্রভাবশালী নাম সামনে আসতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

আলিপুরদুয়ারে উদ্ধার নিষিদ্ধ মাদক

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ জেলা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য মিলল আলিপুরদুয়ারে। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বীরপাড়া থানা পুলিশের সহযোগিতায় শনিবার গভীর রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় মাদক কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দলগাঁও এলাকার দলমোর (এথেলবাড়ি ৮ নম্বর এলাকা) সঙ্গম হোটেলের কাছে অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে ধৃতের কাছ থেকে ৩৪ স্ট্রিপ পাইভন স্পাস প্লাস ক্যাপসুল, ০৫ স্ট্রিপ নিটকোর-১০ ট্যাবলেট, ০৩ বোতল ট্রিপ্রোলাইডিন হাইড্রোক্লোরাইড ও কোডিন ফসফেটযুক্ত নিষিদ্ধ সিরাপ ও ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি ভাড়া দোকানঘর নিয়ে সেখানে এই সমস্ত নিষিদ্ধ মাদক মজুত করে রাখত। ওই দোকানঘর থেকেই দীর্ঘদিন ধরে মাদকের কারবার চলছিল বলে পুলিশের অনুমান। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর পরিমাণ দেখে পুলিশ মনে করছে, এর সঙ্গে একটি বড় চক্র জড়িত থাকতে পারে। ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতকে রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে পেশ করা হবে। এই মাদকচক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে, তা জানতে তদন্ত জোরদার করা হয়েছে।

শপথের পর জনজোয়ার দিনহাটায়

সামির হোসেন, নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ বিধানসভায় শপথ গ্রহণের পর কলকাতা থেকে নিজ বিধানসভা কেন্দ্রে ফিরলেন নবনির্বাচিত বিধায়ক অজয় রায়। তাঁর প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে বুধবার দিনহাটা শহরজুড়ে দেখা যায় বিপুল উৎসাহ ও মানুষের ঢল। এদিন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ট্রেনে দিনহাটা স্টেশনে নামতেই বিধায়ককে ঘিরে পড়ে উচ্ছ্বসিত জনতা। স্টেশন চত্বর থেকে রীতিমতো শোভাযাত্রা করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় দিনহাটা সংহতি ময়দানে। শোভাযাত্রাটি দিনহাটা রংপুর রোড, চওড়াহাট, পাঁচমাথা মোড় হয়ে মেইন রোড অতিক্রম করে সংহতি ময়দানে এসে পৌঁছায়।

কয়েক হাজার মানুষ এই শোভাযাত্রায় অংশ নেন। সংহতি ময়দানে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বিধায়ক অজয় রায়কে ফুল, উত্তরীয় ও স্মারক তুলে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সভামঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি সমাজে নেশার বাড়বাড়ন্ত নিয়ে কড়া বার্তা দেন। তাঁর অভিযোগ, দিনহাটার বিভিন্ন ক্লাবে নেশার কালচার ছড়িয়ে পড়েছে। এই অপসংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে বলেই তিনি স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেন। এছাড়াও দুর্গাপুজো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দিনহাটার পুজো কোনও দলীয় পুজো হবে না। দল-মত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য পুজো হবে। কার্নিভাল সংস্কৃতি বন্ধ থাকবে এবং দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য মেনে দিনহাটা থানার দিঘিতেই বিসর্জন হবে। দিনহাটায় সন্ত্রাস ও অন্যায়ের কোনও জায়গা থাকবে না বলেও দৃঢ় অবস্থান নেন বিধায়ক। দিনহাটা কলেজ প্রসঙ্গে তিনি জানান, কলেজে কোনও রাজনীতি নয়; মেধার ভিত্তিতেই ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নিশ্চিত করা হবে। রাজনীতির নামে অশান্তি করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

শিলিগুড়িতে ১০৮ জোড়ার গণবিবাহ

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের পাশে দাঁড়াতে এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিল বনবাসী কল্যাণ আশ্রম , উত্তরবঙ্গ। শিলিগুড়ি শহরের সালবাড়িতে অবস্থিত বিরসা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র প্রাঙ্গণে রবিবার আয়োজন করা হয় এক বৃহৎ গণবিবাহ অনুষ্ঠান। সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সামূহিক বিবাহ সংস্কার অনুষ্ঠানে একসঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন ১০৮ জোড়া বর-কনে।

সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জনজাতি সমাজের আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলির উপর বিয়ের বাড়তি চাপ কমাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ সামাজিক সহযোগিতার মাধ্যমে এবং কোনও রকম আর্থিক লেনদেন ছাড়াই এই গণবিবাহ সম্পন্ন করা হবে। প্রথাগত রীতি-নীতি ও সামাজিক সংস্কার মেনেই বর-কনেদের বিয়ে দেওয়ার সমস্ত আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে প্রতিটি দম্পতিকে প্রয়োজনীয় বিবাহ সামগ্রী, বস্ত্র ও নিত্যপ্রয়োজনীয় উপহারও প্রদান করা হবে বলে জানিয়েছে আয়োজক সংস্থা। অনুষ্ঠান ঘিরে বিরসা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র চত্বরে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে।

সকাল থেকেই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বর-কনে ও তাঁদের পরিবার-পরিজনেরা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসতে শুরু করেন। স্থানীয় সমাজকর্মী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, এই ধরনের গণবিবাহ শুধু আর্থিক সাশ্রয়ই নয়, সামাজিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধও আরও দৃঢ় করে। বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের এই উদ্যোগ জনজাতি সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল।

মাধ্যমিকে কৃতিদের সংবর্ধনায় যুব মোর্চা

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়া দুই ছাত্রীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হলো যুব মোর্চা টাউন মন্ডল ১-এর পক্ষ থেকে। রবিবার ময়নাগুড়ির ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ছাত্রী আরশি সরকার এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডের জীবিতৃষা রায়-কে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মান জানানো হয়। জানা গেছে, এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় আরশি সরকার ৬৮২ নম্বর এবং জীবিতৃষা রায় ৬৮০ নম্বর পেয়ে ময়নাগুড়ির মুখ উজ্জ্বল করেছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চা টাউন মন্ডলের যুব সভাপতি সুজন মিত্র সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা। সংবর্ধনার পাশাপাশি কৃতি ছাত্রীদের হাতে গীতা তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুজন মিত্র বলেন, এই দুই ছাত্রী আমাদের ময়নাগুড়ির গর্ব। পড়াশোনার ক্ষেত্রে তারা যে সাফল্য অর্জন করেছে, তা আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। আমরা সবসময় ওদের পাশে আছি এবং ভবিষ্যতে আরও উজ্জ্বল সাফল্যের কামনা করি। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অভিভাবক ও স্থানীয়দের উপস্থিতিতেও ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। কৃতি ছাত্রীদের এই সাফল্যে এলাকাবাসীর মধ্যেও আনন্দ ও গর্বের আবহ লক্ষ্য করা যায়।

হাসপাতাল পরিদর্শনে কড়া বার্তা বিধায়িকার

প্রদীপ কুন্ডু, নয়া জামানা, তুফানগঞ্জ ঃ স্বাস্থ্য পরিষেবার বাস্তব চিত্র খতিয়ে দেখতে রবিবার হঠাৎ করেই তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল ও তুফানগঞ্জ মানসিক হাসপাতাল পরিদর্শনে যান তুফানগঞ্জের বিধায়িকা মালতি রাভা রায়। কোনও রকম পূর্বঘোষণা ছাড়াই তাঁর এই পরিদর্শনে হাসপাতাল চত্বরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। পরিদর্শনের সময় বিধায়িকা হাসপাতালের একাধিক বিভাগ ঘুরে দেখেন এবং চিকিৎসাধীন রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। পরিষেবার মান নিয়ে খোঁজখবর নিতে গিয়ে একাধিক সমস্যা তাঁর সামনে উঠে আসে।

কোথাও চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর ঘাটতি, কোথাও দীর্ঘক্ষণ লাইনে অপেক্ষা করতে হওয়ার অভিযোগ, আবার কোথাও পরিকাঠামোগত দুর্বলতার কথা জানান রোগীরা। হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা, ওষুধ সরবরাহ, শয্যা ব্যবস্থা ও সার্বিক রোগী পরিষেবা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন অনেকেই। সমস্ত অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শোনেন বিধায়িকা। এরপর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে পরিষেবার গাফিলতি ও ত্রুটি দ্রুত চিহ্নিত করে তা অবিলম্বে সমাধানের উপর জোর দেন বিধায়িকা। সাধারণ মানুষ যাতে ন্যূনতম চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন, সে বিষয়ে কড়া নির্দেশ দেন বলেও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। পরিদর্শন শেষে বিধায়িকা মালতি রাভা রায় বলেন, হাসপাতালে আসা সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধান হওয়া জরুরি।

স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে কোনও রকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না।

আজ যেসব সমস্যা চোখে পড়েছে, সেগুলি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে এনে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

তৃণমূল অফিসে বিজেপির বৈঠক ঘিরে তুঙ্গে বিতর্ক

বাপ্পা রায়, নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর একের পর এক দলীয় কার্যালয় দখলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। বিভিন্ন এলাকায় অভিযোগ উঠছে, তৃণমূল কংগ্রেসের পুরনো পার্টি অফিস দখল করেছে বিজেপি। যদিও বিজেপির তরফে আগেই দাবি করা হয়েছিল, দখল হওয়া কার্যালয়গুলি পর্যায়ক্রমে ফেরত দেওয়া হবে। কিন্তু ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের কানকাটা মোড়ে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি। স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের একটি পার্টি অফিস দখল করে বিজেপি। শুধু তাই নয়, সেই কার্যালয় ফেরত দেওয়ার বদলে সেখানেই দলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ায় নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। রবিবার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ীর বিজেপি বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি নিজে ওই কার্যালয়ে উপস্থিত থেকে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বৈঠক করেন। বিধায়কের উপস্থিতিতে বৈঠক হওয়ায় রাজনৈতিক মহলে বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। শাসকদলের অন্দরেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। ঘটনা প্রসঙ্গে বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি স্পষ্ট ভাষায় জানান, এই জায়গাটি আমার নিজের নামে। তৃণমূল কংগ্রেস তাদের শাসনকালে জোরপূর্বক দখল করে পার্টি অফিস হিসেবে ব্যবহার করত। আজ নিজের জায়গায় ফিরে এসে ভালো লাগছে। এই অফিস কোনও আড্ডাখানা নয়, সাধারণ মানুষের সমস্যা শোনা ও সমাধানের জন্য ব্যবহার করা হবে। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে, কার্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরে তাদের দলীয় অফিস হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। বিজেপির এই পদক্ষেপকে তারা রাজনৈতিক দখলদারি বলেই দেখছে। যদিও ঘটনার বিষয়ে বিরোধী দলের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে কানকাটা মোড় ও সংলগ্ন এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে স্থানীয় প্রশাসন।

কোচ সংস্কৃতি রক্ষায় ঐতিহাসিক মহাসমাবেশ

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ উত্তরবঙ্গের প্রাচীন কোচা ক্রাউ (কোচ) ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের দাবিতে আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের শিববাড়িতে অনুষ্ঠিত হলো কোচ জনজাতির এক ঐতিহাসিক বার্ষিক মহাসম্মেলন। কোচা ক্রাউ রুংচু এবং ব্যাক টু রুটস-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ১৫ হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। সম্মেলন মঞ্চে কোচ সমাজের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য তুলে ধরতে দশটিরও বেশি লোকনৃত্য, সংগীত ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. দীপক কুমার রায়, ড. দিলীপ বর্মা, বঙ্গরত্ন ড. জ্যোতির্ময় রায় এবং ড. প্রমোদ নাথ সহ বিশিষ্টজনেরা আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে সরকারি স্বীকৃতি, গবেষণা ও শিক্ষামূলক উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কেকেআর-এর সভাপতি শান্তি রাম নগমান (রাভা)-এর নেতৃত্বে সম্মেলন সফল করতে সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। পাশাপাশি কোচ ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের জন্য অতুল কুমার পাণ্ডে, আইআরএস অফিসারকে বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয়। আয়োজকদের মতে, এই মহাসমাবেশ শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক উৎসব নয়, বরং কোচ জনজাতির পরিচয় ও সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার এক শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন। নতুন প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই আন্দোলনকে আরও দৃঢ় করবে বলে আশাবাদ প্রকাশ করেন তাঁরা।

দেবীগঞ্জে শ্মশান ঘাটের শিলান্যাস

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ খড়িবাড়ি ব্লকের অন্তর্গত দেবীগঞ্জ সংলগ্ন রংমণি জোত, ডাঙ্গুজোত, সিঙ্গিয়াজোত ও বৈরাগীজোত-সহ একাধিক গ্রামের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি অবশেষে পূরণ হতে চলেছে। রবিবার তুরকনি মনি জোতে শ্মশান ঘাট নির্মাণের উন্নয়নমূলক কাজের শুভ শিলান্যাস সম্পন্ন হয়। দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী শ্মশান ঘাটের অভাবে এলাকাবাসীকে বিশেষ করে বর্ষাকালে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছিল। এলাকাবাসীর সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি-র বিরোধী দলনেতা নান্টু মণ্ডল-এর উদ্যোগে এবং দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ রাজু বিস্ত-এর এমপিএলএডি তহবিল থেকে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দে এই শ্মশান ঘাট নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নান্টু মণ্ডল জানান, বাম আমল থেকেই এই এলাকার মানুষের শ্মশান ঘাটের দাবি ছিল। বিরোধী দল হওয়ার কারণে প্রকল্পটি দীর্ঘদিন আটকে থাকলেও সাংসদের সহায়তায় তা বাস্তবায়িত হলো। তিনি আরও আশ্বাস দেন, ভবিষ্যতে শ্মশান ঘাট সংলগ্ন রাস্তার উন্নয়ন, বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ ও আলোর ব্যবস্থাও করা হবে। শিলান্যাস অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এলাকায় খুশির পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হতে চলায় স্থানীয় বাসিন্দারা সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ-এর বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাও সহ অন্যান্যরা।

অবৈধ বালি চুরিতে অভিযান পুলিশের

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ সরকার পালাবদলের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন নদীঘাটে অবৈধ বালি উত্তোলনের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে ভূমি দপ্তর ও পুলিশ প্রশাসন। সেই ধারাবাহিকতায় এবার একেবারে একশন মুডে দেখা গেল খড়িবাড়ি থানা-র পুলিশকে। লীজবিহীন ঘাটে অভিযান চালিয়ে অবৈধ বালি চুরি রুখে দিল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার সকালে ডুমরিয়া নদী সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে একাধিক বালি বোঝাই ট্রাক্টর দ্রুত এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। তবে একটি বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। অন্যদিকে, ভালুকগাড়া এলাকার সন্যমোতি অঞ্চল থেকেও আরও একটি বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করা হয়। জানা গেছে, পুলিশের অভিযানের সময় দুই ট্রাক্টরের চালকই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন ও পাচারের অভিযোগে আটক দুটি ট্রাক্টর বাজেয়াপ্ত করে খড়িবাড়ি থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, পরিবেশ রক্ষা ও সরকারি রাজস্ব সুরক্ষার স্বার্থে অবৈধ বালি চুরি বন্ধ করতে আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে। এলাকায় পুলিশের এই তৎপরতায় অবৈধ বালি কারবারিদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সাধারণ মানুষ পুলিশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং নিয়মিত নজরদারির দাবি তুলেছেন।

কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি,দার্জিলিং জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

উচ্ছ্বাসে পা মেলালেন অগ্নিমিত্রা, ‘মন্ত্রী হলে কি নাচা নিষেধ?’

প্রশ্ন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়কের

সীতারাম মুখার্জি ।। নয়া জামানা ।। বর্ধমান

রানিগঞ্জের বাঁশরা এলাকায় রবিবার এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সাক্ষী থাকলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘ ১৫ বছর পর এলাকার রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে সাধারণ মানুষ ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস দেখা যায়। এই আনন্দ উদযাপনে শামিল হতে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে পৌঁছেছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন এবং শিশু ও নারী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী তথা আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। সেখানে তাঁকে এক উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। পরবর্তীতে একটি খোলা জিপে করে এলাকায় একটি বিশাল বিজয় মিছিল বের করা হয়। সেই মিছিলে উপস্থিত জনতা ও দলীয় কর্মীদের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। গানের তালে তালে যখন চারিদিক মুখরিত, তখন জিপের ওপর দাঁড়িয়ে মন্ত্রীর গলায় মালা পরা অবস্থাতেই কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচতে দেখা যায় অগ্নিমিত্রা পালকে। একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর এমন জনসংযোগ ও খোলামেলা রূপ দেখে অনেকেই যেমন অবাক হয়েছেন, তেমনই সাধারণ মানুষ তাঁর এই রূপকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজের এই ভিন্ন অবতার প্রসঙ্গে অত্যন্ত চাঁছাছোলা জবাব দেন মন্ত্রী।

তিনি উল্টে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, ক্ষ্মবিধায়ক ও মন্ত্রী হওয়ার পর নাচ করা কি নিষেধ?ক্ষ্ম অগ্নিমিত্রা পালের দাবি, এই এলাকার মানুষ দীর্ঘ দেড় দশক পর আজ মুক্ত হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে পারছেন। সেই কারণেই সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। তিনি আরও স্পষ্ট করে দেন যে, মানুষের সঙ্গে এই সুস্থ সংস্কৃতির চর্চাও যেমন চলবে, ঠিক তেমনই বিধায়ক ও মন্ত্রী হিসেবে এলাকার উন্নয়নের কাজও সমানতালে এগিয়ে নিয়ে যাবেন তিনি। একই সাথে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও কড়া বার্তা দেন অগ্নিমিত্রা। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, যদি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের দুর্নীতির ফাইল খোলা হয়, তবে তা মোটেও অন্যায় হবে না।

কোনো ভুল কাজ হয়ে থাকলে তার হিসাব হওয়া উচিত। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কড়া নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি জানান, সমস্ত সরকারি বিভাগকে দায়িত্ব নিয়ে আইন মেনে কাজ করতে হবে এবং মানুষের কাজে কোনো অবহেলা বরদাস্ত করা হবে না।

চিকিৎসার গাফিলতিতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবকের মৃত্যু, বারাবনিতে উত্তেজনা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পশ্চিম বর্ধমানের বারাবনি থানার কেলেজোড়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতিতে এক বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন আদিবাসী যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রবিবার সকালে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়। মৃত যুবকের নাম মঙ্গল মুর্মু (৪০), তিনি পানুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গৌরবাজার আদিবাসী পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাত থেকে বমি ও পায়খানায় আক্রান্ত মঙ্গলকে রবিবার সকালে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, কর্তব্যরত চিকিৎসক রোগীকে কিছু ওষুধ দিয়ে বাড়ি চলে যেতে বলেন। কিন্তু হাসপাতাল থেকে বেরোনোর মুহূর্তেই বারান্দার নিচে আচমকা তাঁর মৃত্যু হয়।

এই ঘটনার পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখান মৃতের আত্মীয় ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বারাবনি থানার পুলিশ। পরে আসানসোল জেলা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়। বারাবনির বিজেপি বিধায়ক অরিজিৎ রায় জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ও পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

কুরবানীর মুখে কুসুমগ্রামের ঐতিহ্যবাহী হাট বন্ধ, বিপাকে কয়েকশো ব্যবসায়ী

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃপূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর ব্লকের কুসুমগ্রামে দীর্ঘ ৭০ বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী হাটটি কুরবানীর ঠিক মুখে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতি শনিবার বসা এই হাটে শুধু স্থানীয় বাসিন্দারাই নন, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলি ও দুই চব্বিশ পরগনার মতো বিভিন্ন জেলার কয়েকশো ছোট ব্যবসায়ী, চাষি এবং পশু ব্যবসায়ী বেচাকেনা করতে আসেন।

আকস্মিক এই হাট বন্ধের সিদ্ধান্তে তাঁদের রুটি-রুজি সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে কুরবানীর উৎসবের ঠিক আগে পশু হাটসহ পুরো বাজার বন্ধ থাকায় চরম বিপাকে পড়েছেন ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষই। সবজি বিক্রেতা ও চায়ের দোকানদারদের মতো প্রান্তিক ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এই হাটের উপার্জনের ওপর ভিত্তি করেই তাঁদের সারা সপ্তাহের সংসার চলে। হঠাৎ বিক্রিবাটা বন্ধ হওয়ায় তাঁরা চরম আর্থিক অনটনের মুখে পড়েছেন। এলাকার ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীদের একাংশের মতে, পরিবর্তনের আশায় তাঁরা যে সরকারকে এনেছিলেন, সেই সরকারের আমলেই আজ তাঁদের পেটের ভাত বন্ধের উপক্রম হচ্ছে। এদিকে হাট কমিটির সভাপতি সেখ মহিবুল দাবি করেছেন, হাট পরিচালনার সমস্ত বৈধ লাইসেন্স ও নথিপত্র পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসনের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।

তবে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কাগজপত্র খতিয়ে দেখে সব ঠিকঠাক থাকলে তবেই হাট খোলার অনুমতি দেওয়া হবে। অন্যদিকে, পুলিশ প্রশাসনের দাবি; জটিলতার আসল কারণ হাটে পশুর কেনাবেচা।

এই প্রশাসনিক টানাপোড়েনে হাট কবে খুলবে তা নিশ্চিত না হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন কুসুমগ্রামের ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ।

ভোট-পরবর্তী হিংসায় জামালপুরে গ্রেপ্তার ২ তৃণমূল নেতা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ভোট মিটলেও অশান্তির আঁচ কমেনি পূর্ব বর্ধমান জেলায়। ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এবার পুলিশের জালে জড়ালেন শাসকদলের আরও দুই প্রথম সারির নেতা। শনিবারের পর রবিবারও জেলাজুড়ে পুলিশের এই বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জামালপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের মধ্যে একজন জামালপুর ব্লকের জোৎশ্রীরামপুর অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তপন মালিক এবং অপরজন সক্রিয় তৃণমূল কর্মী রফিকুল ইসলাম ওরফে মিন্টু। অভিযোগ, নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর থেকেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় রাজনৈতিক অশান্তি ও হিংসাত্মক পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ও হিংসায়

জড়িতদের চিহ্নিত করতে জামালপুর থানার পুলিশ একটি বিশেষ অভিযান চালায়। সেই অভিযানের প্রেক্ষিতেই নিজ এলাকা থেকে এই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। রবিবারই ধৃত দুই তৃণমূল নেতাকে বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। ঘটনার গভীরে পৌঁছাতে এবং জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনে পুলিশ তাঁদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। এই গ্রেপ্তারের ঘটনার পর থেকে জামালপুরের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চাপানউতোর ও উত্তেজনা শুরু হয়েছে। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ভোট-পরবর্তী হিংসা রুখতে এবং শান্তি বজায় রাখতে পুলিশ কোনো রকম আপস করবে না।

রূপনারায়ণপুরে ২২তম সুভাষ গ্রামীণ বইমেলার সাড়ম্বর সূচনা

নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমান ঃ গত ১৬ মে সাড়ম্বরে সূচিত হল রূপনারায়ণপুরের ২২-তম সুভাষ গ্রামীণ বইমেলা। পশ্চিম রাঙ্গামাটিয়া ইয়ুথ ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বারাবনির বিধায়ক অরিজিৎ রায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ত্রিদিব সন্তপা কুণ্ডু, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টর অনাথ বন্ধু চট্টোপাধ্যায় এবং প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর সাগর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মেলার স্টল পরিদর্শনের পর ক্লাব সভাপতি সুব্রত দাস পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর অতিথিদের মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। ইয়ুথ ক্লাবের প্রবীণ সদস্য সুব্যেন্দু নাথ ক্লাবের গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরেন। অধ্যাপক সাগর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই মেলাকে স্থানীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধ পরিচয় বলে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে, আধুনিক প্রজন্মের বইবিমুখতার তত্ত্বকে খণ্ডন করে সাহিত্যিক অনাথ বন্ধু চট্টোপাধ্যায় জানান, মানুষের ভালোবাসার কারণেই কলেজ স্ট্রিটে আজও নতুন প্রকাশনা সংস্থা গড়ে উঠছে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিশাল বই সংগ্রহের উদাহরণ টেনে তিনি নতুন প্রজন্মকে বইয়ের আঙিনায় ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিধায়ক অরিজিৎ রায় বলেন, অতীতকে ভুলে গেলে ভবিষ্যৎ কাউকে মনে রাখে না। তিনি আগামী দিনে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নয়, বরং ক্লাবের একজন সদস্য হিসেবে এই বইমেলার সাথে যুক্ত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রূপনারায়ণপুরবাসীকে মাথা উঁচু করে, নির্ভীক চিত্তে বাঁচার আহ্বান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চিত্ত যেথা ভয়শূন্য’ কবিতার আবৃত্তির মাধ্যমে তিনি বক্তব্য শেষ করেন। এবারের মেলায় মোট ৪৮টি স্টল রয়েছে, যার মধ্যে ৩৭টি বইয়ের। আগামী ২৪ মে পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত মেলা প্রাঙ্গণ খোলা থাকবে এবং প্রতি সন্ধ্যায় থাকবে আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পীযূষ গাঙ্গুলি।

ফাঁড়িতে হামলার জেরে আসানসোলে ধৃত ২১, ক্ষতিপূরণ আদায়ের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ আসানসোল উত্তর থানার জাহাঙ্গীর মহল্লা পুলিশ ফাঁড়িতে ভাঙচুর ও হামলার ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ নিল পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ এবং ভিডিও ক্লিপ খতিয়ে দেখে এখনও পর্যন্ত মোট ২১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রবিবারই ধৃতদের আসানসোল জেলা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতরা কেবল স্থানীয় রেলপার এলাকার বাসিন্দা নয়, তাদের মধ্যে পুরনো স্টেশন ও রাঙানিয়া পাড়া এলাকার যুবকেরাও রয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই হিংসার পেছনে থাকা বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে আদালতে তাদের পুলিশি হেফাজতের আবেদনও জানানো হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত গত শুক্রবার রাতে। জাহাঙ্গীর মহল্লা এলাকায় একটি ধর্মীয় স্থানে মাইক বাজানোর সরকারি নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে আচমকাই উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, এরপরই একদল

দুষ্কৃতী লাঠিসোঁটা নিয়ে আচমকা স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে চড়াও হয় এবং ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করার পাশাপাশি কাঁদানে গ্যাসের সেলও ফাটাতে হয়েছিল। এই ঘটনার পর রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী হিংসা ও সরকারি সম্পত্তি নষ্টের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। শনিবার তিনি সাফ জানান, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া এবং সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার ঘটনা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। যারা এই ভাঙচুরের সাথে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন, ফাঁড়ি ভাঙচুরের ফলে যে বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, সেই ক্ষতিপূরণের টাকা ধৃত ও চিহ্নিত অভিযুক্তদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকেই উসুল করা হবে। বর্তমানে এলাকায় পুলিশি টহল চলছে এবং পরিস্থিতি থমথমে কিন্তু নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে দুর্গাপুরে রিক্সা চালালেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পেট্রোল, ডিজেল এবং সিএনজি গ্যাসের লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রবিবার দুর্গাপুরে এক অভিনব বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করল জেলা কংগ্রেস। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ‘ভ্রান্ত নীতি’ ও ব্যর্থতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে এদিন দুর্গাপুরের বেনাচিতির শহীদ শেলী ঘোষ ভবন থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী।

প্রতিবাদের অঙ্গ হিসেবে জেলা সভাপতি নিজেই রিক্সা চালিয়ে স্টীল মার্কেট ও প্রান্তিকা চত্বর পরিক্রমা করেন। কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে মিছিলটি পাঁচমাথা মোড় সংলগ্ন একটি পেট্রল পাম্পের সামনে গিয়ে শেষ হয় এবং সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করে দেবেশ চক্রবর্তী বলেন, পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের সময় মোদী সরকার জ্বালানির কোনো সংকট নেই বলে জনগণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

কিন্তু ভোট মিটতেই জ্বালানি ও রান্নার গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষকে তেল ব্যবহারে সংযমী হওয়ার পরামর্শ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নিজে বিদেশ ভ্রমণে চলে গেছেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশছোঁয়া দামের কারণে সাধারণ মানুষের সংসার চালানো দায় হয়ে পড়েছে। এদিনের এই কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন ব্লকের নেতা

ও কর্মীরা শামিল হন। আন্দোলনের মাঝেই রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে পাপিয়া খাতুন সহ বেশ কয়েকজন কর্মী কংগ্রেসে যোগদান করেন বলে জেলা সভাপতি জানিয়েছেন।

কাটোয়ায় পুকুরপাড়ে আড্ডার মাঝেই কলেজ ছাত্রকে নৃশংস খুন

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার মুলটি গ্রামে এক কলেজ পড়ুয়াকে নৃশংসভাবে খুন করার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত ছাত্রের নাম শাহিদ মিদ্দ্যা (২১)। শনিবার রাতে তীব্র গরমের কারণে শাহিদ তাঁর দুই বন্ধুর সাথে গ্রামেরই একটি ফাঁকা জায়গায় পুকুরপাড়ে বসে গল্প করছিলেন। সেই সময় আচমকাই একদল দুষ্কৃতী এসে পেছন থেকে শাহিদের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করে। শাহিদের বন্ধুদের চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এলে দুষ্কৃতীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় শাহিদকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিবার দেহটির ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। তবে কী কারণে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটল, তা নিয়ে পরিবার বা স্থানীয় সূত্র থেকে এখনও স্পষ্ট কোনো তথ্য মেলেনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তোলাবাজির বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি মেমারির নতুন বিধায়কের, এলাকায় মহা বিজয় মিছিল

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ রাজ্য বিধানসভায় শপথ গ্রহণের পর নিজের নির্বাচনী এলাকা পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে ফিরে বিজয় উৎসবে শামিল হলেন নতুন বিধায়ক মানব গুহ। প্রথমবার জয়ের পর তাঁর উপস্থিতিতে মেমারি শহর জুড়ে একটি মহা বিজয় মিছিল ও পথসভার আয়োজন করা হয়। এদিন মেমারিতে একটি নতুন বিধায়ক কার্যালয়েরও উদ্বোধন করেন তিনি। হরিজন পাড়া থেকে শুরু হয়ে চকদিঘী মোড় ও নিউ মার্কেট হয়ে বামুনপাড়া মোড় পর্যন্ত এই মিছিলে কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ও আবির খেলা ছিল চোখে পড়ার মতো। বামুনপাড়া মোড়ের পথসভা থেকে নবনির্বাচিত বিধায়ক এলাকা থেকে তোলাবাজি সম্পূর্ণ বন্ধ করার কড়া

হুঁশিয়ারি দেন। তিনি স্পষ্ট জানান, ব্যবসায়ীদের মাসিক টাকা দেওয়ার প্রথা আর চলবে না।

কেউ তোলা চাইলে সরাসরি বিধায়ককে জানানোর নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি দিলালপুর ব্রিজসহ এলাকার থমকে থাকা উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার আশ্বাস দেন। দলবদলুদের কড়া বার্তা দিয়ে তিনি জানান,

তৃণমূল থেকে কাউকে বিজেপিতে নেওয়া হবে না এবং অতি-উৎসাহী হয়ে এলাকায় অশান্তি করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বেআইনি বালি খাদান ঘিরে উত্তেজনা, বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগে সরব বিরোধীরা

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে বেআইনি বালি খাদান এবং টোল ট্যাক্স আদায়কে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। বিজেপির অভিযোগ, অবৈধ বালি খাদান ও টোল আদায়ের প্রতিবাদ করতেই তাদের কর্মীদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপির ৪ নম্বর নগর মণ্ডলের সভাপতির দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় বেআইনিভাবে বালি চুরি ও পাচারের কারবার চলছে। তাঁর অভিযোগ, এই অবৈধ কারবারের সঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল নেতাকর্মীরা যুক্ত। বিজেপির বক্তব্য, তাদের দলীয় কর্মীরা যখন বেআইনি বালি খাদান এবং টোল আদায়ের বিরোধিতা করতে যান, তখন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাদের ওপর চড়াও হয়। অভিযোগ, বিজেপি কর্মীদের লাঠি ও রড দিয়ে মারধর করা হয়। এই ঘটনায় অন্তত চারজন বিজেপি কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন বলে দাবি দলের। অভিযুক্তদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে রবিবার বর্ধমান সদর থানায় জমায়েত হন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নামে। অন্যদিকে, বিজেপির সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দেবু টুডু।

পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

জঙ্গলমহল

নয়া জামানা

চন্ডিপুরে শোকের ছায়া

পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

নয়া জামানা,চন্ডিপুর ঃ গত ৬ই মে রাতে এক ভয়াবহ ঘটনায় দুষ্কৃতকারীদের গুলিতে প্রাণ হারান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর রাজ্যজুড়ে শোকের পরিবেশ তৈরি হয়। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ ও শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের ব্যস্ততার কারণে তিনি প্রয়াত সহকারীর পরিবারের সঙ্গে সরাসরি দেখা করতে পারেননি। রবিবার শেষ পর্যন্ত চন্ডিপুরের কুলুপ গ্রামে প্রয়াত চন্দ্রনাথ রথের বাড়িতে পৌঁছান মুখ ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে পৌঁছে তিনি প্রথমেই প্রয়াত সহকারীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন এবং নীরবে শ্রদ্ধা জানান। মুহূর্তটি ছিল অত্যন্ত আবেগঘন, পরিবারের সদস্যদের চোখে তখন জল। মুখ্যমন্ত্রী পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন এবং তাঁদের মানসিকভাবে ভেঙে না পড়ার পরামর্শ দেন। তিনি আশ্বাস দেন যে এই ঘটনার সঠিক তদন্ত হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি পরিবারের পাশে সবসময় রাজ্য সরকার থাকবে বলেও তিনি জানান। পরিবারের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে কিছুটা হলেও সান্ত্বনা পান, তবে প্রিয়জনকে হারানোর যন্ত্রণা তাঁদের কষ্ট আরও গভীর করেছে। গ্রামবাসীরাও এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেন এবং ন্যায়বিচারের দাবি জানান। এই সফরে কোনো রাজনৈতিক আলোচনা হয়নি বলে জানা গেছে, পুরো সময়টাই ছিল শোক ও সমবেদনার পরিবেশে ভরা। মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত সেখান থেকে বিদায় নিলেও তাঁর এই সফর স্থানীয় মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এই ঘটনার পর এলাকায় নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। প্রশাসন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে বলে জানা গেছে।

জনতার ভিড়ে আপন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

নয়া জামানা ; কাঁথি ঃ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমবার নিজের কাঁথির বাড়িতে ফিরেই জনতার উচ্ছ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলেন শুভেন্দু অধিকারী । রবিবার বিকেলে শান্তিকুঞ্জের বাড়ির সামনে কার্যত জনসমুদ্রের সৃষ্টি হয়। সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ শুভেচ্ছা জানাতে ভিড় জমান মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে। কারও হাতে ফুলের তোড়া, কেউ আবার শুভেচ্ছা বার্তা লেখা খাম নিয়ে হাজির হন প্রিয় নেতার সঙ্গে দেখা করতে।

শনিবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম নন্দীগ্রাম সফরে যান শুভেন্দু অধিকারী। সেখ ানে উপনির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন তিনি। বৈঠক শেষে রাতেই কাঁথির শান্তিকুঞ্জের বাড়িতে ফেরেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার সকাল থেকে বাড়িতেই সময় কাটালেও বিকেলের পর বাড়ির বাইরে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তিনি। বাড়ির সামনে অপেক্ষারত কয়েকশো মানুষের মাঝে গিয়ে যেন নিজেকে একেবারে মিশিয়ে দেন শুভেন্দু। প্রবীণদের প্রণাম করে আশীর্বাদ নেন, শিশুদের স্নেহ করেন এবং উপস্থিত সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রীকে একঝলক দেখার জন্য উৎসাহী মানুষের উচ্ছ্বাসে জমে ওঠে গোটা এলাকা। রবিবারের ছুটির দিনে কাঁথির শান্তিকুঞ্জ যেন পরিণত হয়েছিল এক জনতার দরবারে।

বিয়ের আগেই নিভে গেল প্রাণ, বলরামপুরের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই যুবকের

নয়া জামানা,পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ার বলরামপুরে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুই যুবক। শনিবার গভীর রাতে বলরামপুর কলেজের অদূরে পুরুলিয়া,জামশেদপুর ১৮ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। মৃতদের নাম চন্দন মুড়া (২৪) ও অর্জুন গড়াৎ (১৮)। দু'জনেরই বাড়ি আড়শা থানার গুরাহাটা গ্রামে। ঘটনায় এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন চন্দন ও অর্জুন। সেই সময় উল্টো দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি লরি তাঁদের বাইককে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষ এতটাই ভয়াবহ ছিল যে রাস্তার উপরেই ছিটকে পড়েন দুই যুবক। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় মানুষজন ও পুলিশ। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে বলরামপুর বাঁশগড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখ ানে চিকিৎসকেরা চন্দন মুড়াকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় অর্জুন গড়াৎকে পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁরও মৃত্যু হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ৪ জুন চন্দন মুড়ার বিয়ে ঠিক ছিল। বাড়িতে বিয়ের প্রস্তুতি চলছিল জোরকদমে। কিন্তু আনন্দের আবহ মুহূর্তে পরিণত হল শোকে। গ্রামে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়রা। ঘটনার পর লরিটিকে খ ুঁজে বের করার চেষ্টা শুরু করেছে বলরামপুর থানার পুলিশ। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গ্রামের মাটিতে ফিরেই উচ্ছ্বাসে ভাসলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ

নয়া জামানা , ঝাড়গ্রাম ঃ রাজ্যের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর প্রথমবার নিজের গ্রামের বাড়িতে ফিরলেন দিলীপ ঘোষ । রবিবার ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরের কুলিয়ানা গ্রামে তাঁকে ঘিরে তৈরি হয় উৎসবের আবহ। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে পৌঁছতেই ঢাক-ঢোল, ফুল ও সংবর্ধনায় তাঁকে বরণ করে নেন গ্রামবাসীরা।

গ্রামের প্রবেশপথে তৈরি করা হয়েছিল বিশেষ মঞ্চ। সেখানে বিজেপি নেতৃত্বের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকেও তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। গ্রামে পৌঁছে প্রথমেই কুলিয়ানার বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেন দিলীপ ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী।

পরে গ্রামের শিব মন্দিরেও পুজো অর্চনায় অংশ নেন তাঁরা। মন্ত্রী হওয়ার আনন্দে এ দিন মন্দিরে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে লাড্ডু বিতরণ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সকাল থেকেই গ্রামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ভিড় জমান তাঁদের এক ঝলক দেখার জন্য। এ দিনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিশাল ভূরিভোজের আয়োজন। দিলীপ ঘোষের পৈতৃক বাড়িতে গ্রামের মানুষের জন্য মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করা হয়। মেনুতে ছিল সাদা ভাত, কুমড়োর তরকারি, মাছ বা খাসির মাংস এবং আমের চাটনি। গ্রামের ছেলে মন্ত্রী হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশির আমেজ ছিল চোখে পড়ার মতো। মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গলমহলের মানুষ বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। নতুন সরকার মানুষের সমস্যা সমাধানে কাজ করবে। এতদিন যে সব অনিয়ম হয়েছে, সেগুলিও খতিয়ে দেখা হবে।'

নন্দীগ্রামে আক্রান্তদের পাশে তৃণমূল, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন দোলা সেন

নয়া জামানা,নন্দীগ্রামঃ ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের পাশে দাঁড়াতে রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় পৌঁছাল তৃণমূলের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি। শনিবারের পর রবিবারও জেলার একাধিক এলাকায় ঘুরে পরিস্থিতির খোঁজ নেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। এদিন দলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। রবিবার সকালে প্রতিনিধি দল প্রথমে খেজুরি বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন গ্রামে যান। সেখানে ভোট পরবর্তী অশান্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির বাড়িতে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলেন তারা।

আক্রান্তদের কাছ থেকে ঘটনার বিস্তারিত শোনেন এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেন। এলাকায় কতজন আক্রান্ত হয়েছেন, কারা বাড়িছাড়া রয়েছেন এবং কোথায় কোথায় হামলার ঘটনা ঘটেছে, সে বিষয়েও খোঁজখবর নেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। এরপর প্রতিনিধি দল নন্দীগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে দিনভর পরিদর্শন করেন। ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই নন্দীগ্রামের একাধিক এলাকায় হামলা, ভাঙচুর ও আতঙ্কের অভিযোগ উঠেছিল। সেই সমস্ত ঘটনায় আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন নেতারা। পরে প্রতিনিধি দল পটাশপুরেও যায় এবং সেখানকার পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখে। এদিন দোলা সেন জানান, তআমরা সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করছি। খুব দ্রুতই এই রিপোর্ট আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জী -র কাছে জমা দেওয়া হবে।

দাঁতনে রাজনৈতিক সৌজন্যের নজির, তৃণমূল কার্যালয় থেকে নিজেই বিজেপির পতাকা খুললেন বিধায়ক ভদ্র হেমব্রম

নয়া জামানা,দাঁতন ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে যখ ন বিভিন্ন জেলায় সংঘাত, উত্তেজনা ও প্রতিহিংসার অভিযোগ সামনে আসছে, ঠিক সেই সময় পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনে এক ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক সৌজন্যের ছবি তুলে ধরলেন কেশিয়াড়ি বিধানসভার নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক ভদ্র হেমব্রম। তাঁর এই মানবিক ও দায়িত্বশীল আচরণ ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর দাঁতন ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের সামনে কিছু অতিউৎসাহী বিজেপি কর্মী তৃণমূলের পতাকা সরিয়ে সেখানে বিজেপির পতাকা, ফ্লেক্স এবং বিধায়ক ভদ্র হেমব্রমের কাটআউট লাগিয়ে দেন। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় চাপা অস্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। শনিবার সরাইবাজার থেকে দাঁতন হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত বিজেপির পক্ষ থেকে একটি বিশাল 'ধন্যবাদ জ্ঞাপন যাত্রা' তথা বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলটি তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে পৌঁছতেই বিষয়টি নজরে আসে বিধায়ক ভদ্র হেমব্রমের। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মিছিল থামিয়ে নিজেই তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে লাগানো বিজেপির পতাকা, ফ্লেক্স ও নিজের কাটআউট খুলে ফেলেন। এরপর সেগুলি সরিয়ে নিয়ে ফের মিছিলে যোগ দেন তিনি। এই ঘটনায় উপস্থিত কর্মী-সমর্থকরা কিছুটা অবাক হলেও বিধায়কের বার্তা ছিল স্পষ্ট। তিনি বলেন, ত২০২১ সালে ঘরছাড়ার কষ্ট আমরা নিজেরা অনুভব করেছি। তাই বিজেপি কর্মীদের বলব, রাজনৈতিক সৌজন্য বজায় রাখুন। কাউকে ভয় দেখানো বা ঘরছাড়া করা আমাদের লক্ষ্য নয়। বিরোধীদেরও সম্মান করতে হবে।

জে সি বি -র ছাদে উঠে বিজেপির জয়োৎসব, নারায়ণগড়ে মহিলাদের উচ্ছ্বাসে জমল বিজয় মিছিল

পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে বিজেপির নতুন সরকার গঠনকে ঘিরে দেখা গেল অভিনব বিজয় উল্লাস। জঙ্গলমহল জুড়ে যখন গেরুয়া শিবিরের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে, ঠিক সেই সময় রবিবার নারায়ণগড়ে আয়োজিত বিজেপির বিজয় মিছিল ঘিরে তৈরি হল আলাদা চমক। মিছিলে অংশ নিতে একটি জেসিবি গাড়ির উপরে উঠে উচ্ছ্বাসে মাতলেন বহু মহিলা সমর্থক।

নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে বিজেপির নতুন সরকার গঠনকে ঘিরে দেখা গেল অভিনব বিজয় উল্লাস। জঙ্গলমহল জুড়ে যখন গেরুয়া শিবিরের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে, ঠিক সেই সময় রবিবার নারায়ণগড়ে আয়োজিত বিজেপির বিজয় মিছিল ঘিরে তৈরি হল আলাদা চমক। মিছিলে অংশ নিতে একটি জেসিবি গাড়ির উপরে উঠে উচ্ছ্বাসে মাতলেন বহু মহিলা সমর্থক। দলীয় পতাকা হাতে স্লোগান দিতে দিতে জে সি বি-র উপর থেকেই তারা অংশ নেন গোটা মিছিলে। এদিন ছুটির দিনে নারায়ণগড়ের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বিজয় মিছিল বের করে বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা। সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানাতেই এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন বলে জানা গিয়েছে। তবে মিছিলের মূল আকর্ষণ হয়ে ওঠেন মহিলা সমর্থকেরাই। জে সি বি-র উপরে দাঁড়িয়ে তাদের উচ্ছ্বাস, নাচ এবং স্লোগান এলাকাজুড়ে আলাদা আবহ তৈরি করে। পথচলতি মানুষও থমকে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য উপভোগ করেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, রাজ্যে বিজেপির সরকার গঠনের পর থেকেই নারায়ণগড়ের বিভিন্ন এলাকায় উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কোথাও বাজি ফাটানো, কোথাও মিষ্টিমুখ, আবার কোথাও বিজয় মিছিলের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করছেন সমর্থকেরা। রবিবারের এই অভিনব জে সি বি মিছিল সেই উচ্ছ্বাসকে আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বিজেপি কর্মীদের মধ্যেও বাড়তি উৎসাহ জুগিয়েছে।

দেউলিয়া বাজারে দিলীপ ঘোষকে ঘিরে উচ্ছ্বাস, ফুলে ফুলে ভরল সংবর্ধনা সভা

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা, কোলাঘাট ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট ব্লকের দেউলিয়া বাজারে শনিবার বিকেলে বিজেপির পক্ষ থেকে এক বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। এই সভাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক রাজনৈতিক উচ্ছ্বাস ও কর্মী-সমর্থকদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ এদিন খ ড়গপুর যাওয়ার পথে দেউলিয়া বাজারে সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতি করেন। তাঁর আগমনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই দুপুরের পর থেকেই বাজার এলাকা ও আশপাশে বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের ভিড় বাড়তে শুরু করে।

অনেকেই প্রিয় নেতাকে এক নজর দেখার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেন। মন্ত্রী দেউলিয়া বাজারে পৌঁছাতেই চারদিক স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে পুরো এলাকা উৎসবমুখর পরিবেশে পরিণত হয়। তিনি গাড়ি থেকে নেমে স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন এবং সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

এলাকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দলীয় সংগঠন ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়েও তিনি আলোচনা করেন বলে জানা গেছে। উপস্থিত কর্মী-সমর্থকরা মন্ত্রীকে পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে আন্তরিক সংবর্ধনা জানান। এই সফরকে কেন্দ্র করে কোলাঘাট এলাকায় বিজেপি কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা ও উৎসাহ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় স্তরে দলীয় সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে বলে দাবি করেন নেতৃত্বরা।

হেলমেট না পরলেই ফাইন, তমলুকে দোকানে বাড়ছে ক্রেতার ভিড়

নয়া জামানা,তমলুক ঃ তমলুকে এখ ন ট্রাফিক আইনে কড়াকড়ি বাড়তেই বদলাতে শুরু করেছে রাস্তাঘাটের ছবি। এক সময় হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো ছিল খুবই সাধারণ ঘটনা। অনেক ক্ষেত্রেই ট্রাফিক পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ছাড় পেয়ে যেতেন চালকেরা। ফলে আইন ভাঙার প্রবণতাও বাড়ছিল বলে অভিযোগ ছিল সাধারণ মানুষের একাংশের। তবে বর্তমানে প্রশাসনের কড়া অবস্থানের জেরে সেই পরিস্থিতিতে বড় পরিবর্তন এসেছে। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এখন নিয়মিত চলছে ট্রাফিক সচেতনতার প্রচার। মাইকিং করে জানানো হচ্ছে, হেলমেট ছাড়া বাইক চালালে জরিমানা অনিবার্য। পাশাপাশি ট্রাফিক পুলিশ চালাচ্ছে বিশেষ নজরদারি অভিযান। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দিঘা, মন্দারমণির মতো পর্যটন কেন্দ্রে সারা বছর বহু মানুষ বাইকে যাতায়াত করেন। তাই রাস্তায় বাইকের সংখ্যাও অনেক বেশি। পুলিশ সূত্রে খবর, অতিরিক্ত গতি ও হেলমেট না পরার কারণেই বহু দুর্ঘটনা ঘটছে। গত বছর শুধুমাত্র বাইক দুর্ঘটনায় জেলায় শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলেও প্রশাসনের দাবি। নতুন সরকারের পর থেকে ট্রাফিক নিয়ম ভাঙার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে হেলমেটের দোকানেও। তমলুক শহরের বিভিন্ন দোকানে গত কয়েক দিনে হেলমেট বিক্রি অনেকটাই বেড়েছে। বাইকচালক জিতু মাইতি বলেন, তজরিমানা দেওয়ার থেকে হেলমেট কেনাই ভালো।দ ব্যবসায়ী শেখ শহিদুল ইসলাম জানান, এখন আর ফোনে ছাড় পাওয়ার সুযোগ নেই বলেই মানুষ বেশি সচেতন হচ্ছেন। শনিবার তমলুক শহরে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৬০ জন বাইকচালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে ট্রাফিক পুলিশ। প্রশাসনের মতে, শুধু জরিমানা নয়, মানুষের মানসিকতার পরিবর্তনই সবচেয়ে জরুরি। কারণ হেলমেট শুধুমাত্র আইন মানার জন্য নয়, প্রাণ বাঁচানোর জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চোখে বড় স্বপ্ন, ডব্লিউবিসিএস-ইউপিএসসি লক্ষ্য প্রেমজিতের

নয়া জামানা , মেদিনীপুর ঃ জন্ম থেকেই দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। চারপাশের পৃথিবী তার কাছে সবসময়ই ঝাপসা। কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতাকে কখনও নিজের স্বপ্নের পথে বাধা হতে দেয়নি পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির পিড়াকাটা নালিদা গ্রামের ছাত্র প্রেমজিত সাউ। চরম দারিদ্র্য, পারিবারিক সংকট ও শারীরিক সমস্যার মধ্যেও উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৪৩ নম্বর পেয়ে নজর কাড়ল সে। দু'বছর আগে মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও ৬০১ নম্বর পেয়ে সকলকে চমকে দিয়েছিল প্রেমজিত। এবার উচ্চ মাধ্যমিকে বাংলায় ৯১, ইংরেজিতে ৮৭, ভূগোলে ৯২, ইতিহাসে ৮৭ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৮৬ নম্বর পেয়েছে সে। তার এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে কঠিন লড়াইয়ের গল্প। বাবা সন্দীপ সাউ মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন। কোনওরকমে ভিক্ষা করে সংসার চালান তিনি। কয়েক বছর আগে মায়ের মৃত্যু হয়েছে। ভাঙাচোরা কুঁড়েঘরে ছোট ভাই দেবপ্রিয়কে নিয়ে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যেই দিন কাটে প্রেমজিতের। বর্ষার সময়ে ঘরের ভিতরে জল পড়ে বই-খাতা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও পড়াশোনা থামায়নি সে। এই কঠিন সময়ে তার পাশে দাঁড়ান প্রাক্তন আইএএস অফিসার কেমপা হোন্নাইয়া। তাঁর অনুপ্রেরণা ও আর্থিক সহায়তাই নতুন করে লড়াইয়ের শক্তি জুগিয়েছে প্রেমজিতকে। ভবিষ্যতে কলা বিভাগে অনার্স নিয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি ডব্লিউবিসিএস কিংবা ইউপিএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে চায় সে। প্রেমজিতের কথায়, তঅভাব আছে, কষ্ট আছে, তবুও স্বপ্ন দেখা ছাড়ব না। দেশের জন্য কাজ করতে চাই।দ তার এই অদম্য লড়াই আজ অনেকের কাছেই অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে।

পাঁচটা রুটি ঘিরে তুমুল বচসা, বেকারিতে ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগ

নয়া জামানা , তমলুকঃ পাঁচটি রুটি কেনাকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এক সামান্য বচসা শেষ পর্যন্ত বড়সড় অশান্তির রূপ নিল তমলুকে। তর্কাতর্কি থেকে হাতাহাতি, তারপর বেকারিতে ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনায় একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে Tamluk Police Station-এ। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, তমলুকের জানুবসান পাওয়ার হাউসের বিপরীতে একটি বেকারিতে গত ১২ তারিখ সকালে ঘটনাটি ঘটে। সকাল প্রায় সাতটা নাগাদ এক ব্যক্তি দোকান থেকে পাঁচটি রুটি কিনে নিয়ে যান। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার দোকানে ফিরে এসে অভিযোগ করেন, রুটিগুলি খারাপ। সেই সময় দোকানে উপস্থিত ছিলেন বেকারির মালকিন দীপিকা রানা এবং তাঁর ছেলে সুমন রানা। দোকানের পক্ষ থেকে রুটিগুলি দেখতে চাওয়া হলে ওই ব্যক্তি তা দেখাতে চাননি বলে অভিযোগ। পরে তাঁকে নতুন রুটি বা টাকা ফেরতের প্রস্তাব দেওয়া হলেও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, ওই ব্যক্তি দোকানদারদের সঙ্গে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ ও হুমকি দিতে শুরু করেন। দোকান মালিকের দাবি, পরে ফোন করে আরও কয়েকজনকে ডেকে আনা হয়। এরপর অভিযুক্তরা বেকারির কারখানায় ভাঙচুর চালায়। এমনকি বেকারির পিছনে থাকা মালিকের বাড়িতেও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। মারধরে আহত হন সুমন রানা ও তাঁর মা দীপিকা রানা। পরে তাঁদের জানুবসান গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

ঝাড়গ্রাম,বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

সীমান্তে কাঁটাতার নির্মাণে তৎপর প্রশাসন

জেলাশাসকের উপস্থিতিতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ আন্তর্জাতিক সীমান্তে নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে এবার বড়সড় উদ্যোগ নিল প্রশাসন। সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ এবং জমি অধিগ্রহণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে আজ উত্তর ২৪ পরগনায় অনুষ্ঠিত হল এক গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শিল্পা গৌরিসারিয়া, আইএএস এবং বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অলকনন্দা ভাওয়াল, আইপিএস । পাশাপাশি বিএসএফের ঊর্ধ্বতন আধিকারিক, জেলার বিভিন্ন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তারা এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সীমান্তে বেড়া নির্মাণের কাজ কোথায় কতদূর এগিয়েছে, কোথায় জমি সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে এবং কীভাবে দ্রুত সেই সমস্যার সমাধান করা যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বৈঠকে।

পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বার্থ বজায় রেখেই জমি অধিগ্রহণের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিএসএফ এবং প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও বাড়ানো, অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান রুখতে আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং অসম্পূর্ণ বেড়া নির্মাণ দ্রুত শেষ করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনে সীমান্ত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আরও একাধিক কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ফলতা রিপোল ঘিরে কড়া নিরাপত্তা ! দ্বিগুণ বাহিনী, ড্রোন-ওয়েবকাস্টিংয়ে নজর কমিশনের

নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন ঘিরে এবার কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। গত ভোটে ইভিএম বিকৃতি ও অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় এই কেন্দ্রে রিপোলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ২১ মে, বৃহস্পতিবার এই পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কমিশন সূত্রে জানা গেছে, এবার কোনও রকম অশান্তি বা অনিয়ম যাতে না ঘটে, সে জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। সাধারণত প্রতি বুথে হাফ সেকশন কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকে, কিন্তু এবার প্রতিটি বুথে এক সেকশন অর্থাৎ আটজন করে জওয়ান থাকবে। মোট ২৮৫টি বুথে মোতায়েন করা হচ্ছে প্রায় ৩৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, যা আগের তুলনায় দ্বিগুণ। এছাড়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ৩০টি কুইক রেসপন্স টিম (কিউআরটি) রাখা হচ্ছে, যাতে কোনো অশান্তি হলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। প্রতিটি বুথে ভিতরে দুটি ও বাইরে একটি করে ওয়েবক্যাম বসানো হবে। পুরো এলাকা ও ভোট প্রক্রিয়া লাইভ ওয়েবকাস্টিংয়ের মাধ্যমে নজরদারিতে রাখা হবে জেলা ও রাজ্য নির্বাচন দফতর থেকে। এবারের ভোটে ড্রোনের সাহায্যেও নজরদারি চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

ভোট পরিচালনার জন্য তিনজন পর্যবেক্ষকও নিয়োগ করা হয়েছে। গত ভোটে বিভিন্ন বুথে ইভিএমে অনিয়ম, এমনকি সেলোটেপ ও অন্য উপাদান দিয়ে বিকৃত করার অভিযোগ ওঠে। স্ক্রুটিনিতে অন্তত ৬০টি বুথে অনিয়ম ধরা পড়ে বলে জানা যায়। কিছু বুথে ওয়েবক্যামের ফুটেজ বিকৃতির অভিযোগও সামনে আসে। এরপরই পুরো কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই একাধিক গ্রেপ্তারও হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

জেলে বসেই 'নেটওয়ার্ক' চালাচ্ছে শাহজাহান ! ছেলের মৃত্যুর বিচার চেয়ে ফের সরব ভোলানাথ

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ সন্দেশখালির বিতর্কিত নেতা শেখ শাহজাহানকে ঘিরে ফের উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। জেলের মধ্যে বসেই শাহজাহান এখনও নিজের নেটওয়ার্ক চালাচ্ছে বলে গুরুতর অভিযোগ তুললেন সন্দেশখালির ভোলানাথ ঘোষ। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শাহজাহানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা করায় কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন তিনি। তবে এখনও এলাকায় শাহজাহান অনুগামীদের দাপট ও হুমকি অব্যাহত বলেই দাবি ভোলানাথের। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ১০ ডিসেম্বর শাহজাহান মামলায় সাক্ষ্য দিতে যাওয়ার সময় ভয়াবহ দুর্ঘটনার মুখে পড়ে ভোলানাথ ঘোষের গাড়ি। সন্দেশখালির বয়ারমারী পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন বাসন্তী হাইওয়েতে আচমকাই একটি লরি তাদের গাড়িতে ধাক্কা

মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ভোলানাথের ছেলে ও গাড়ির চালকের। সেই সময় থেকেই এই ঘটনাকে নিছক দুর্ঘটনা নয়, পরিকল্পিত খুন বলে দাবি করে আসছেন ভোলানাথ ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, জেলে বসেই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পুরো চক্র পরিচালনা করছে শেখ শাহজাহান। ভোলানাথ ঘোষের কথায়, তআজও শাহজাহানের অনুগামীরা এলাকায় দাপাদাপি করছে। আমাদের ভয় দেখানো হচ্ছে। আমি শুধু আমার ছেলে ও ড্রাইভারের মৃত্যুর সঠিক বিচার চাই।দ মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর প্রশাসন দ্রুত কড়া পদক্ষেপ নেবে বলেই আশাবাদী তিনি। সন্তান হারানোর যন্ত্রণা নিয়ে হাতজোড় করে ন্যায়বিচারের আবেদন জানিয়েছেন অসহায় এই বাবা।

রাস্তা বেহাল, ভোগান্তিতে গ্রামবাসী দ্রুত সংস্কারের দাবিতে হাড়োয়ায় বিজেপির বিক্ষোভ

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার শালীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌহাটা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা সংস্কারের কাজ বন্ধ থাকায় বিক্ষোভে সামিল হল বিজেপি নেতা-কর্মীরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, কলুপুকুর থেকে বোয়ালঘাটা ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরেই অত্যন্ত বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বর্ষার সময় কাদা ও জল জমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। প্রতিদিন সাধারণ মানুষ, স্কুল পড়ুয়া, রোগী ও যাত্রীদের চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, তৃণমূল সরকারের আমলে প্রায় ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করা হলেও পরে তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়।

অভিযোগ, এলাকার কিছু তৃণমূল নেতা মাটির গাড়ি চলাচলের সুবিধার জন্য কাজ বন্ধ করিয়ে দেন। ফলে অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে রাস্তা, আর তার খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বিক্ষোভকারীরা জানান, খারাপ রাস্তার কারণে মাঝেমধ্যেই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে স্কুল ছাত্রছাত্রী ও অসুস্থ রোগীদের যাতায়াতে ব্যাপক সমস্যা হচ্ছে। দ্রুত রাস্তা সংস্কারের কাজ পুনরায় শুরু করার দাবিতে তারা সরব হন। বিজেপি কর্মীদের হুঁশিয়ারি, দ্রুত প্রশাসন ব্যবস্থা না নিলে আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলনে নামবেন তারা।

বিজয় মিছিলের পর রক্তাক্ত সন্দেশখালি, হামলার অভিযোগে তোলপাড় মনিপুর

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির মনিপুর এলাকায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত তিনজন বিজেপি কর্মী। তাদের দ্রুত উদ্ধার করে সন্দেশখালির খুলনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরের সম্ভাবনাও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার মনিপুর এলাকায় বিজেপির একটি বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। অভিযোগ, মিছিল শান্তিপূর্ণভাবে শেষ করে কর্মী-সমর্থকরা বাড়ি ফেরার সময় অতর্কিতে হামলার মুখে পড়েন তারা। বিজেপির অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ও

তাদের আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। হামলায় তিনজন বিজেপি কর্মীকে কোপ মারা হয় বলে দাবি করা হয়েছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। শুরু হয় তল্লাশি ও নজরদারি অভিযান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হামলার অভিযোগের তদন্তে একাধিক ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মনিপুর এলাকায় এখনও থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। নতুন করে অশান্তি এড়াতে এলাকায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন।

ফলতার সভা থেকে তৃণমূলকে কড়া নিশানা শমীকের, শিল্প ও চাকরির প্রতিশ্রুতিতে সরব বিজেপি

শুভজিৎ দাস,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডার সমর্থনে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভা থেকে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রবিবার বিকেলে ফলতায় অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বহু বিজেপি কর্মী ও সমর্থক। সভামঞ্চ থেকে তিনি একদিকে যেমন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, হিংসা ও শিল্পহীনতার অভিযোগ তোলেন, অন্যদিকে বিজেপি ক্ষমতায় এলে শিল্প, কর্মসংস্থান ও সুশাসনের প্রতিশ্রুতি দেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে শমীক ভট্টাচার্য কটাক্ষ করে বলেন, ত৪ তারিখে তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তরসূরি বলেছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে হালকা করে ডিজে বাজবে। এখন ডিজে নেই, পুলিশও নেই, আর চারদিকে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ উঠছে। এই কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও

স্বর্গ থেকে আঁতকে উঠেছিলেন।দ তাঁর এই মন্তব্যে সভাস্থলে উপস্থিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা যায়। ফলতা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডাকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, তদেবাংশুকে এক লক্ষের বেশি ভোটে জেতান। ফলতা থেকেই পরিবর্তনের বার্তা সারা বাংলায় পৌঁছে যাক।দ এদিন শিল্প ও কর্মসংস্থান নিয়েও বড় প্রতিশ্রুতি দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তিনি দাবি করেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ফলতার বন্ধ কারখানাগুলি পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এলাকার যুবকদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। দুর্নীতি ইস্যুতেও তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, তপঞ্চায়েত থেকে শীর্ষ নেতৃত্ব পর্যন্ত দুর্নীতিতে জড়িত। যারা দুর্নীতি করেছে, তাদের তদন্তের মুখোমুখি হতে হবে।দ এই জনসভাকে ঘিরে ফলতা এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

চলন্ত ট্রেনে দুই শিশুকে বাঁচালেন আরপিএফ কনস্টেবল, মা-বাবার কান্না শেষে মিলল হাসি

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ চলন্ত ট্রেন থেকে দুই ছোট শিশুকে উদ্ধার করে বড় বিপদের হাত থেকে বাঁচালেন শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার আরপিএফ হেড কনস্টেবল আশিস কুমার নায়েক। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার ডাউন ক্যানিং লোকালে। ওই ঘটনার পর আরপিএফের তৎপরতায় প্রশংসা ছড়িয়েছে যাত্রীদের মধ্যে। জানা গেছে, গড়িয়া স্টেশনে এক দম্পতি তাঁদের দুই সন্তান;আদর্শ ও আরোহী গায়েনকে আগে ট্রেনে তুলে দেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ট্রেনটি হঠাৎ ছেড়ে দেয় এবং বাবা-মা ট্রেনে উঠতে পারেননি। মুহূর্তের মধ্যেই দুই শিশুই চলন্ত ট্রেনে একা পড়ে যায়, আর দম্পতি স্টেশনে অসহায় হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। ট্রেনের ভেতরে এক যুবক শিশুদের নামানোর চেষ্টা করছিলেন সোনারপুর স্টেশনে। ঠিক সেই সময় বিষয়টি নজরে আসে আরপিএফ হেড কনস্টেবল আশিস কুমার

নায়েকের। তিনি দ্রুত শিশুদের নিজের হেফাজতে নেন এবং শান্তভাবে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। এরপর শিশুদের সঙ্গে কথা বলে একটি ফোন নম্বর পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং ক্যানিং স্টেশনে আসতে বলা হয়। পরে ক্যানিং আরপিএফ অফিসে শিশুদের নিয়ে আসা হয়। সেখানে এসআই এন কে পান্ডের নির্দেশে শিশুদের জল, বিস্কুট ও কেক দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া হয়। কিছু সময় পরেই অভিভাবকরা ক্যানিং স্টেশনে পৌঁছান। সব ধরনের নিয়ম মেনে দুই শিশুকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শিশুদের বাবা নীলেশ গায়েন জানান, তছেলে-মেয়েকে হারিয়ে আমরা ভেঙে পড়েছিলাম। আরপিএফের জন্যই তাদের ফিরে পেলাম।দ মা শঙ্করী গায়েন প্রথমে পুলিশের উপর আস্থা না থাকলেও পরে সন্তানের ফিরে পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এমন মানবিক উদ্যোগে আরপিএফ কর্মীদের ভূমিকায় খুশি সাধারণ যাত্রীরাও।

সীমান্তে কাঁটাতারের পথে সম্মতি, জমি দিতে রাজি বাসিন্দারা;আশ্বাস মন্ত্রীর

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার ভারত, বাংলাদেশ সীমান্তের বনগাঁ পেট্রাপোল এলাকার স্বরূপদহ ও কালিয়ানি অঞ্চলে রবিবার পরিদর্শনে যান রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী ও বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া। সীমান্তে দীর্ঘদিন ধরে কাঁটাতার বসানো নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতেই তাঁর এই সফর। মন্ত্রী এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের নানা সমস্যার কথা শোনেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, আগের সময় কাঁটাতার কোথায় বসবে তা ঠিকভাবে জানানো হয়নি। জমির সঠিক মূল্য নিয়েও স্বচ্ছতা ছিল না। ফলে অনেকেই জমি দিতে অনিচ্ছুক হয়ে পড়েছিলেন। এদিন পরিস্থিতি কিছুটা বদলে যায়। বাসিন্দারা মন্ত্রীর

সামনে জানান, দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁরা এখন স্বেচ্ছায় জমি দিতে প্রস্তুত। তবে তাঁদের দাবি, কাঁটাতার যেন যতটা সম্ভব সীমান্ত থেকে দূরে বসানো হয়, যাতে তাদের বসতবাড়ি ও চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। কারণ এই জমির উপরেই তাঁদের জীবিকা পুরোপুরি নির্ভরশীল। এছাড়াও স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, সীমান্ত লাগোয়া জলাভূমিতে বাংলাদেশ দিক থেকে কিছু লোক এসে মাছ ধরে নিয়ে যায়, অথচ ভারতীয় মৎস্যজীবীরা সমানভাবে মাছ ধরার সুযোগ পান না। মন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে বলেন, দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও আপস করা হবে না। দ্রুত আলোচনা করে সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তিনি আরও জানান, বসিরহাটের কয়েকটি মৌজায় জমি সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে, সেগুলিও আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা চলছে। সরকারি নিয়ম মেনে এবং স্থানীয়দের স্বার্থ বজায় রেখে কাজ এগোবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

রেশন কার্ডে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি, দুর্নীতিমুক্ত খাদ্য দপ্তরের ডাক দিলেন মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া

নয়া জামানা , উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার খাদ্য দপ্তরকে দুর্নীতিমুক্ত করার ডাক দিলেন খাদ্য ও সমবায়মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। বনগাঁ উত্তর এলাকার বিধায়ক হিসেবে তিনি রেশন ব্যবস্থায় ভুয়ো কার্ড ও অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন। রবিবার বনগাঁয় সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, সরকারি পরিষেবায় স্বচ্ছতা আনা এখন সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। মন্ত্রী জানান, স্যার প্রক্রিয়ার পরে যাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তারা আর কোনও সরকারি সুবিধা পাবেন না। এমনকি তাদের রেশন কার্ডও বাতিল করা হতে পারে।

তবে যাঁরা ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন, তাঁদের পরিষেবা আপাতত চালু থাকবে। তিনি আরও বলেন, ভুয়ো রেশন কার্ডের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যেসব মানুষ ভারতের নাগরিক নন, তারা কোনও সরকারি সুবিধা পাবেন না। একই সঙ্গে অনেক সরকারি কর্মচারী বিপিএল তালিকায় থেকে রেশন সুবিধা নিচ্ছেন বলে অভিযোগ ওঠে। তাঁদের দ্রুত কার্ড জমা দিতে বলা হয়েছে, না হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মতুয়া সম্প্রদায়ের অনেক মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার বিষয়টিও উঠে আসে বৈঠকে। তাঁদের সি এ-তে আবেদন করার পরামর্শ দেন মন্ত্রী। তিনি দাবি করেন, যোগ্য উদ্বাস্তু মতুয়া

মানুষদের কোনওভাবেই বঞ্চিত করা হবে না। এছাড়াও তিনি জানান, খাদ্য দপ্তরের বিভিন্ন অফিসে খুব শীঘ্রই আধিকারিকদের অজান্তে সারপ্রাইজ ভিজিট করা হবে, যাতে কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়।

উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

হরেকরকম

নয়া জামানা

১২ থেকে ১৮ মে ২০২৬ কেমন যাবে?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
অন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করুন। নিজের ঈর্ষা ঝেড়ে ফেলুন, এতে অন্যদের কাছে একটা নতুন ভাবমূর্তি তৈরি করতে পারবেন।

বৃষ রাশি
পারিবরিক এবং কর্মের দিকে ইতিবাচক প্রভাব দেখতে পাওয়া যাবে। পরিবারের মানুষ আপনার সঙ্গে আশা করবেন।

মিথুন রাশি
বিদ্যার্থীদের জন্য ভাল। বিদ্যার্থীরা বহুমুখী প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পেতে পারে।

কর্কট রাশি
খুবই উত্তেজনার মধ্যে কাটাবেন। যার ফলে মেজাজ ক্ষিপ্ত থাকতে পারে।

সিংহ রাশি
ইচ্ছাপূরণ করতে গিয়ে খরচ বাড়তে পারে। প্রেমের দিক বেশ ভাল থাকবে, তবে সময়ের সঙ্গে চলতে না পারায় অশান্তি হতে পারে।

কন্যা রাশি
অনেক দিন ধরে না-আদায় হওয়া অর্থ ফেরত পেতে পারেন। আর্থিক স্থিতি ভালই হবে।

তুলা রাশি
পরিবারের মানুষের সঙ্গে বেশি করে সময় কাটান, অন্যথায় তাঁদের অভিযোগের শিকার হতে হবে। সন্তানেরা চাইবে আপনার সঙ্গে সময় কাটাতে।

বৃশ্চিক রাশি
নিজের ব্যবসা কারও প্রতি বেশি বিশ্বাস করে ছেড়ে দেবেন না, ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। প্রেমে বিবাদের আশঙ্কা রয়েছে, সঙ্গীর সঙ্গে বুঝে ব্যবহার করুন।

ধনু রাশি
কর্মের জায়গায় কারও উপদেশ নিতে যাবেন না, নিজে বুদ্ধিতেই কাজ করুন। পরিবারের মানুষদের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে।

মকর রাশি
কাউকে উপদেশ দিয়ে সম্মানিত হতে পারেন। সামাজিক কাজের জন্য কোথাও যেতে হতে পারে।

কুম্ভ রাশি
প্রত্যেকের প্রতি সৃজনশীল ব্যবহার এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। দয়ালু স্বভাবটা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করুন।

মীন রাশি
অনেক দিনের কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করতে চাইলে খুব বুঝে কথা বলুন। বাড়ির মানুষেরা আপনাকে নাও বুঝতে পারেন।

ইন্টারনেটের টোটকায় ত্বকের ক্ষতি! ঘরোয়া উপাদানে রূপচর্চায় অকালেই বুড়িয়ে যাবে ত্বক

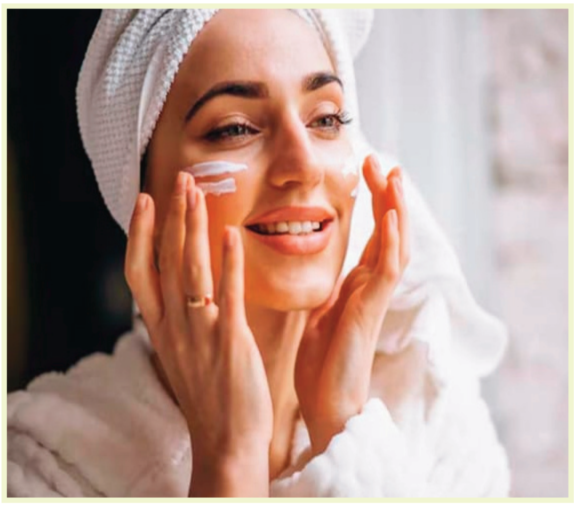

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সুন্দর ও উজ্জ্বল ত্বকের আশায় ঘরোয়া টোটকার ব্যবহার নতুন কিছু নয়। দিদিমা-ঠাকুমাদের সময় থেকে রান্নাঘরের নানা উপাদান রূপচর্চায় ব্যবহার হয়ে আসছে। তবে বর্তমানে ইন্টারনেটের দৌলতে বিভিন্ন ধরনের 'বিউটি টিপস' মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ছে এবং অনেকেই যাচাই না করেই তা অনুসরণ করছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রবণতা ত্বকের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। কিছু পরিচিত ঘরোয়া উপাদান সাময়িক উপকার দিলেও দীর্ঘমেয়াদে ত্বকের বড় ক্ষতি ডেকে আনে।

ত্বকের যত্নে চিনি দিয়ে স্ক্রাব করার অভ্যাস বহু মানুষের রয়েছে। অনেকের ধারণা, এতে মুখের ময়লা সহজে পরিষ্কার হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের মতে, চিনির দানাগুলি মুখের কোমল ত্বকে ক্ষত তৈরি করতে পারে। এর ফলে ত্বকে জ্বালা, র‍্যাশ কিংবা সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

একই ভাবে গরম জল দিয়ে মুখ ধোয়ার অভ্যাসও ত্বকের জন্য ক্ষতিকর। নিয়মিত গরম জল ব্যবহার করলে ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ত্বক শুষ্ক, রুক্ষ ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে।

সম্প্রতি ব্ল্যাকহেড তোলার জন্য মুখে আঠা লাগানোর প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তা, এই ধরনের পদ্ধতি ত্বকের লোমকূপের স্বাভাবিক কার্যকারিতা নষ্ট করতে পারে। দীর্ঘদিন এমন করলে ত্বকের ছিদ্র বন্ধ হয়ে গিয়ে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ব্রণ দূর করতে টুথপেস্ট ব্যবহারের অভ্যাসও বহু পুরনো। যদিও এতে সাময়িকভাবে ব্রণ শুকিয়ে যেতে পারে, কিন্তু পরবর্তীতে ত্বকে জ্বালা, কালচে দাগ বা সংক্রমণের আশঙ্কা থেকে যায়।

ত্বক ফর্সা করার আশায় অনেকেই সরাসরি মুখে লেবুর রস লাগান। কিন্তু লেবুর অম্লীয় উপাদান ত্বকের প্রাকৃতিক সুরক্ষা স্তরকে দুর্বল করে দেয়। ফলে রোদের ক্ষতিকর প্রভাব আরও বেশি করে ত্বকে পড়ে।

এছাড়া ঘর পরিষ্কারে ব্যবহৃত বেকিং সোডাও অনেকেই ত্বকে ব্যবহার করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, বেকিং সোডা অত্যন্ত ক্ষারীয় হওয়ায় এটি ত্বকের স্বাভাবিক পি এইচ মাত্রা নষ্ট করে দেয়। এর ফলে চর্মরোগ, জ্বালা বা অ্যালার্জির সমস্যা বাড়তে পারে। চিকিৎসকদের পরামর্শ, ইন্টারনেটের টোটকা দেখে না বুঝে কোনও কিছু ব্যবহার না করাই ভালো। ত্বকের ধরন অনুযায়ী বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে তবেই রূপচর্চার উপাদান বেছে নেওয়া উচিত। সচেতন না হলে অল্প বয়সেই ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পড়তে পারে।

কানের মঞ্চে আলিয়াকে ট্রল! পাশে পেলেন শাশুড়িমা ও তারকাদের অকুণ্ঠ সমর্থন

নয়া জামানা ঃ চলতি বছরের আন্তর্জাতিক কান চলচ্চিত্র উৎসবে হাজির হয়েছিলেন বলিউডের প্রথম সারির তারকা অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। তবে কানের লালগালিচায় তিনি নাকি পাত্তা পাননি;সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন পোষ্ট ও ভিডিওর মাধ্যমে এমনটাই উঠে আসছে। অনেকে এ নিয়ে আলিয়াকে খোঁচা দিতেও ছাড়েননি। অনেকে তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মন্তব্যের ঘরেও কটু কথা বলতে ছাড়েননি। কানে উপস্থিতি নিয়ে যখন অনলাইনে তাঁকে কটাক্ষ করা হচ্ছিল, তখন একটি মন্তব্যের উত্তরে আলিয়ার সংযত প্রতিক্রিয়াই এখন ভাইরাল।সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে নিজের কাস্টম আইভরি সিল্ক শাড়ি,গাউনের লুক নিয়ে একটি রিল পোস্ট করেন আলিয়া। সেই পোস্টে এক ব্যবহারকারী মন্তব্য করেন, 'কী দুঃখজনক, কেউ তোমাকে খেয়ালই করেনি।' সঙ্গে ছিল হাসির ইমোজি। জবাবে আলিয়া লেখেন, 'দুঃখ কেন? তুমি তো আমাকে খেয়াল করেছ।'আলিয়ার এই উত্তরের পর সমালোচকরা যেন একেবারে হতবাক।

যদিও নিজের ভক্তদের প্রতি যথেষ্ট প্রাণবন্ত আলিয়া। তবে এই পোস্টটিকে ঘিরে আলিয়ার উত্তরটি একেবারে তাক লাগিয়েছে। তাই ভক্তরা লিখছেন, 'এ কারণেই মানুষ হিংসা করছে, কারণ প্রতিটি লুকেই সে দারুণ ছিল।' আরেকজনের মন্তব্য, 'আউটফিট আর রিপ্লাই;দুটিই অসাধারণ।' কেউ আবার লিখেছেন, 'ভদ্রভাবেই দারুণ জবাব দিলেন।'এদিকে আলিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁর শাশুড়ি নীতু কাপুর। ট্রলের মধ্যেই পুত্রবধূর প্রশংসায় শাশুড়ি মা নীতু কাপুর।ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে আলিয়া কান লুকের ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'পারফেকশন'। কানের লালগালিচায় আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আলিয়াকে আমল দেয়নি, এই চর্চায় যখন নেটভুবন মগ্ন, তখন ইন্ডাস্ট্রির সতীর্থের পাশে দাঁড়িয়েছেন অভিনেতা অ্যালি গোনি ও রাহুল বৈদ্য। সমালোচকদের উদ্দেশ্যে ইনস্টা স্টোরিতে রাহুল লিখেছেন, 'যাঁদের নিজেদের কোনো যোগ্যতা নেই, তাঁরাই রাতারাতি ফ্যাশন ক্রিটিক, কানের বিশ্লেষক হয়ে উঠেছেন। আলিয়া তো আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতকে উপস্থাপন করছেন। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর উপস্থিতি সত্যিই অসাধারণ। সব সময় আওয়াজ তুলে নিজের মূল্যবোধ প্রমাণ করা যায় না।'আরও যোগ করেছেন, 'প্রকৃত তারকারা কখনো কারও অ্যাটেনশন ভিক্ষা করে না, সেটা অর্জন করে নেয়।

কারও সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করে সাময়িক আনন্দ বা সাফল্য পাওয়া যায়, সেটা কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বিশ্বমঞ্চে ভারতীয়দের নিন্দা না করে তাঁদের সাফল্য উদ্‌যাপন করা উচিত।'

নজরে INSTA

মাধুরী

নেহা

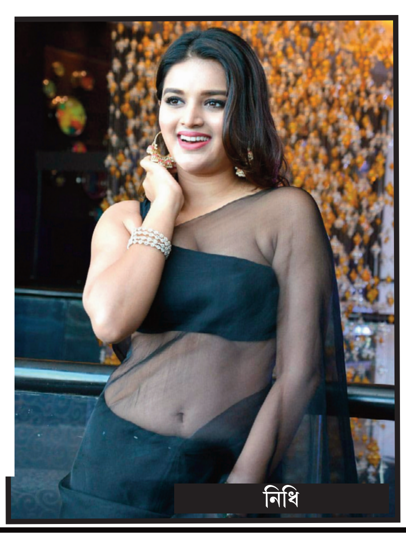
নিধি

শর্বাণী

নন্দিনী

ভুল জায়গায় বসে খেলে বাড়তে পারে দারিদ্র্য!

নয়া জামানা ঃ সনাতন ধর্মে আহারকে শুধুমাত্র পেট ভরানোর উপায় নয়, বরং এক পবিত্র যজ্ঞ হিসেবে দেখা হয়। বাস্তুশাস্ত্র মতে, মানুষ কোথায় এবং কী পরিবেশে বসে খাবার গ্রহণ করছেন, তার প্রভাব পড়ে শরীর, মন এবং আর্থিক অবস্থার ওপর। বিশেষজ্ঞদের মতে, কিছু নির্দিষ্টি স্থানে বসে খাওয়াদাওয়া করলে ঘরে নেতিবাচক শক্তির প্রভাব বাড়ে, যার ফলে সংসারে অশান্তি, আর্থিক সংকট এবং মানসিক অস্থিরতা দেখা দিতে পারে।

বাস্তুশাস্ত্রে বলা হয়েছে, বিছানায় বসে খাওয়ার অভ্যাস সবচেয়ে অশুভগুলোর মধ্যে একটি। বর্তমানে অনেকেই টিভি দেখতে দেখতে বা মোবাইল ব্যবহার করতে করতে বিছানাতেই খাবার খেয়ে নেন। কিন্তু বাস্তু অনুযায়ী, বিছানা বিশ্রাম ও ঘুমের স্থান, আর খাবার গ্রহণ শক্তি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া। এই দুই ভিন্ন শক্তির মিশ্রণে নেতিবাচক প্রভাব তৈরি হয়। এর ফলে অলসতা বৃদ্ধি, মানসিক চাপ এবং অর্থ সঞ্চয়ে বাধা তৈরি হতে পারে বলে মনে করা হয়।

এছাড়াও রান্নাঘরের দরজার মুখে বা চৌকাঠে বসে খাওয়াকেও অমঙ্গলজনক বলা হয়েছে। কারণ, রান্নাঘরকে মা অন্নপূর্ণার স্থান হিসেবে গণ্য করা হয়। দরজার সামনে বসে আহার করলে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ ব্যাহত হয় এবং সংসারের শ্রীবৃদ্ধি কমে যায় বলে বিশ্বাস।

বাস্তুশাস্ত্র আরও বলছে, নোংরা বা ভাঙাচোরা জায়গায় বসে খাবার খাওয়া বড় ধরনের বাস্তুদোষ তৈরি করে।

অপরিষ্কার পরিবেশে নেতিবাচক শক্তির প্রভাব বেশি থাকে, যা মানুষের স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থার ওপর কুপ্রভাব ফেলতে পারে। তাই খাবারের স্থান সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরি।

একইভাবে জুতো-চপ্পলের পাশে বসে খাওয়াও শাস্ত্রমতে অশুদ্ধ আচরণ। বিশ্বাস করা হয়, এতে মা লক্ষ্মী রুষ্ট হন এবং সংসারে আর্থিক টানাপোড়েন বাড়তে পারে। পাশাপাশি সদর দরজা বা মেইন ডোরের সামনে বসে খাবার খাওয়াকেও নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। কারণ, মূল দরজা দিয়ে বাইরের নানা শক্তির প্রবেশ ঘটে, যা খাবারের ইতিবাচক প্রভাব নষ্ট করতে পারে।

বাস্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, খাবার সবসময় শান্ত পরিবেশে এবং পূর্ব বা উত্তর দিকে মুখ করে খাওয়া উত্তম। আহারের সময় রাগ, অশান্তি বা নেতিবাচক আলোচনা এড়িয়ে চলারও পরামর্শ দেওয়া হয়। সঠিক পরিবেশে ও নিয়ম মেনে আহার করলে শরীর সুস্থ থাকার পাশাপাশি সংসারে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় থাকে বলেই মনে করা হয়।

রান্নায় নুন বেশি হয়ে গেছে? জেনে নিন স্বাদ ঠিক করার উপায়

রান্না করতে গিয়ে তাড়াহুড়োয় অনেক সময় তরকারিতে নুন বেশি পড়ে যায়। তখন অনেকেই চিন্তায় পড়ে যান, পুরো রান্না কি ফেলে দিতে হবে? তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই। রান্না নষ্ট না করেই কয়েকটি সহজ উপায়ে অতিরিক্ত নোনতা স্বাদ কমিয়ে আনা সম্ভব।রান্নার স্বাদ বাড়াতে নুন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

নয়া জামানা ঃ রান্না করতে গিয়ে তাড়াহুড়োয় অনেক সময় তরকারিতে নুন বেশি পড়ে যায়। তখন অনেকেই চিন্তায় পড়ে যান, পুরো রান্না কি ফেলে দিতে হবে? তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই। রান্না নষ্ট না করেই কয়েকটি সহজ উপায়ে অতিরিক্ত নোনতা স্বাদ কমিয়ে আনা সম্ভব।রান্নার স্বাদ বাড়াতে নুন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু নুনের পরিমাণ একটু বেশি হলেই খাবারের স্বাদ পুরো বদলে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, কিছু ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করলেই এই সমস্যা সহজে মেটানো যায়।

সবচেয়ে পরিচিত উপায় হলো কাঁচা আলুর ব্যবহার। তরকারিতে কয়েক টুকরো কাঁচা আলু দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিলে আলু অতিরিক্ত নুন শুষে নেয়। পরে সেই আলুর টুকরো তুলে ফেললেই স্বাদ অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে যায়।

ডাল, ঝোল বা তরকারিতে নুন বেশি হলে সামান্য গরম জল যোগ করলেও নোনতা ভাব কমে। তবে এতে স্বাদ ঠিক রাখতে অল্প মশলা বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। আবার টমেটো বা দই ব্যবহার করলেও অতিরিক্ত নুনের স্বাদ অনেকটা ব্যালান্স হয়ে যায়। বিশেষ করে মাংস বা সবজির ঝোলে এই পদ্ধতি বেশ কার্যকর।

রান্নায় মাখন বা ফ্রেশ ক্রিম মিশিয়ে দিলেও নোনতা স্বাদ কিছুটা কমে যায় এবং খাবার আরও মোলায়েম লাগে। এছাড়াও আটা বা ময়দার ছোট বল তৈরি করে ঝোলে দিলে সেগুলো অতিরিক্ত নুন টেনে নেয়। পরে সেই বলগুলো তুলে ফেলতে হয়।

মাছ বা মাংসের রান্নায় কয়েক ফোঁটা লেবুর রস ব্যবহার করলেও স্বাদে ভারসাম্য আসে। একই সঙ্গে ডাল বা সবজিতে সামান্য চিনি মিশিয়েও নোনতা ভাব কম অনুভব করা যায়।রান্নাবিদদের মতে, নুন বেশি হয়ে গেলে আতঙ্কিত না হয়ে ঠান্ডা মাথায় এই ছোট ছোট উপায়গুলি মেনে চললেই খাবারের স্বাদ আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

সুইডেনে প্রধানমন্ত্রীর অভ্যর্থনায় বাঙালিয়ানা !

পালটা বাঙালি সংস্কৃতিকে প্রশংসায় ভরালেন মোদি !

সুইডেনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বাঙালি কায়দায় অভ্যর্থনা জানালেন সে দেশের প্রবাসী বাঙালিরা। পালটা নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অ্যাকাউন্টে বাঙালি সংস্কৃতিকে প্রশংসা ভরালেন মোদি। তাঁর কথায়, তগোটা বিশ্বেই বাঙালি সংস্কৃতি অত্যন্ত জনপ্রিয়।দ এদিনই মোদিকে সুইডেনের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'রয়্যাল অর্ডার অফ পোলার স্টার'-এ সম্মানিত করল ইউরোপের দেশটি। সুইডেনের হোটেলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে পিতলের বরণডালা দিয়ে বরণ করেন প্রবাসী বাঙালিরা। চলে উলুধ্বনিও। এমন অভ্যর্থনা পেয়ে এক্স হ্যান্ডেলে বাংলায় মোদি লিখে ছেন, তআরা বিশ্বেই বাঙালি সংস্কৃতি অত্যন্ত জনপ্রিয়। সুইডেনও এর ব্যতিক্রম নয়। আয়োজিত অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে, প্রধানমন্ত্রী (উলফ) ক্রিস্টারসনের উপস্থিতিতে, গৌরবোজ্জ্বল বাঙালি সংস্কৃতির এক অনবদ্য নমুনা প্রদর্শিত হয়েছে। উল্লেখ্য, নেদারল্যান্ডসে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলার সময়েও উঠে আসে পশ্চিমবঙ্গের ভোটপ্রচারে মোদির ঝালমুড়ি খাওয়ার প্রসঙ্গ। বাংলায় বিজেপির জয়ের পরেই মোদির ইউরোপ সফরেও বাঙালিয়ানার ছোঁয়া বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রসঙ্গত, রবিবার গোথেনবার্গের বিমানবন্দরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টারসন। চলতি সফরে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে ক্রিস্টারসনের সঙ্গে বৈঠক করেন মোদি। এদিনই সুইডেনের সর্বোচ্চ সম্মান 'রয়্যাল অর্ডার অফ পোলার স্টার'-এ সম্মানিত করা হয় তাঁকে। এটি মোদির ৩১তম আন্তর্জাতিক সম্মান প্রাপ্তি। বর্তমান সম্মানটি একজন রাষ্ট্রপ্রধানকেই সাধারণত দেওয়া হয়।

সুইডেনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বাঙালি কায়দায় অভ্যর্থনা জানালেন সে দেশের প্রবাসী বাঙালিরা। পালটা নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অ্যাকাউন্টে বাঙালি সংস্কৃতিকে প্রশংসা ভরালেন মোদি। তাঁর কথায়, তগোটা বিশ্বেই বাঙালি সংস্কৃতি অত্যন্ত জনপ্রিয়। এদিনই মোদিকে সুইডেনের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'রয়্যাল অর্ডার অফ পোলার স্টার'-এ সম্মানিত করল ইউরোপের দেশটি।

নিট প্রশ্নফাঁসে অবসাদ, 'আত্মহত্যা' চার পড়ুয়ার

'সিস্টেমেটিক মার্ডার' বলছে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ নিটে প্রশ্নফাঁসের জেরে অবসাদ। দেশজুড়ে আত্মঘাতী অন্তত চার পড়ুয়া। অন্তত বিরোধীদের তেমনটাই অভিযোগ। কংগ্রেসের দাবি, এ পর্যন্ত নিটে প্রশ্নফাঁসের জেরে অবসাদে পড়ুয়ার সংখ্যা চার। হাত শিবির অবশ্য এই মৃত্যুগুলিকে শুধু আত্মহত্যা বলতে নারাজ। কংগ্রেস বলছে, এগুলি আসলে 'সিস্টেমেটিক মার্ডার।'নিট বাতিলের জেরে আত্মহত্যার সর্বশেষ খবর মিলেছে গোয়া থেকে। গোয়ার ১৭ বছরের নাবালক সিদ্ধার্থ হেগড়েও নিটে প্রশ্নফাঁসের জেরেই আত্মহত্যা করেছে বলে অভিযোগ পরিবারের। সিদ্ধার্থের দেহের কাছে একটি সুইসাইড নোটও পাওয়া গিয়েছে। ওই সুইসাইড নোটে সে লিখেছে, তআত দু'বছর কঠোর পরিশ্রমের পর আমি পরীক্ষা দিয়েছি। আর পরীক্ষা দেওয়ার মতো শক্তি আমার নেই।দ সিদ্ধার্থ প্রথম নয়, এর আগে দেশের একাধিক রাজ্য থেকে নিট বাতিলের জেরে আত্মহত্যার অভিযোগ উঠেছে। ২০ বছরের অংশিকা পাণ্ডে, ২১ বছরের ঋত্বিক মিশ্র, ২২ বছরের প্রদীপ মেঘওয়াল, প্রত্যেকেই চিকিৎসক হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অবসাদে তাঁরা প্রত্যেকেই আত্মহত্যা

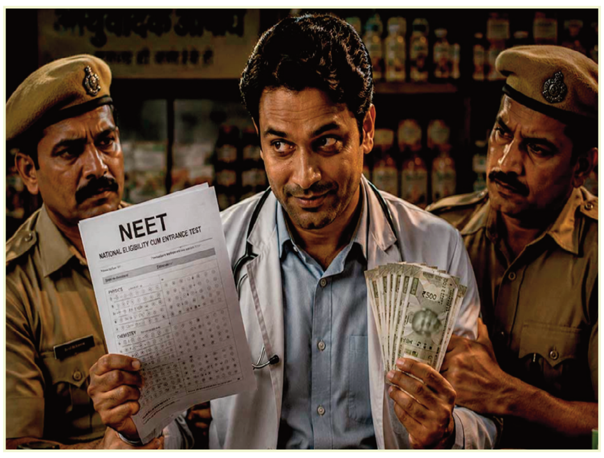

করেছেন বলে অভিযোগ।এই মৃতদের তালিকা তুলে ধরে সরকারের কাছে জবাব চাইছে কংগ্রেস। হাত শিবিরের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে দাবি করা হয়েছে, এগুলি আসলে শুধু আত্মহত্যা বা সাধারণ মৃত্যু নয়। এগুলো সিস্টেমেটিক মার্ডার। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক খুন।উল্লেখ্য, নিটের প্রশ্নফাঁস বিতর্ক নিয়ে কংগ্রেস শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক। প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে প্রথম থেকে সুর চড়িয়েছিলেন রাহুল গান্ধী।

রাজস্থানে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে সেটাও তিনি প্রকাশ্যে আনেন। এক্স হ্যান্ডেলে গোটা বিষয়টি নিয়ে আবারও ক্ষোভ উগরে দিয়ে রাহুল লেখেন, '২০২৪ সালে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল, পরীক্ষা বাতিল হয়নি। মন্ত্রীও পদত্যাগ করেননি। কমিটি গঠন হল। আবার এবছর প্রশ্ন ফাঁস হল। সিবিআই তদন্ত হচ্ছে, আবার একটা কমিটি গঠন হবে।

কিন্তু মিস্টার মোদি, দেশবাসী আপনাকে কিছু প্রশ্ন করছে। কেন বারবার প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে? প্রশ্নপত্র নিয়ে আপনি কেন সবসময় চুপ করে থাকেন? বারবার ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও কেন আপনি শিক্ষামন্ত্রীকে বরখাস্ত করছেন না?' আপাতত কংগ্রেসের দাবি, এই ঘটনার দায় নিয়ে পদত্যাগ করতে হবে শিক্ষামন্ত্রীকে।

বঙ্গে পদ্ম ফুটতেই বাংলাদেশে ভুয়ো ভিডিও কট্টোরপন্থীদের !

গোয়েন্দা নজরে 'চিকেনস নেক'

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ রাজ্যে পালা বদলের পর সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশে নতুন করে সক্রিয় একাধিক মৌলবাদী সংগঠন। সমাজমাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে ভুয়ো ভিডিও ছড়িয়ে উত্তেজনা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে।

এমনকী 'চিকেনস নেক' অর্থাৎ 'শিলিগুড়ি করিডর' দখলের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন ভিডিওতে। এই অবস্থায় যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে সতর্ক করা হয়েছে বলে খবর। একইসঙ্গে 'শিলিগুড়ি করিডর' এলাকাতেও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে খবর।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যে তৃণমূল সরকারের পতনের পর থেকে বাংলাদেশে মৌলবাদী বিভিন্ন সংগঠন ফের ভারত বিরোধিতায় সক্রিয় হয়েছে। এমনকি সমাজমাধ্যমে ভুয়ো ভিডিও ছড়িয়ে 'চিকেনস নেক' দখলের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি সরকারের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জমি ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করতে ওই অপপ্রচার উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে।

যদিও বাংলাদেশে ভারতবিরোধী ভুয়ো প্রচারের জবাবে ওই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ ওই দেশের সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ভারতে মুসলিম নির্যাতনের কোনও ঘটনা তাদের সামনে আসেনি। কিন্তু ওই সরকারি মন্তব্যের পরও অপপ্রচার থামেনি। কাশ্মীরের এক মসজিদে অগ্নিকাণ্ডের ভিডিও সমাজমাধ্যমে তুলে ধরে বাংলাদেশের মৌলবাদীরা একাধিক ভুয়ো দাবি করছেন। ওই পরিস্থিতিতে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এবং 'চিকেনস নেক' অর্থাৎ 'শিলিগুড়ি করিডর'-এর নিরাপত্তা আঁটোসাটো করা হয়েছে।ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে অত্যন্ত সংবেদনশীল শিলিগুড়ি করিডর। এটা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের একমাত্র স্থলপথে সংযোগ। ইতিমধ্যে 'চিকেনস নেক'-এ নয়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে।

হামের টিকাদানে ব্যর্থতা, ইউনুস ও তাঁর উপদেষ্টাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে মামলা

বাংলাদেশে হামের টিকাদান কর্মসূচি বাতিলে অন্তর্বর্তী সরকারের সিদ্ধান্তকে 'ফৌজদারি অবহেলা' উল্লেখ করে প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস-সহ তার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের ভূমিকা তদন্তের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করা হয়েছে। একই সঙ্গে ইউনুস ছাড়াও প্রাক্তন সব উপদেষ্টা-সহ ২৪ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। আজ রবিবার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় রিট পিটিশন দায়ের করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার এম আশরাফুল ইসলাম। রিটে এ ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠনের পাশাপাশি ইউনুস-সহ উপদেষ্টা পরিষদের সব সদস্যের বিরুদ্ধে দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করার নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব ছাড়াও স্বাস্থ্য, স্বরাষ্ট্র ও জনপ্রশাসন সচিব এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক-সহ সরকারের সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। এর আগে, হামের টিকা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে বেসরকারি খাতে দেওয়া ইস্যুতে গত ৬ এপ্রিল সংশ্লিষ্টদের নোটিশ পাঠানো হয়। ব্যারিস্টার মহম্মদ আশরাফুল ইসলাম জানান, সারা দেশে আকস্মিক বিলুপ্ত রোগ হামের মারাত্মক প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে ৪ শতাধিক শিশুর মৃত্যু হয়েছে এবং অগণিত শিশু ও সাধারণ নাগরিক হামে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। তিনি আরও জানান, হামের মতো টিকাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে প্রাইভেট খাতে দেওয়ার অশুভ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকায় এই বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক তদন্তে ন্র দাবি জানিয়ে এবং মহম্মদ ইউনুস, আসিফ নজরুল, সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, আদিলুর রহমান খাঁন শুভ্র, নূর জাহান বেগম, অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাখাওয়াত হোসেন,

জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী, মোস্তফা সরয়ার ফারুকি-সহ সব উপদেষ্টা, প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস-সচিব শফিকুল আলম এবং সংশ্লিষ্ট সব প্রাক্তন ব্যক্তিগত সহকারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপে আদালতের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। এদিকে ইউনুসের জামানায় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে হামলা বিষয়টিও সামনে এসেছে। প্রশ্ন উঠেছে, ইউনুসের জামানায় বাউল-সহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনে হামলায় জড়িত কারা? বিশেষ করে ২০২৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর ঢাকার কেন্দ্রস্থল সচিবালয়-প্রেসক্লাবের সামনে তোপখানা রোডে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলার আগে দেশি অস্ত্র হাতে কার্যালয়ে ঢুকেছিল কয়েকজন যুবক। যা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে। ২০২৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর সেদিন সন্ধ্যায় রাজধানীর পরিস্থিতি অস্থির ও আতঙ্কময় হয়ে ওঠে। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামতেই একদল সুযোগসন্ধানী মানুষ হামলা চালায় বাঙালি সংস্কৃতিচর্চার ঐতিহ্যবাহী সংগঠন ছায়ানট ভবনে। এর আগে দুষ্কৃতীদের গুলিতে জখম হন ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরীফ ওসমান বিন হাদি। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে। অনুসন্ধানী সেলের সংগৃহীত বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, সেদিন রাতে কয়েক শ মানুষ হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে ধানমণ্ডির ছায়ানট ভবনে। তাদের বেশির ভাগের মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল। কারো কারো মাথায় ছিল হেলমেট। বেশির ভাগের হাতে ছিল লাঠিসোঁটা-সহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র। ছায়ানটের ছয়তলা ভবনের বিভিন্ন তলায় ঢুকে ঢুকে প্রতিটি কক্ষে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় তারা। একটি দল ভাঙচুরে লিপ্ত থাকে; অন্য দল লুটপাটে অংশ নেয়। পরে ছায়ানট ভবনের সামনে আগুন ধরিয়ে দেয় দুষকৃতীরা। ভাঙচুর ও অগ্নিসন্ত্রাসে তছনছ করা হয় দেশের আরেক ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন উদীচীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ও। শুধু ছায়ানট কিংবা উদীচী নয়, শান্তিতে নোবেলজয়ী প্রফেসর মহম্মদ ইউনুসের শাসনকালে দেশের বেশির ভাগ শিল্প-সংস্কৃতির সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হয়েছে।

ভারতের মন্দিরে যখের ধন ! জিডিপিতে চিন-আমেরিকাকেও টেক্কা দেশের 'টেম্পল ইকোনমি'র

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার (ফরেক্স) বাঁচাতে আগামী এক বছর দেশবাসীকে সোনা কেনায় লাগাম পরানোর আর্জি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আসলে অর্থনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত মহার্ঘ হলুদ ধাতুটি। সরকারি নথি বলছে; এই মুহূর্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে সঞ্চিত সোনার পরিমাণ ৮৮০ টন। মজার কথা হল, এর কয়েক গুণ বেশি সোনা রয়েছে ভারতজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য মন্দিরের সিন্দুগুলিতে। সেই পরিমাণ এতটাই বেশি যে চিন-আমেরিকার অর্থনীতিকেও নেহাত গরিব মনে হবে। দেখে নেওয়া যাক চক্ষু ছানাবড়া করা সেই পরিসংখ্যান। ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের একটি তথ্য বলছে, ভারতে সাধারণ নাগরিক এবং মন্দিরগুলি মিলিয়ে সোনার পরিমাণ ৩০ হাজার টনের বেশি। মন্দিরগুলির সিন্দুকে গচ্ছিত সোনার পরিমাণ ৪-৫ হাজার টন। অন্যদিকে গৃহস্থের কাছে রয়েছে ২৫ হাজার টন সোনা। সেখানে আমেরিকার সোনার পরিমাণ ৮৯৩১ টন। এর থেকে আন্দাজ করা যায় স্বর্ণ ভাণ্ডারের হিসাবে আমেরিকার চেয়ে কতটা এগিয়ে ভারত। সমস্যা হল এই সোনা দেশের অর্থনীতির বাইরে, যার কোনও হিসাব সরকারের কাছে নেই। জার্নাল অফ এশিয়ান স্টাডিজ-এ প্রকাশিত এক গবেষণায় মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বার্টন স্টেইন বলেছেন, ভারতের মন্দিরগুলো একটি প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি। দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। একাধিক সূত্রের দাবি, কেরলের পদ্মনাভ স্বামী মন্দিরে সবচেয়ে বেশি ১৩০০ টান সোনা রয়েছে। এর পর অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি মন্দিরের সিন্দুকে সঞ্চিত সোনার পরিমাণ ১১, ৩২৯ কিলো। শিরিডি সাঁই মন্দির রয়েছে ৩৮০ কিলো সোনা।

গুপ্তচরবৃত্তির ভয়ে

বিমানে ওঠার আগে চীনের দেওয়া সবকিছু

ডাস্টবিনে ফেলল ট্রাম্প প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বেইজিং সফর শেষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিনিধিদল উড়োজাহাজে ওঠার আগে এক ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বেইজিং ত্যাগের সময় মার্কিন নিরাপত্তা কর্মকর্তারা নির্দেশ দেন, চীন থেকে পাওয়া কোনো সামগ্রীই প্রেসিডেন্সিয়াল বিমান এয়ার ফোর্স ওয়ানে নেওয়া যাবে না। এরপর বিমানের সিঁড়ির নিচে হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদের কাছ থেকে প্রেস পাস, পিন এবং চীন সরকারের দেওয়া সাময়িক ব্যবহারের মোবাইল ফোন বা বার্নার ফোনসহ বিভিন্ন সামগ্রী সংগ্রহ করে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়।

শুক্রবার (১৫ মে) বেইজিং ছাড়ার সময় যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা প্রটোকল অনুসরণ করেই এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।নিউইয়র্ক পোস্টের হোয়াইট

হাউস প্রতিনিধি এমিলি গুডিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে এ ঘটনার বর্ণনা দেন। তিনি জানান, চীনা কর্মকর্তাদের দেওয়া পরিচয়পত্র, কর্মীদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া বার্নার ফোন এবং বিশেষ পিনসহ সব ধরনের সামগ্রী বিমানে ওঠার আগে সংগ্রহ করে সিঁড়ির নিচে রাখা বড় একটি ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়।হোয়াইট হাউসের প্রেস পুলও বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেছে। তারা জানিয়েছে, বেইজিংয়ে দেওয়া যেকোনো উপহার বা সামগ্রীর মাধ্যমে নজরদারি বা ডিজিটাল গুপ্তচরবৃত্তির আশঙ্কা থেকেই এই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ক্যামেরার সামনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংকে আন্তরিক পরিবেশে দেখা গেলেও পর্দার আড়ালে দুই দেশের নিরাপত্তা ও গণমাধ্যম টিমের মধ্যে উত্তেজনা ছিল।বেইজিংয়ের ঐতিহাসিক টেম্পল অব হ্যাভেনে দুই নেতার বৈঠকের সময় মার্কিন সাংবাদিকদের সঙ্গে থাকা সিক্রেট সার্ভিসের এক সশস্ত্র এজেন্টকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দেয় চীনা নিরাপত্তা কর্মীরা। তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকায় এই বাধা দেওয়া হয়। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা প্রটোকল অনুযায়ী সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের অস্ত্র বহন করা স্বাভাবিক নিয়ম। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের নিরাপত্তা দলের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়।সফর শেষে প্রতিনিধিদল বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হলে দুই পক্ষের মধ্যে টানাপোড়েন আরও বাড়ে। চীনা কর্মকর্তারা প্রথমে মার্কিন সাংবাদিকদের প্রেসিডেন্টের মূল গাড়িবহরে যোগ দিতে বাধা দেন। মার্কিন গণমাধ্যম 'দ্য হিল' সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের বরাতে জানিয়েছে, সাংবাদিকদের সঙ্গে থাকা মার্কিন সহকারীরা শেষ পর্যন্ত চীনা নিরাপত্তা বলয় অতিক্রম করে সাংবাদিকদের ভেতরে নিয়ে যান।

চীনের মাটিতে মার্কিন গণমাধ্যমকে আটকে দেওয়ার এই চেষ্টা দুই দেশের সম্পর্কের উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থাকে আবারও সামনে নিয়ে এসেছে।যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রেসিডেন্টের চীন সফরে এ ধরনের কূটনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত জটিলতা নতুন নয়। নিউইয়র্ক টাইমসের একটি পুরোনো প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬ সালে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা চীনের হাংঝৌ সফরে গেলে, সি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে কতজন মার্কিন কর্মকর্তা অংশ নিতে পারবেন, তা নিয়ে বিমানবন্দরের রানওয়েতে মার্কিন ও চীনা কর্মকর্তাদের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা হয়েছিল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্পের এবারের সফরে চীনা সামগ্রী ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়ার ঘটনাটি বেইজিংয়ের প্রতি ওয়াশিংটনের দীর্ঘদিনের অবিশ্বাসের প্রতিফলন।

শেষ ম্যাচ জিতলেই চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল

ডার্বি ড্রয়ে জটিল অঙ্ক মোহনবাগানের

লিগের লড়াইয়ে টিকে থাকতে জিততেই হবে। রবিবাসরীয় ডার্বিতে নামার আগে দুই প্রধানের জন্যই কমবেশি এই ছিল সমীকরণ। ফলে জয়ের তাগিদ ছিল দুই দলেরই। সেই সঙ্গে হয়তো হারের ভয়টাও ছিল। কারণ হারলেই লিগের লড়াই থেকে ছিটকে যাওয়া একপ্রকার নিশ্চিত ছিল। শেষমেশ হারের ভয় আর জয়ের তাগিদের মাঝে ডার্বি ড্র। এখন প্রশ্ন হল, এই ডার্বি ড্র-য়ে সুবিধাটা হল কার? লিগ জিততে হলে দুই প্রধানকে কী কী করতে হবে। প্রথমেই বলে দেওয়া যাক, এদিনের ডার্বি ড্র হয়ে যাওয়ায় অন্তত চারটি দল এখনও লিগ জয়ের দাবিদার। সেই চার দল হল ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, পাঞ্জাব এবং মুম্বই সিটি এফসি। বেঙ্গালুরু এফসি এই মুহূর্তে পয়েন্ট টেবিলে তিন নম্বরে। মুম্বই এবং পাঞ্জাবের উপরে। তবে তাঁদের সব ম্যাচ শেষ। ১৩ ম্যাচে তাঁদের পয়েন্ট সংখ্যা ২৩। গোল পার্থক্য তারা ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান দু'দলের থেকেই পিছিয়ে। ফলে তাঁদের সম্ভাবনা নেই। লড়াইয়ে বাকি চার দল।ইস্টবেঙ্গলের সমীকরণ ইস্টবেঙ্গলের শেষ ম্যাচ ইন্টারকাশীর বিরুদ্ধে। ওই ম্যাচ জিতলে ইস্টবেঙ্গলের চ্যাম্পিয়ন হওয়া কার্যত নিশ্চিত। কারণ ১২ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে লাল-হলুদ শীর্ষে। মোহনবাগানও সমসংখ্যক ম্যাচ সমান পয়েন্টে রয়েছে। কিন্তু গোলপার্থক্যে অনেক এগিয়ে লাল-হলুদ শিবির। ইস্টবেঙ্গল যদি শেষ ম্যাচ ড্র করে তাহলে তাদের দুটি ম্যাচের দিকে তাকাতে হবে। সেক্ষেত্রে

মোহনবাগানের নিজেদের শেষ ম্যাচ জেতা চলবে না। একই সঙ্গে পাঞ্জাব বনাম-মুম্বই ম্যাচ ড্র হতে হবে। ইস্টবেঙ্গল হারলেও একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকবে। সেক্ষেত্রে মোহনবাগানের শেষ ম্যাচ জেতা চলবে না। পাঞ্জাব-মুম্বই ম্যাচ ড্র হতে হবে। তবে সেই সমীকরণ বেশ জটিল। মোহনবাগানের সমীকরণ মোহনবাগানকে দিল্লি এফসির বিরুদ্ধে নিজেদের ম্যাচ জিততেই হবে। সেই সঙ্গে তাকিয়ে থাকতে হবে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে।

লাল-হলুদ শিবির যদি জিততে না পারে আর মোহনবাগান যদি জেতে তাহলে মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন। আর একটি দুরূহ সমীকরণ হল দুই দলই জিতল, কিন্তু মোহনবাগানের জয়ের ব্যবধানে ইস্টবেঙ্গলের থেকে ৬ গোল বেশি হল, তাহলে মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হতে পারে।

যা একপ্রকার অসম্ভব। মোহনবাগান হারলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা কার্যত নেই। ড্র করলে ইস্টবেঙ্গলকে শেষ ম্যাচ হারতে হবে। পাঞ্জাব-মুম্বই ম্যাচও ড্র হতে হবে। সেই সম্ভাবনাও বেশ দুরূহ। পাঞ্জাব এবং মুম্বইয়ের সমীকরণ শেষ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগান কারও জেতা চলবে না। যদি কলকাতার দুই প্রধানই ড্র করে বা হারে, তাহলে মুম্বই-পাঞ্জাব ম্যাচের জয়ীরাই চ্যাম্পিয়ন হবে।ফলে যা পরিস্থিতি তাতে একমাত্র ইস্টবেঙ্গল ছাড়া বাকি সব দলকেই লিগ জিততে হলে অন্যান্য দলের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত যেমন ম্যাচ শেষে বলেই দিলেন, তআমরা বেশি সুযোগ তৈরি করেছি। গোল হওয়া উচিত ছিল। আর একটা দল অনেক পেনাল্টি পেয়েছে, তাই ওদের গোলপার্থক্য বেশি। আশা করব শেষ ম্যাচ নিজেদের সেরাটা দেবে ইন্টার কাশী।

থামল ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই

শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

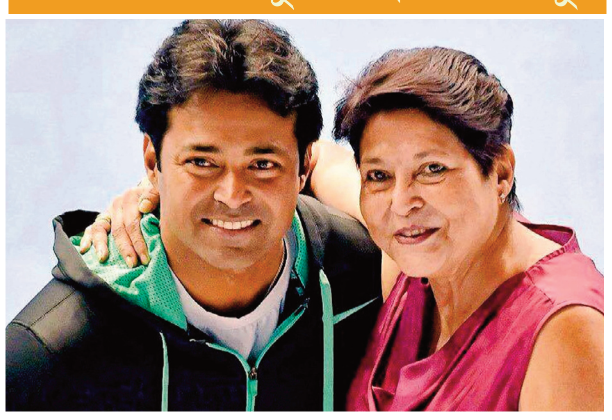

প্রয়াত লিয়েন্ডার পেজের মা জেনিফার। বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি নিজেও দীর্ঘদিন বাস্কেটবল খেলেছেন। ক্যানসারের আক্রান্ত ছিলেন জেনিফার। অবশেষে সেই লড়াই থামল। লিয়েন্ডারের মায়ের প্রমাণে শোকবার্তা জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উল্লেখ্য, গত বছর আগস্টমাসে প্রয়াত হন লিয়েন্ডারের বাবা ভেস পেজ। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মা'কে হারালেন ভারতের কিংবদন্তি টেনিসতারকা। জেনিফার ১৯৭২ সালের অলিম্পিক্সে ভারতের বাস্কেটবল দলের সদস্য ছিলেন। ১৯৮২ সালে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন। ভারতের প্রাক্তন হকি খেলোয়াড় ভেস পেজের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ভেস ১৯৭১ সালে হকি বিশ্বকাপের ব্রোঞ্জজয়ী দলে ছিলেন। ১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিকে ভারতের ব্রোঞ্জজয়ী হকিদলের সদস্য ছিলেন। এক পরিবারের তিন সদস্যই অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করেছেন, এমন উদাহরণ ভারতে নেই।দীর্ঘদিন ধরেই ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন জেনিফার। অস্ত্রোপচারও হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ৭২ বছরে তাঁর লড়াই থামল। জেনিফারের প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ভারতের টেনিস কিংবদন্তি লিয়েন্ডার পেজের মা জেনিফার পেজের প্রয়াণে শোকাহত।

নাইট প্রাক্তনী ভেঙ্কটেশের ব্যাটে প্লেঅফে আরসিবি

পাঞ্জাবের হারের ডবল হ্যাটট্রিকে সুবিধা কেকেআরের

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ২২২/৪ (ভেঙ্কটেশ ৭৩* , কোহলি ৫৮, হরপ্রীত ৩৫/২) পাঞ্জাব কিংস ১৯৯/৮ (শশাঙ্ক ৫৬, স্টয়নিস ৩৭, ভুবনেশ্বর ৩৮/২) ২৩ রানে জয়ী রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু শেষ কবে ম্যাচ জিতেছিল পাঞ্জাব কিংস? প্রায় মাস খানেক আগে। মে মাসে দিল্লি ক্যাপিটালসের রানের পাহাড় টপকে জিতেছিলেন শ্রেয়স আইয়াররা। তারপর টানা হার। এবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে ২৩ রানে হারল প্রীতি জিন্টার দল। এই নিয়ে হারের ডবল হ্যাটট্রিক করে ফেলল পাঞ্জাব কিংস। টানা ৭ ম্যাচ অপরাজিত থেকে লিগ শুরু করেছিল, আর এখন প্লেঅফে ওঠাই কঠিন শ্রেয়সদের জন্য। প্রাক্তন নাইট তারকা ভেঙ্কটেশ আইয়ারের ৭৩ রানের সৌজন্যে জিতে আনুষ্ঠানিকভাবে এবারের আইপিএলে প্রথম দল হিসেবে প্লেঅফে যোগ্যতা অর্জন করল আরসিবি। আর তার সুবাদে প্লেঅফের অঙ্কে নাইট রাইডার্সের সুবিধাই হল।ধরমশালায় টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত

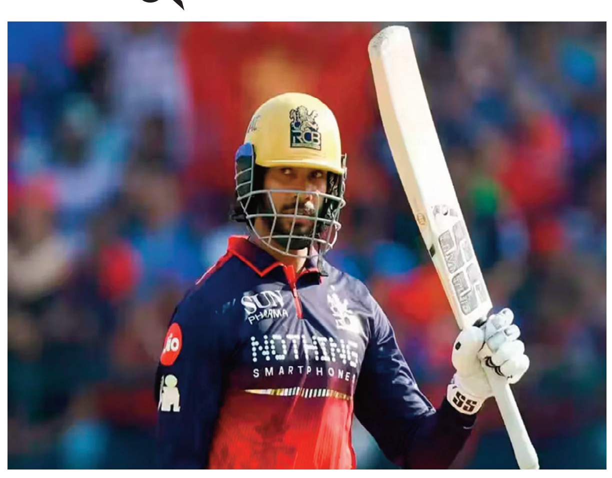

নেন পাঞ্জাব অধিনায়ক শ্রেয়স। আরসিবি'র জেকব বেথেল এদিনও রান পেলেন না। তবে বিরাট কোহলি অবিচল। যত বয়স যাচ্ছে, তত পরিণত, তত ধারালো। অনেকেই আফসোস করতে পারেন, কেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিলেন? এদিন ৩৭ বলে ৫৮ রানের ইনিংস খেলে যান। ৪টে চারের পাশাপাশি ছিল ৩টি ছক্কা। যোগ্য সঙ্গ দিয়ে ২৫ বলে ৪৫ রান করেন দেবদত্ত পাড়িক্কল। চোটের জন্য আরসিবি'তে অধিনায়ক রজত পাতিদার ছিলেন না। সেখানে সুযোগ পেয়েই নিজেকে প্রমাণ করলেন ভেঙ্কটেশ। ৪০ বলে ৭৩ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন। নাইট জার্সিতে তাঁর ব্যাটে এরকম ইনিংসই দেখতে চেয়েছিলেন কেকেআর। যে কারণে দাম উঠেছিলেন ২২.৭৫ কোটি টাকা। সেটা না হওয়ায় আজ আরসিবি'তে।

কিন্তু পুরনো দলের কঠিন সময়ে তাঁর ব্যাট কথা বলে উঠল। তাঁর ব্যাট থেকে এল ৮টা চার ও ৪টে ছক্কা। শেষবেলায় টিম ডেভিড ১২ বলে ২৮ রান করেন। বেঙ্গালুরু তোলে ২২২ রান।পাঞ্জাবের ব্যাটিংয়ের যা শক্তিতে তাতে এই রানটা তুলে দেওয়া কঠিন নয়। এই আইপিএলেই তিনবার ২০০-র বেশি রান তাড়া করে জিতেছে। কিন্তু একটা দল টানা হারতে থাকলে কোনও কিছুই ঠিকঠাক চলে না। আর ভুবনেশ্বর কুমার, জশ হ্যাজেলউডদের দিয়ে সাজানো বেঙ্গালুরুর বোলিং আইপিএলের অন্যতম সেরা। সেটা প্রমাণ হয়ে গেল প্রথম চার ওভারেই। প্রিয়াংশ আর্য (০) ও প্রভসিমরন সিং (২), পাঞ্জাবের দুই ওপেনারই ফিরলেন ভুবির বলে। বেগুনি টুপিও তাঁর মাথায়। শ্রেয়স আইয়ারকে (১) ফেরালেন রসিখ সালাম। ১৯ রানে ৩ উইকেট থেকে পাঞ্জাবকে ম্যাচে ফেরানোর চেষ্টা করেছিলেন কুপার কনোলি (৩৭) ও সূর্যাংশ শেডগে (৩৫)। তারপর একা কুম্ভ হয়ে লড়ে যান শশাঙ্ক সিং। সঙ্গে ছিলেন মার্কাস স্টোয়নিস (৩৫)। অজি তারকাকে ফেরান তাঁরই দেশীয় সতীর্থ। তবে ডেথওভারে লড়াই করেও দলকে জেতাতে পারেননি শশাঙ্ক। শেষ ওভারে ২৭ বলে ৫৬ রান করে আউট হন তিনি। শেষ পর্যন্ত ২৩ রানে হারে পাঞ্জাব।

ক্রীড়াক্ষেত্রকে রাজনীতিমুক্ত করার ডাক নিশীথের

আইএসএলের ডার্বি অমীমাংসিত। ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগানের ম্যাচ শেষ হল ১-১ গোলে। যুবভারতীতে ডার্বি দেখতে এসেছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। ৬২ হাজারের ভরা স্টেডিয়ামে রোমহর্ষক ডার্বি দেখে তিনি খুশি। সেই সঙ্গে যুবভারতীতে মেসি-কাণ্ড নিয়ে বড় ঘোষণা ক্রীড়ামন্ত্রীর। তিনি জানালেন, গতবছরের ডিসেম্বরে মেসিকে দেখতে এসে যে দর্শকরা বঞ্চিত হয়েছিলেন, তাদের টাকা ফেরতের জন্য তিনি পদক্ষেপ নিয়েছেন। সেই সঙ্গে বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রকে রাজনীতিমুক্ত করার বার্তা দিয়ে রাখলেন। দর্শকদের উন্মাদনায় মুগ্ধ ক্রীড়ামন্ত্রী আক্ষেপ জানান, মেসিকাণ্ড বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রের জন্য লজ্জাজনক অধ্যায়। এর আগেই তিনি এই মামলার ফাইল খুলেছেন। আজ ফের জানিয়ে গেলেন, এর পিছনে যে 'কুচক্রীরা' জড়িত, তাঁদের ছেড়ে কথা বলা হবে না। যাঁদের অন্তর্ঘাতে বাংলার মাথা নীচু হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্তে উঠে আসবে।তার সঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, তসাধারণ মানুষরা নিজেদের কষ্টার্জিত পয়সা জমা করে, টিকিট কেটে মেসিকে দেখতে পারেনি। বরং তাঁদের বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়েছে। আমরা তাঁদের প্রত্যেককে সেই অর্থ ফেরত দেওয়ার কথা বলেছি। যাঁরা সেদিন কেটে এসেছিলেন, তাঁদের অর্থ যদি ফেরত দেওয়া না হয়, তাহলে আগামীতে কঠোর পদক্ষেপ নেব।দ এর আগে মেসিকে কলকাতায় আনার উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত জানিয়েছেন, প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তিনি ১০০ কোটি টাকার মানহানির মামলা করবেন। আর মামলা জিতলে সেই টাকা দিয়ে দর্শকদের ফেরত দেবেন। অভিযোগ, অরূপ ও তাঁদের ঘনিষ্ঠদের 'বাড়াবাড়ি'র জন্যই মেসিকে তড়িঘড়িকে যুবভারতীর বাইরে নিয়ে যেতে হয়। তাতেই দর্শকরা ক্ষুব্ধ হন। সেই প্রসঙ্গে নিশীথ জানান, তশতদ্রুবাবু আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে কথা বলব।দ তাঁর সাফ বার্তা, তখেলার ময়দান রাজনীতিমুক্ত হবে। খেলোয়াড়রা রাজনীতিমুক্ত হবেন। খেলার সঙ্গে জড়িত যে সমস্ত সংস্থাগুলো আছে ফেডারেশনগুলো আছে, তাদেরকে নেপোটিজম মুক্ত হতে হবে। রাজনীতিমুক্ত হতে হবে এবং পরিবারবাদ মুক্ত হতে হবে। এটাই আমাদের মূল মন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গে সরকারে পরিবর্তন হয়েছে। এবার খেলার ময়দান রাজনীতিমুক্ত হবে।

হার্দিকের গোপন প্ল্যান ফাঁস! কবে কোথায় বসছে আসর

খেলা নয়, চলতি আইপিএলে নানা বিতর্কের কারণে সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। দলের মধ্যে তাঁকে নিয়ে অশান্তি, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে একঘরে হয়ে গিয়েছেন তারকা অলরাউন্ডার-এমন নানা গুঞ্জন ছড়িয়েছে গত কয়েক সপ্তাহে। এবার সেই তালিকায় নবতম সংযোজন-মাহিকা শর্মার সঙ্গে বিয়ে। শোনা যাচ্ছে, চলতি সপ্তাহেই সাতপাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন হার্দিক-মাহিকা। ২০২৪ সালে নাতাশা স্ট্যানকোভিচের সঙ্গে বিচ্ছেদের পথে হেঁটেছিলেন হার্দিক। সেখান থেকে জীবনে বহু উত্থানপতন এসেছে। তারপর তাঁর হাত ধরেছেন মাহিকা। এমনকী ছেলে অগস্ত্যর সঙ্গেও যথেষ্ট 'ভাব' মাহিকার। হার্দিকের ম্যাচ থাকলে স্টেডিয়ামে মাহিকাকে দেখা যাওয়াটাই নিয়মিত ঘটনা হয়ে গিয়েছে। টি-২০ বিশ্বকাপ জেতার পর মাহিকাকে নিজের স্ত্রী বলেই পরিচয় দিয়েছিলেন হার্দিক। বিশ্বচ্যাম্পিয়নের মেডেল পরিয়ে দিয়েছিলেন মাহিকার গলায়। জড়িয়ে ধরে চুমু খেতেও দেখা যায় তাঁকে।আইপিএলেও বহুবার হার্দিকের ম্যাচে গ্যালারিতে দেখা গিয়েছে মাহিকাকে। কিন্তু সম্প্রতি একাধিক ম্যাচে খেলেননি হার্দিক। দলের তরফে সরকারিভাবে বলা হয়েছে, পিঠে চোটের কারণে মুম্বই অধিনায়ক মাঠে নামছেন না। কিন্তু ক্রিকেটমহলের জল্পনা, ইচ্ছাকৃতভাবে হার্দিক খেলছেন না আইপিএলে। তার একটা অন্যতম কারণ মুম্বই শিবিরে অশান্তি। দ্বিতীয় কারণ বোর্ডের নয়া নির্দেশিকা। শোনা যাচ্ছে, 'গার্লফ্রেন্ড সংস্কৃতি' নিয়ে নতুন নিয়ম আনার পরিকল্পনা করছে বিসিসিআই। ক্রিকেটারদের এই প্রবণতাকে ঘিরে উদ্বিগ্ন বিসিসিআই। যা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে আরও বড় সমস্যা তৈরি হতে পারে। এই নিয়ম হার্দিকের মোটেই পছন্দ হয়নি। সেকারণেই তিনি দ্রুত মাহিকার সঙ্গে বিয়ে সেরে ফেলবেন বলে খবর ছড়াচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, ২২ মে উদয়পুরে সাতপাক ঘুরবেন হার্দিক-মাহিকা। এই নিয়ে ড্রেসিংরুমেও নাকি মুখ খুলেছেন হার্দিক, এমনটাই সোশাল মিডিয়ায় গুঞ্জন। তবে এই খবরের সত্যতা নিয়ে সংশয় রয়েছে। আইপিএলের মাঝপথেই বিয়ে করবেন হার্দিক, এমনটা হওয়া কার্যত অসম্ভব। হার্দিক-মাহিকার তরফ নিয়ে এই নিয়ে কিছু ইঙ্গিতও করা হয়নি। ফলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে, আপাতত বিয়েটা হচ্ছে না।

নয়া জামানা

গরমে বাড়ছে হাসপাতালে ভিড় !

এই ৮ রোগের লক্ষণ দেখলেই হোন সতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ তীব্র গরম, আর্দ্রতার সঙ্গে এ সময় দূষিত খাবার ও জল ডেকে আনতে পারে একাধিক রোগ। হিটস্ট্রোক থেকে ডেঙ্গি, ফুড পয়জনিং থেকে ফাঙ্গাল ইনফেকশন, গরমে সামান্য অসতর্কতাই বড় বিপদের কারণ হতে পারে। তাই সুস্থ থাকতে আগে থেকেই সচেতন হওয়া জরুরি। জেনে নিন গরমে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় এমন ৮টি রোগ, তাদের উপসর্গ এবং প্রতিরোধের সহজ উপায়।

হিটস্ট্রোক ঃ প্রচণ্ড রোদে দীর্ঘক্ষণ থাকলে শরীরের তাপমাত্রা হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে। এর ফলে হিটস্ট্রোকের আশঙ্কা থাকে। মাথা ঘোরা, বমিভাব, অতিরিক্ত ক্লান্তি, দ্রুত হৃদস্পন্দন, মাথাব্যথা এবং শরীর খুব গরম হয়ে যাওয়া এর প্রধান লক্ষণ। গুরুতর ক্ষেত্রে
এটি প্রাণঘাতীও হতে পারে। এর থেকে বাঁচতে পর্যাপ্ত জল পান করুন। ডাবের জল, লেবুর শরবত, ওআরএস খেতে পারেন। দুপুরের কড়া রোদ এড়িয়ে চলুন এবং হালকা রঙের ঢিলেঢালা পোশাক পরুন।

ডিহাইড্রেশন ঃ গরমে শরীর থেকে অতিরিক্ত ঘামের মাধ্যমে জল বেরিয়ে যায়। ফলে শরীরে জলের ঘাটতি তৈরি হতে পারে। মুখ শুকিয়ে যাওয়া, দুর্বল লাগা, মাথা ঘোরা, ক্লান্তি এবং মাথাব্যথা ডিহাইড্রেশনের সাধারণ লক্ষণ। শিশু ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বেশি। এর থেকে রেহাই পেতে তেষ্টা না পেলেও নিয়মিত জল পান করুন। ফলের রস, ঘোল, লেবুর জল ও ইলেকট্রোলাইটযুক্ত পানীয় উপকারী। অতিরিক্ত চা, কফি বা অ্যালকোহল এড়িয়ে চলুন।

ফুড পয়জনিং ঃ গরমে খাবারে দ্রুত ব্যাকটেরিয়া জন্মায়। ফলে বাসি বা ঠিকমতো সংরক্ষণ না করা খাবার খেলে ফুড পয়জনিং হতে পারে। বমি, ডায়রিয়া, পেটব্যথা, জ্বর এর সাধারণ উপসর্গ। প্রতিরোধে সবসময় টাটকা রান্না করা খাবার খান। ফল ও সবজি ভালো করে ধুয়ে নিন। বাসি খাবার দ্রুত ফ্রিজে রাখুন এবং অপরিষ্কার জায়গার খাবার এড়িয়ে চলুন।

জলবাহিত রোগ ঃ গরমে দূষিত জল থেকে টাইফয়েড, কলেরা, হেপাটাইটিস এ-র মতো রোগ ছড়ায়। জ্বর, বমি, ডায়রিয়া, পেটব্যথা ও দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। বাঁচতে ফোটানো, ফিল্টার করা বোতলজাত জল পান করুন। বাইরে বরফ দেওয়া পানীয় এড়িয়ে চলুন। খাওয়ার আগে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

সানবার্ন ও ত্বকের র‍্যাশ ঃ অতিরিক্ত রোদে ত্বক পুড়ে যাওয়া, লালচে ভাব, জ্বালা বা ঘামাচির সমস্যা বাড়ে। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। রেহাই পেতে বাইরে বেরনোর আগে সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। টুপি, সানগ্লাস ও সুতির পোশাক পরুন। দীর্ঘক্ষণ রোদে থাকা এড়িয়ে চলুন।

ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া ঃ গরম ও বৃষ্টির জমা জলে মশার বংশবিস্তার বাড়ে। এর থেকেই ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার ঝুঁকি দেখা দেয়। জ্বর, গায়ে ব্যথা, দুর্বলতা, কাঁপুনি এর লক্ষণ হতে পারে। প্রতিরোধে বাড়ির আশপাশে জল জমতে দেবেন না। মশারি, রিপেলেন্ট ও স্প্রে ব্যবহার করুন। সন্ধ্যের পর ফুলহাতা পোশাক পরুন।

কনজাংকটিভাইটিস বা পিঙ্ক আই ঃ গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় চোখের সংক্রমণ দ্রুত ছড়ায়। চোখ লাল হয়ে যাওয়া
, চুলকানি, জল পড়া ও জ্বালা এর লক্ষণ। এর থেকে মুক্তি পেতে বারবার হাত ধোবেন। চোখে হাত দেবেন না। অন্যের ব্যবহার করা প্রসাধনী, তোয়ালে, বালিশ ব্যবহার করবেন না।

ফাঙ্গাল ইনফেকশন ঃ ঘাম ও আর্দ্রতার কারণে গরমে দাদ, চুলকানি, ফাঙ্গাল সংক্রমণ বাড়ে। ত্বক লাল হওয়া, চুলকানি ও খোসা ওঠা এর লক্ষণ। প্রতিরোধে ঘাম হলে দ্রুত না মুছে ফেলুন। নিয়মিত স্নান করুন এবং সুতির ঢিলেঢালা পোশাক ব্যবহার করুন। ভেজা কাপড় দীর্ঘক্ষণ পরে থাকবেন না।

গরমে শিশু, বয়স্ক এবং যাঁদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা হৃদরোগের মতো দীর্ঘদিনের অসুখ রয়েছে, তাঁদের আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কারণ অতিরিক্ত গরম শরীরের উপর বাড়তি চাপ ফেলে এবং অনেক সময় পুরনো অসুস্থতাকেও বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই নিয়মিত ওষুধ খাওয়া, পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া এবং শরীরের কোনও অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখলেই দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। গরমে একটু সচেতন থাকলেই এই রোগগুলির ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব। পর্যাপ্ত জল পান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং রোদ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখাই সুস্থ থাকার মূল চাবিকাঠি।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।